আদি-লীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ। সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃতীয়ে আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার-বাহ্যকারণঞ্চ বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ "শ্রীচৈতন্যেতি"। **যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ** যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য পাদয়োশ্চরণয়োঃ যো আশ্রয় শরণং তস্যৈব বীর্য্যতঃ প্রভাবতঃ **অজ্ঞঃ** শাস্ত্রজ্ঞানহীনো-মূর্খোঽপি আকরাণাং শাস্ত্ররূপখনীনাং ব্রাতঃ সমূহস্তস্মাৎ শাস্ত্রাণি সমালোচ্য ইত্যর্থঃ, সিদ্ধান্ত এব সন্মণীন্ উৎকৃষ্টরত্নবিশেষান্ সারসিদ্ধান্তানিত্যর্থঃ সংগৃহ্নাতি, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে। অত্রায়মাশয়ঃ, শাস্ত্রজ্ঞানহীনোঽপ্যহং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-প্রভাবেনৈব নানাশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তস্যাবতারকারণং বর্ণয়ামীতি। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্রবন্দনং ন তু বিঘ্নবিনাশায়েতি ॥ ১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে) অজ্ঞঃ (অজ্ঞব্যক্তি) [অপি] (ও) আকরব্রাতাৎ (শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে) সিদ্ধান্তসন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সকল) সংগৃহ্নাতি (সংগ্রহ করিতে পারে) [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ **উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ সংগ্রহ** করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের অর্থ করা হইবে; এই শ্লোকের অর্থ করিতে হইলে গভীর **শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার**; গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন, তাঁহার তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই; তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে **শরণাপন্ন হইয়া তিনি** উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন; শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ লওয়ার একটা অচিন্ত্য-মাহাত্ম্য **এই যে, নিতান্ত মূর্খ** ব্যক্তিও চরণ-শরণ-প্রভাবে নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সার সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করিতে **সমর্থ হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর** শ্রীচরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্তই গ্রন্থকার এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। **আকর**—খনি, যাহাতে রত্নাদি জন্মে। **ব্রাত**—সমূহ। **আকরব্রাত**—(শাস্ত্ররূপ) খনিসমূহ। এই শ্লোকে **শাস্ত্রকে** খনির সঙ্গে এবং সিদ্ধান্তকে মণির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। খনিতে যেমন মণি থাকে, কিন্তু **তাহা খুঁজিয়া** বাহির করিতে হয়; তদ্রূপ শাস্ত্রেও সার-সিদ্ধান্ত আছে, শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাহা বাহির করিতে হয়; কেবল **শাস্ত্রালোচনা** করিলেই সার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টী, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে **শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা** করিতে হইবে; তাহা হইলেই **তাঁহার** কৃপায় অনায়াসে সার-সিদ্ধান্ত বোধগম্য **হইবে—ইহাই "যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ"** শব্দের ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২।)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।

গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। "জয় জয়" ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ বন্দনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

২। **তৃতীয় শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত যদদ্বৈতং শ্লোকের। **কৈল বিবরণ**—(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) বিবৃত করিয়াছি। **চতুর্থ শ্লোকের**—"অনর্পিতচরীং" শ্লোকের। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের ব্যাখ্যার উপক্রম করিতেছেন।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য!

৩। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকব্যাখ্যার সূচনা করিতেছেন, ৩—২০ পয়ারে। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা প্রকাশ করার পূর্ব্বে, কোন্ ধামে থাকিয়া কি প্রকারে তিনি এই অবতারের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাই বলিতেছেন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট নিত্যলীলার ধামের কথা বলিতেছেন। এই ধামের নাম শ্রীগোলোক; এই গোলোকে থাকিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পূর্ণ ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। **ব্রজেন্দ্রকুমার**—১।২।৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গোলোক**—পরব্যোমের ঊর্দ্ধে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে; তাহার নাম **গোকুল**। উক্ত পদ্মের কর্ণিকারস্থলে শ্রীকৃষ্ণের **মহদন্তঃপুর**; এই অন্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদিঃ ও শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাঁহাদের দায়াধিকার আছে, সেই পরম-প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে বাস করেন; আর গোপসুন্দরীগণের উপবন উক্ত পদ্মের পত্রস্থানীয়। উক্ত পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্ভাগে, গোকুলেরই আবরণ স্বরূপ একটী চতুষ্কোণ ধাম আছে; তাহার নাম **শ্বেতদ্বীপ**। "সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ তৎকিঞ্জল্কন্তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি। চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।২, ৪, ৫॥" উক্ত পদ্মের পত্র-সমূহের প্রান্তভাগ ঊর্দ্ধে উত্থিত; পত্রের মূল সন্ধি সমূহে রাস্তা আছে এবং অগ্রভাগের সন্ধি সমূহে গোষ্ঠ সমূহ আছে; সম্পূর্ণ পদ্মের নাম গোকুল। "অত্র পত্রাণামুচ্ছ্রিত-প্রান্তানাং মূলসন্ধিষু বর্ত্মানি, অগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ড-কমলস্য গোকুলাখ্যত্বাৎ তথৈব সমাবেশাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১০৬।" চতুষ্কোণ-স্থানের সমগ্রভাগকে শ্বেতদ্বীপ বলে না, কেবল বহির্মণ্ডলকেই শ্বেতদ্বীপ বলে, গোলোকও বলে; আর অভ্যন্তরমণ্ডলকে বৃন্দাবন বলে। "কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি তৎপর্য্যায়ঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬।" তাহা হইলে বুঝা গেল, চতুষ্কোণ-স্থানের কেবল বহির্দ্দিকের অংশকে বলে **শ্বেতদ্বীপ** বা **গোলোক,** আর ভিতরের অংশকে (অর্থাৎ চতুষ্কোণ-স্থানের যে অংশ সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের অব্যবহিত পরে, সেই অংশকে) বলে **বৃন্দাবন**; সহস্রদল-পদ্মাকৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপসুন্দরীদিগের উপবন-সমূহকে বলে **কেলি-বৃন্দাবন**। "যস্য চ সমীপগানাং আলয়রূপস্য কমলস্য সর্ব্বতশ্চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ব্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি। * * * পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি। শ্রীগোপাল চম্পূ, পূ, ১।৫৬॥" ইহাতে বুঝা গেল, মধ্যস্থলে পদ্মাকৃতি

ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোকুল, গোকুলের শেষ সীমায় উপবনগুলির নাম কেলিবৃন্দাবন; গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক। গোকুলকে ব্রজও বলে। "* * মহামণিকমলং গোকুলনামতয়া নিজরূপং নিরূপয়তি। গোগোপাবাসব্রজরূপব্রজ এবাহমস্মীতি।—গো, চ, পূ, ১। ৪৬॥ তাস্থ কেবলাস্থ ব্রজরাজ-স্থতবধূভাবস্থ লব্ধপ্রসিদ্ধিতাং বিনা ব্রজকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি। গো, চ, পূ, ১।৫৩॥" "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। ১।৫।১৪॥"

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা অধিক বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভবও বলা হয়। "যৎ তু গোলোক-নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্॥ ল, ভা, কৃ, পূ, ৪৯৮॥"

যাহাহউক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুলের বিভিন্ন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ এই তিন নামে এক শ্রীগোকুলধামকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥ ১।৫।১৪॥" আলোচ্য পয়ারেও গোলোক-শব্দ শ্রীগোকুল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা এস্থলে গোলোক-শব্দে গোলোক, বৃন্দাবন ও গোকুলকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। গো-গোপাবাস বলিয়া এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের নামই গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যাতম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥"

গোলোকে—গোকুলে; অথবা গোলোকে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে। **ব্রজের সহিত**—ব্রজপরিকরদের সহিত। এস্থলে ব্রজ-শব্দের পারিভাষিক অর্থ (গোকুল) ধরিলে গোলোক ও ব্রজ এই দুইটীই একার্থ-বোধক শব্দ হইয়া যায়; তাই "ব্রজ" অর্থ "ব্রজ-পরিকর" ধরা হইল।

নিত্যবিহার—নিত্যলীলা করেন। অনাদিকাল হইতে যে লীলা চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যে লীলা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ যে লীলার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহাকেই নিত্যলীলা বলে। লীলা একাকী হয় না; লীলা করিতে হইলেই পরিকরের প্রয়োজন; স্থতরাং লীলা যখন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও নিত্য। এই নিত্যলীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাস; ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় অনাদি। এ সমস্ত নিত্য-পরিকরদের (ব্রজের) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই গোলোকে নিত্য-লীলায় বিলসিত আছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের পরিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদের নিকটে বলিয়াছেন—"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ ইঁহারা সকলেই নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণশালী। পদ্ম, পু, পা, ৫২।৩॥"

৪। স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম বলিতেছেন। ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন।

ব্রহ্মার একদিনে—পরবর্ত্তী ৫।৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

তেঁহো—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। **অবতীর্ণ হয়্যা**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করিয়া। **প্রকট-বিহার**—প্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা করিতেছেন; কখনও কখনও ঐ অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও এক প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন; শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সকল পরিকরবর্গের মধ্যে লীলা-পুষ্টির অনুকূল ভাব সকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। "সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে। সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—চারি যুগ জানি॥
সেই চারিযুগে 'দিব্য এক যুগ' মানি॥ ৫
একাত্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥ ৬

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ-চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥ ৭
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ ল, ভা, কৃ, পূঃ। ১৫৬-১৫৭॥" এইরূপে যখন তিনি প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন তিনি কৃপা করিয়া প্রাপঞ্চিক জীবগণকে এমন শক্তি দান করেন, যাহাতে তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার পরিকরগণকে এবং তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়। "নিত্যাবক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্ম-বচন।" এইরূপে যে লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়, তাহাকে প্রকট-লীলা বলে; আর অন্যান্য যে সমস্ত লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না, তাহাদিগকে অপ্রকট লীলা বলে। "প্রপঞ্চ-গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ। ল, ভা, কৃঃ পূঃ ১৫৮"॥

৫।৬। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বলিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে যে সময় হয়, তাহাকে বলে এক **দিব্যযুগ**; একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ একাত্তর বার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক মন্বন্তর (তাহা হইলে এক মন্বন্তরে ৭১টী সত্যযুগ, ৭১টী ত্রেতাযুগ, ৭১টী দ্বাপরযুগ এবং ৭১টী কলিযুগ আছে); একাত্তর চতুর্যুগ পর্য্যন্ত এক মনুর অধিকার থাকে; এক মনুর অধিকার সময়কেই এক মন্বন্তর বলে। এইরূপ চৌদ্দটী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ৯৯৪টী সত্যযুগ, ৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টী দ্বাপরযুগ এবং ৯৯৪টী কলিযুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে একহাজার সত্য, একহাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর এবং একহাজার কলিযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্। প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে॥ বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১৪॥ মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর; সুতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ হইল মনুষ্যমানে ৪,৩২০০০০ বৎসর; এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে হইল মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর (বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০,০০০ বৎসর)। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে, কল্পঃ ব্রাহ্মং দিনম্—শব্দকল্পদ্রুম। এইরূপ ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর হয়; এই পরিমাণের একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল;

৭। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার প্রতি দিনে) ব্রহ্মার চৌদ্দজন পুত্র মনু নামে খ্যাত হয়েন; তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রজাপতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা। চৌদ্দজন মনুর নাম যথা:—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি' (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে ছয় মনুর রাজত্বকাল (ছয় মন্বন্তর) অতীত হইয়াছে, সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে।

বৈবস্বত নাম ইত্যাদি—বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে; ইহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। **সাতাইশ চতুর্যুগ** ইত্যাদি—বৈবস্বত-মন্বন্তরের মধ্যে যে একাত্তরটী চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার সাতাইশটী দিব্যযুগ (অর্থাৎ ২৭ সত্য, ২৭ ত্রেতা, ২৭ দ্বাপর, এবং ২৭ কলিযুগ) অতীত হওয়ার পর। **অন্তর**—অতীত হওয়ার পরে।

৮। **অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে** ইত্যাদি—সাতাইশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে তিনিই পীতবর্ণে (গৌররূপে) অবতীর্ণ হয়েন। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,—চারি রস ।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ৯

দাস সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লঞা ।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। **ব্রজের সহিতে**—ব্রজধামের সহিত এবং ব্রজ-পরিকরদের সহিতে। **কৃষ্ণের প্রকাশে**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রাকট্য।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের সময়ের কথা বলিতেছেন। বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম সাতাশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগেরও সত্য এবং ত্রেতার পরে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাঁহার অবতরণ-উপলক্ষে তাঁহার লীলাস্থল ব্রজধাম এবং তাঁহার লীলা-পরিকরগণও অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাকট্যের নিয়ম এই যে, প্রথমে তাঁহার ধাম প্রকটিত হয়, তাহার পরে মাতা-পিতাদি গুরুস্থানীয় পরিকরবর্গ প্রকটিত হয়েন এবং তাহার পরে জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি আত্মপ্রকট করেন। "প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন ॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥ ২।২০।৩১৩-১৪ ॥" এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসরে (বিষ্ণু-পুরাণের মতে ৪৩২০০০০,০০০ বৎসরে) শ্রীকৃষ্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করেন।

৯।১০। শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখ্যতঃ কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন ভক্তদের প্রেমমাধুর্য্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা লালায়িত। এই লালসা-তৃপ্তির নিমিত্তই মুখ্যতঃ তাঁহার যাবতীয় লীলা-প্রকটন (১।৪।১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী লীলা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে নাই ; এই লীলা নির্ব্বাহার্থ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া তাঁহাকে অনন্ত রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীব-ভক্তগণও এই সমস্ত অনাদিসিদ্ধ লীলা পরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। দাস-সখাদি পরিকরগণের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি আছে ; অবশ্য দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা পিতা-মাতায় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক ; মমতাবুদ্ধির আধিক্য অনুসারে এই সমস্ত পরিকরগণের প্রেমের মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস-ভক্তদের যে ভাব, তাহার নাম দাস্য বা দাস্যরতি, সখাদের ভাবের নাম সখ্যরতি, পিতামাতার ভাবের নাম বাৎসল্যরতি এবং কান্তাগণের ভাবের নাম কান্তারতি বা শৃঙ্গাররতি। শর্করাদি-যোগে স্বতঃআস্বাদ্য দধি যেমন বিচিত্র আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তদ্রূপ বিভাব-অনুভাবাদির যোগে দাস্যাদি চারিটী রতিও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় চারিটী রসে পরিণত হয় (মধ্যের ২৩শ পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য) ; এই চারিটী রসের নাম দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং শৃঙ্গাররস বা মধুর রস। এই চারিটী রসের মাধুর্য্য এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও এই সমস্ত রসের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং উক্ত চারিভাবের ভক্তদের—দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণের—সাহচর্য্য ব্যতীত এই রসাস্বাদন হইতে পারে না বলিয়া এবং তাঁহারাই এই রসাস্বাদন করান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও সম্যক্রূপে এই চারি ভাবের ভক্তদের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি যখন যে স্থানে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই উক্ত চারি রকমের ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নেন ; তাঁহারা তাঁহার নিত্য-পরিকর। মায়িক প্রপঞ্চে যখন তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তখনও উক্ত চারি রকমের ভক্তদের লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেমে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত অদ্ভুত লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৩।৩ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্বসূচক পদ্মপুরাণের শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিতেছেন—প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করিয়া থাকেন। "যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ পদ্ম, পু, পা, ৫২।৪ ॥"

যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান— ॥ ১১

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস—শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি; ইঁহারা নন্দমহারাজের ভৃত্য। **সখা**—সখ্য-ভাবের ভক্ত; সুবল-মধুমঙ্গলাদি। **পিতা-মাতা**—বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত; নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পিতা, যশোদা তাঁহার মাতা। **কান্তা**—মধুর ভাবের ভক্ত; শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করে; দাস-সখা-আদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর। **লয়্যা**—লইয়া। **ব্রজে**—প্রকট বৃন্দাবনে। **ক্রীড়া**—লীলা।

১১। দাস-সখাদি নিত্যপরিকরগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রকট ব্রজে বা গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্যাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; অপ্রকট ব্রজ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় কোনও এক লীলা-রস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। প্রকট ব্রজে এই অপূর্ব্ব লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাঁহার লীলা অপ্রকট করেন।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ ভাবে। **বিহরি**—বিহার করিয়া, লীলা করিয়া (ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রকট ব্রজে)। **করে অন্তর্ধান**—লীলা অপ্রকটিত করেন; প্রকট-লীলা-কালে যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে লোক-নয়নের অগোচর করিলেন।

অন্তর্ধান করি—লীলা অপ্রকট করিয়া। **করে অনুমান**—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন। কি বিবেচনা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১২-২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

অপ্রকট গোকুলেরই একটী প্রকাশ মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে প্রকট-প্রকাশ বলে। এই প্রকট-প্রকাশের যাবতীয় লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশকে একীভূত করিয়া থাকেন; তখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আর কোনও লীলা দৃষ্ট হয় না। ইহাই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। "তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি তানাত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতানবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভার-হরণাদি-প্রয়োজনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসঙ্গমান্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গেণাপরেণ জনেন দুর্ব্বেদতয়া তদন্তরায়সম্ভাবনালেশরহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকট-লীলয়ৈকীকৃত্য পূর্ব্বোক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষং তেভ্যঃ **** স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবির্ভাবয়ামাস। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৫॥" শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনও অপ্রকট-গোকুলে এক স্বরূপে নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, পরিকরদের এক এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-গোকুলে, আর এক এক স্বরূপ থাকেন প্রকট ব্রজে। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীও নারদের-উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ যেমন বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান, তদ্রূপ তাঁহার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্ষদগণও লীলায় অনুরূপভাবে বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। একই পার্ষদের এইরূপ বহুমূর্ত্তিতেও ঐক্যের হানি হয়না। "যথাহি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ। বহুস্থানেষু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্॥২।৫।৫২॥ সর্ব্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তোঽপ্যৈক্যং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ॥ ২।৫।৫৪॥" প্রকট-ব্রজের পরিকরগণের অপ্রকট-গোকুলস্থ তত্তৎস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ।১৭৪। পরবর্ত্তী ১।৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাপারকেই সাধারণ কথায় বলা হয়—শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলার অন্তর্ধান করিয়া পরিকরগণের সহিত গোলোকে চলিয়া যায়েন। লীলা-অন্তর্ধানের পরে গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিম্ন-পয়ারানুরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

১২। গোলোকে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা বলিতেছেন ১২—২১ পয়ারে। এই কয় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের মানসিক উক্তি।

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিরকাল—বহুকাল (শব্দকল্পদ্রুম)। ১।১।৪ শ্লোকান্তর্গত চিরাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেমভক্তি**—মমতাময়ী শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী ভক্তি; কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন; নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন। **ভক্তি বিনা**—প্রেমভক্তি ব্যতীত; ভক্তিমার্গের ভজন ব্যতীত, অথবা ভক্তির সাহায্যহীন অন্য ভজনে। **জগতের**—জগদ্বাসী মায়িক জীবের। **নাহি অবস্থান**—অবস্থিতি বা স্থিরতা নাই; মায়িক জগতে এক যোনি হইতে অপর যোনিতে, কিম্বা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাতায়াতের নিরসন হয় না; জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়; যতদিন পর্য্যন্ত মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই সংসারে তাহার গতাগতি থাকিবে, জন্ম-মৃত্যু থাকিবে, কোনও এক অবস্থায় ততদিন পর্য্যন্ত জীব নিত্য অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে; স্বরূপে অবস্থিত হইলেই তাহার সংসারে গতাগতি ঘুচিয়া যাইবে, তখন জীব নিত্য ভগবদ্ধামে অবস্থান করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারাও জীব মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান ।২।২২।১৪॥" আবার ভক্তির সাহচর্য্যে যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিলেও জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় না—মুক্ত জীবেরও আবার প্রেম-ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা জন্মে, নিজের অবস্থায় তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না; শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুক্ত জীবের মধ্যেও কাহারও ভজনের কথা শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।—নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬ শাঙ্কর ভাষ্য।" সুতরাং স্ব-স্ব-অবস্থায় মুক্ত পুরুষদিগেরও ঐকান্তিক অবস্থান দৃষ্ট হয় না। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা" ইত্যাদি ১০।৮৯।৫৮ শ্লোক এবং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো" ইত্যাদি ১০।১৬।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮॥" পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং তাঁহাদের লক্ষ্মীগণেরও যখন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত এত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, তখন যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া পরব্যোমে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাহা আস্বাদনের লোভে তাঁহাদেরও যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পায়েন, ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপের সেবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোনও ধামে অবস্থানের নিমিত্ত আর তাঁহাদিগের বাসনা জন্মিতে দেখা যায় না। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ভা, ৯।৪।৬৭ ॥" ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা (ব্রজপ্রেম) প্রাপ্ত হইলেই জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা সিদ্ধ হয়; এই প্রেমসেবাও একমাত্র প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য; তাই বলা হইয়াছে "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

এই পয়ারের **তাৎপর্য্য**—শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে একবার জগতে প্রেমভক্তি দিয়াছিলাম; তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি দেই নাই; পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রেমভক্তিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের সংসার-গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না।"

১৩। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে কি তবে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান মোটেই নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জগতে ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু তাহা বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্র; বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায়—রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠানে; কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান জগতে দুর্ল্লভ।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকল জগতে—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ; জগদ্‌বাসী জীবের মধ্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সকলেই। **মোরে**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে)। **বিধিভক্তি**—কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান, কিন্তু যে ভক্তির অনুষ্ঠানে জীব প্রাণের টানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে বলে বিধিভক্তি। শাস্ত্রে আছে, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান না করিলে স্বধর্ম্মাচরণ করিলেও জীব নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভা, ১১৷৫৷৩॥ চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ২৷২২৷১৯॥" এইরূপ শাস্ত্রাদেশ শুনিয়া কেবল মাত্র নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যাহারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ভজনকে বলে বিধি-ভক্তি। এই ভজনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাণের টান থাকে না ; নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই এইরূপ ভজনের প্রবর্ত্তক। **ব্রজভাব**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাব। ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে এই ভাব দৃষ্ট হয় না। ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের কোনও একটী ভাব। এই চারি ভাবের পরিকরদের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই ; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপ ভাবের সহিতই কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবায় স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। এই সকল ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যেই জীব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পাইতে নাহি শক্তি—কেহ পাইতে পারেনা ; বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। বিধিমার্গের ভজনে নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই প্রবর্ত্তক ; নরক-যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধামই সাধকের প্রাপ্য হয় ; শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজধাম তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। কারণ, ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজন করেন, তিনি তাঁহাকে তদনুরূপ ফলই দিয়া থাকেন ; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা, ৪৷১১।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাবে ভজন করিলেই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধাম প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম কৃপালু হইলেও সাধকের উপাসনার অনুরূপ ফলই দান করিয়া থাকেন। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্। বৃঃ ভা, ২৷৪৷১৯১॥" পরবর্ত্তী ১৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, "জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান নাই ; তবে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে ; কিন্তু বিধিভক্তিদ্বারা ব্রজের স্বসুখবাসনাশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব পাওয়া যায় না ; এই ভাব না পাইলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারিভাবের কোনও একভাবের আনুগত্যে জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ব্রজে আমার সেবা লাভ করিয়া আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতেও পারে না।"

১৪। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিধি-ভক্তি কেন করে, ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায়ই বা কেন অবলম্বন করেনা, তাহার হেতু বলিতেছেন। ব্রজভাব-সম্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়াই জীব ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিতে পারেনা।

জীব সংসারে অশেষ দুঃখ-দৈন্যই ভোগ করিতেছে ; যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা বুঝিতে পারে যে, স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। তাহাদের মুখে শুনিয়া অন্যান্য সকলেও কর্ম্মফলের গুরুত্ব বুঝিতে পারে ; তাই ভগবানের কথা ভাবিতে গেলেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানের কথাই তাহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় ; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিতে, তাঁহার শাসন-দণ্ডের স্মৃতিতে তাহারা যেন শিহরিয়া উঠে ; নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কিম্বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে ভগবানের মাধুর্য্যময়স্বরূপের কোনওরূপ আভাস জীব সাধারণতঃ পাইতে পারে না ; সুতরাং ভগবানের মাধুর্য্যময় স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ লালসা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ হয় না ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজভাবে ঐ স্বরূপের অনুভব-প্রাপ্তির উপায়ও তাহারা অবলম্বন করে না। জীবগণ কর্ম্মফলের ভয়ে সশঙ্ক; তাহারা জানে—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা; পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণার বিধান ঈশ্বরই করিয়াছেন; পুণ্যের জন্য স্বর্গাদি-সুখভোগের বিধানও ঈশ্বরই করিয়াছেন; স্বর্গ-সুখভোগের পরে আবার সংসার-প্রাপ্তির বিধানও তিনিই করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করাইতেও তিনি সমর্থ। তাহারা ইহাও জানে—ঈশ্বরই আবার এই সমস্ত কর্ম্মফল হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। তাই ঈশ্বরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহারই কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমার জ্ঞানে হৃদয়-মন ভরিয়া কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে; ইহাই জীবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বিধি-ভক্তির হেতু।

ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরের ভাব; ঈশ্বরের দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদি। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে**—ঈশ্বরের অচিন্ত্য ও অলঙ্ঘনীয় শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদির জ্ঞানে। **সব জগত মিশ্রিত**—জগদ্বাসী সমস্ত জীবের চিত্ত সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট ও আবৃত। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই জীবের চিত্তে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাই ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবেই, বিধিভক্তিদ্বারাই, জীব ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দ্বারা শিথিলীকৃত (বা দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত) প্রেম। কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রেম। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা কাহারও মনে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা, সেখানে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির স্থান নাই; কারণ, সুখী করা যায় প্রাণঢালা সেবাদ্বারা; যেখানে সঙ্কোচ বা ভীতি, সেখানে প্রাণমন ঢালা সেবার স্থান নাই; সেখানে প্রীতিবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, প্রেম স্তিমিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—আর জীব ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র বস্তু, তাহার কোনও শক্তি নাই, নিজকে রক্ষা করিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই; জীব ও ঈশ্বরের এতই পার্থক্য; কিন্তু এই পার্থক্যের জ্ঞান যদি সর্ব্বদা জীবের চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে ভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জীবের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না—এইরূপ বাসনা কখনও হৃদয়ে উদিত হইলেও ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইলেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, নিজের ধৃষ্টতার জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে। যে ছোট, অন্ততঃ যে সমান, তাহারই যথেচ্ছ-সেবা সম্ভব। যে আমা অপেক্ষা অসংখ্য-কোটিগুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ-সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনা আমার হৃদয়ে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না। এজন্যই বলা হইয়াছে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দরিদ্র সুদামা বিপ্র বাল্যবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি-উপহার দেওয়ার নিমিত্ত অন্য কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না, এক মুষ্টি চিড়া কাপড়ে বাঁধিয়া দ্বারকায় গেলেন; কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজপুরী, রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চিড়াগুলি আর শ্রীকৃষ্ণকে দিতে তাঁহার সাহসে কুলাইলনা—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, শিথিল হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল; সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমান-সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কংসবধ করিয়া কৃষ্ণবলরাম যখন দেবকীবসুদেবের কারাবন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন, তখন জন্মলীলাপ্রকটনকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেবকীবসুদেবের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন, কৃষ্ণবলরামকে তাঁহারা সন্তানজ্ঞানে বহুদিন পরে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না (শ্রীভা, ১০।৪৪।৫০—৫১)। শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস করিয়া রুক্মিণীদেবীকে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবলপ্রতাপ নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা রুক্মিণীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিষ্কিঞ্চনদের

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বন্ধুমাত্র; তিনি আত্মারাম, পরমাত্মা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে অনাসক্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া ভয়ে দুঃখে রুক্মিণীদেবীর হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল, কঙ্কনবলয়াদি শিথিল হইয়া গেল, বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় তিনি ভূপতিত হইলেন (শ্রীভা, ১০।৬০ অঃ), অর্থাৎ তাঁহার কান্তাপ্রেমও শিথিল হইয়া গেল। **শিথিল**—আল্‌গা; শক্ত গিরা যদি একটু খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন বলা হয়, গিরাটী শিথিল হইয়াছে। প্রেমের যে দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া সেই দৃঢ়তা যখন নষ্ট হইয়া যায়, যখন সেবাবাসনায় ইতস্ততার ভাব আসে, তখনই বলা যায়, প্রেম শিথিল হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে। তখন আর মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় না। অথচ মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ-সেবা ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না; কারণ, ভক্তের প্রেমের বিকাশ যত বেশী হয়, ভগবানের প্রীতিও তত বেশী হইয়া থাকে, ভগবান্ কেবল প্রীতিটুকু আস্বাদন করিয়াই প্রীত হয়েন। তাই যখনই একটু সঙ্কোচ, ভীতি বা গৌরব-বুদ্ধি আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই একদিকে যেমন ভক্তের প্রেম বা স্বচ্ছন্দ-সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অপর দিকে, ঐ প্রেম-সেবা হইতে জাত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দও সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্যক্ প্রীতি লাভ করিতে পারেন না।

১৫। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ভজন কি একেবারেই বৃথা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"না, তাঁহাদের ভজন বৃথা হয় না; ব্রজের ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না বটে; কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের ভজন ঐশ্বর্য্যাত্মক বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠেই তাঁহাদের গতি হয়।"

বিধি-ভজন—বিধিমার্গের ভজন। বিধিমার্গের ভজনে ভগবানের মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করেনা, মহিমার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" তাই বিধি-মার্গের ভজনে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-আদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতো-ঽধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা॥ ভ, র, সি, ১।৪।৮॥" অবশ্য কোনও শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে বিধিমার্গের ভজনেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধাভক্তির কৃপা লাভ করা যায়। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীনারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন—"তুমি জগদীশ্বরবুদ্ধিতে (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে) ভক্তি-পূর্ব্বক সাধন করিয়াছ বলিয়াই এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই গোপ্যবস্তুর শিরোমণি একমাত্র ব্রজবাসীদিগের শুদ্ধ-প্রেমলভ্য সর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পাইবে? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম-বুদ্ধিতেই যে প্রেমসম্পদ লাভ হইতে পারে, কেবলমাত্র সেই প্রেমসম্পদ্ বলেই তাঁহার অনুভব সম্ভব। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে ক্বচিদ্‌ভাতি বিলোভয়ন্ স্বান্। সম্পাদ্য ভক্তিং জগদীশভক্ত্যা বৈকুণ্ঠমেত্যাত্র কথং ত্বয়েক্ষ্যঃ॥ ২।৪।১৩২।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গের সাধনে যে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিমাত্র হইতে পারে, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

বৈকুণ্ঠেতে—পরব্যোমে। পরব্যোম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম; সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মক ভজনের অনুকূল ধামই বৈকুণ্ঠ।

পরব্যোমে অনন্তকোটি ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে; বিধিমার্গে যিনি যেই স্বরূপের ভজন করেন, তিনি সেই স্বরূপের বৈকুণ্ঠে (ধামে) নিজ অভিপ্রায়-অনুরূপ কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ করেন।

চতুর্ব্বিধা মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য এই চারিরকমের মুক্তি। বিধিমার্গের ভক্ত স্বীয় অভিপ্রায়-অনুসারে এই চারি রকমের কোনও একরকম মুক্তি লাভ করিতে পারেন। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য,-সালোক্য । সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬। **সার্ষ্টি**—পরব্যোমে যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে স্বরূপের উপাসক যে ভক্ত হইবেন, সেই ভক্ত ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই স্বরূপের ধামে যদি সেই স্বরূপের পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সার্ষ্টি। (অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না, তাঁহার কৃপা হইলে তদ্ধামোচিত পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্যই লাভ করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্ত্তমান এবং অনন্যসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্ত্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এ সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। "এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্যবিশেষাপেক্ষয়া তথামন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্রসৌন্দর্য্যাদিমহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্রভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্।" এস্থলে, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদিও যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা ন্যূন, তাহাই বলা হইয়াছে।) **সারূপ্য**—সমান রূপ প্রাপ্তি ; যিনি যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে সেই স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি চতুর্ভুজত্ব পায়েন, নৃসিংহের উপাসক যদি নৃসিংহের মত রূপ পায়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে বলে সারূপ্য। **সামীপ্য**—সমীপে বা নিকটে অবস্থিতি ; যিনি যে ভগবৎস্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের নিকটে অবস্থানের অধিকার লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সামীপ্য। **সালোক্য**—সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস। যিনি যেই স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি তাঁহার ধামে বাস করার অধিকার পায়েন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সালোক্য। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত না হইলে এবং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হইলে সালোক্যাদির কোনটীই পাওয়া যায় না। এবং সালোক্যাদির কোনও একটি পাইলেই জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না ; এজন্য সালোক্যাদিকে মুক্তি বলা হয়।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তি ব্যতীত আর এক রকমের মুক্তি আছে, তাহার নাম **সাযুজ্য-মুক্তি** ; উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য ; বস্তুতঃ সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব উপাস্য-স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যমাত্র প্রাপ্ত হয়, (অগ্নির সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ), উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেনা, করিতে পারেও না ; কারণ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারেনা। কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় কোনও সময়েই হইতে পারে না। যাহাহউক, এই সাযুজ্যমুক্তি আবার দুই রকমের—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য ; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য ; আর ভগবানের কোনও এক সবিশেষ স্বরূপের (নারায়ণ-নৃসিংহাদির) সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সাযুজ্যকে বলে ঈশ্বর-সাযুজ্য। ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার যে কোনও স্বরূপও আনন্দ-স্বরূপ ; ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের আনন্দেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেমন অগ্নিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়, সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের প্রত্যেক অণু-পরমাণুও যেন তদ্রূপ আনন্দদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে ; ইহাতেই তাঁহাদের আনন্দ-তাদাত্ম্য বা ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয় এবং আনন্দ-নিমগ্নতাও সিদ্ধ হয়। আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে ; "ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৫॥" অন্য কোনও ভাব তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধানও তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না—সাধারণতঃ উদিতও হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা চাহেন ভগবানের সেবা ; সেবা করিতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্তু। তাই কোনও ভক্তই সাযুজ্য-মুক্তি ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহাতে ভগবৎ সেবানুসন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যাতে—যে সাযুজ্য-মুক্তিতে। **ব্রহ্ম-ঐক্য**—ব্রহ্মের সহিত একত্ব বা অভিন্নত্ব। আনন্দ-নিমগ্নতাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র-অস্তিত্বের জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না বলিয়াই, "ব্রহ্ম-ঐক্য—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি" এইরূপ বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ সাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হয় না।

এই পয়ারে বলা হইল যে, ভক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সাযুজ্য গ্রহণ করে না; ঈশ্বর-সাযুজ্য-সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; পৃথক্‌ভাবে বলার প্রয়োজনও নাই; কারণ, যাহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য গ্রহণ করে না, তাহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য যে গ্রহণ করিবে না ইহা বলা বাহুল্যমাত্র; যেহেতু "ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার। ২।৬।২৪২॥"

ভক্ত সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করে না বলিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেবল সালোক্যাদি চারিটী মুক্তিই গ্রহণ করে বলিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি থাকা সত্বেও পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে কেবল চারি রকমের মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; বিধিভক্তির অনুষ্ঠাতাও ভক্তই, তিনিও সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না।

সালোক্যাদি মুক্তি আবার দুই শ্রেণীর—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা; যাঁহারা উপাস্য স্বরূপের ধামে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তদ্ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনাই মুখ্যরূপে চিত্তে পোষণ করেন, উপাস্য স্বরূপের সেবা-বাসনা যাঁহাদের মুখ্য অভীষ্ট বস্তু নহে, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা (কারণ, আত্মসুখ এবং ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের কামনায় প্রাধান্য লাভ করে)। আর, উপাস্যের সেবার কামনাই যাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনা যাঁহাদের মধ্যে গৌণভাবে লক্ষিত হয়, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে প্রেমসেবোত্তরা (কারণ, প্রেমের সহিত উপাস্যের সেবাই তাঁহাদের প্রধান কাম্যবস্তু)। সেবাপরায়ণ ভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিই কামনা করেন, সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন না। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২।২৯॥" সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তি কোন ভক্তই গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩॥"

১৭। বহুকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই বলিয়া, জগদ্বাসী জীবগণের মধ্যেও প্রেমভক্তির প্রতিকূল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য দেখিয়া এবং প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের স্থিরতা লাভের সম্ভাবনাও নাই বলিয়া, প্রেমভক্তি দানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতার দ্বারা কলিযুগের ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন এবং স্বয়ং দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের ভক্তি দিয়া জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন।

যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ।

ধর্ম্ম—ধৃ-ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ বা ধরা। কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে, যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধ্যধর্ম্ম; প্রেমভক্তিই এই সাধ্যধর্ম্ম; কারণ, প্রেমভক্তিই জীব-স্বরূপকে তাহার আত্যন্তিকী স্থিতিতে ধারণ করিয়া রাখে, অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব আত্যন্তিকী স্থিতিলাভ করিতে পারে না (১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রেমভক্তিই হইল জীবের অভীষ্ট সাধ্য। আর, করণবাচ্যের অর্থে—যদ্দ্বারা জীব স্বরূপে ধৃত হইতে পারে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধন বা সাধন-ধর্ম্ম; এই সাধন-ধর্ম্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম্ম প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে; সাধন-ভক্তিই এই সাধন-ধর্ম্ম। **যুগ-ধর্ম্ম**—যে যুগের যে ধর্ম্ম, তাহা; এস্থলে যুগানুরূপ সাধন-ধর্ম্মই লক্ষিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে। এক এক যুগের সাধন-ধর্ম্ম এক এক রকম। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্য্যা এবং কলিযুগের সাধন সঙ্কীর্ত্তন। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২॥" এই পয়ারে কলিযুগের সাধন-ধর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে; কারণ, কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন; ইহাই কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয়-বচন। ৩৮।১২৬॥"

প্রবর্ত্তাইমু—প্রবর্ত্তিত করাইব (যুগাবতারের দ্বারা)। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান্; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁহার কার্য্য নহে; "চৈতন্য পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ ১।৪।৩৩॥" তাঁহার অংশ যুগাবতারদ্বারাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। ১।৩।২০॥" স্বয়ং ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত অবতারই (যুগাবতারও) তাঁহার সঙ্গে, তাঁহারাই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়েন; স্বয়ং ভগবানের শ্রীবিগ্রহে থাকিয়াই তাঁহারা তখন স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারকে প্রেরণা দিয়া তিনি তাঁহাদ্বারা কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন। অপরাপর কলিতেও অবশ্য যুগাবতার স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন; তবে যে কলিতে (যেমন বর্ত্তমান কলিযুগে) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতার দ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করান, সেই কলির নাম-সঙ্কীর্ত্তনে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। কাচের লণ্ঠনের মধ্যে যে আলোক থাকে, তাহা বর্ণহীন হইলেও লণ্ঠনস্থ কাচের বর্ণেই রঞ্জিত হইয়া যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারের প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তনও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রেমে নিষিক্ত হইয়া বাহিরে প্রচারিত হইয়া থাকে। আধারের গুণ আধেয়ে সঞ্চারিত হয়; যেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির হরিনামের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যুগাবতারাদি পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদ্বারাই স্ব-স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া (কারণ, স্বয়ং ভগবানের অবতার-কালে তাঁহাদের পৃথক বিগ্রহে স্থিতি থাকে না) নাম-সঙ্কীর্ত্তনও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীমুখ-হইতেই উদ্গীর্ণ হয়; তাই ইহা প্রেম-বিমণ্ডিত এবং অমৃত হইতেও সুমধুর। আবার সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীহরিনামও সর্ব্বশক্তিপূর্ণ হইয়াই জগতে প্রচারিত হয় (সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। ৪।২০।১৫॥); অন্য কলিযুগের নাম-সঙ্কীর্ত্তন এরূপ প্রেম-মণ্ডিত, এরূপ মধুর, এরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং প্রেমদ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময় নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলা হয়; বাস্তবিক সাধারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক যুগবতার হইলেও প্রেম-মণ্ডিত, প্রেমদ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সমর্থ সুমধুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই, অপর কেহ নহেন।

চারি ভাব—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব। **ভক্তি**—প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি চারি রকমের, দাস্য-প্রেমভক্তি, সখ্য-প্রেমভক্তি, বাৎসল্য-প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা-প্রেমভক্তি।

চারিভাব ভক্তি দিয়া—চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া; যথাযোগ্য ভাবে কাহাকেও দাস্যরতির, কাহাকেও সখ্য-রতির, কাহাকেও বাৎসল্য-রতির এবং কাহাকেও কান্তা-রতির আনুগত্যে প্রেমভক্তি দান করিয়া। **নাচাইমু**—নাচাইব, প্রেমে উন্মত্ত করাইব। **ভুবন**—জগতের সমস্ত জীবকে।

জীবের আত্যন্তিকী স্থিতির নিমিত্ত সাধ্যবস্তু হইল প্রেমভক্তি, আর তাহার মুখ্য সাধন হইল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তিনি সেই প্রেমভক্তির সাধনও প্রচার করিবেন এবং নিজে প্রেমভক্তিও জীবকে দিবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রেমভক্তি কোনও মূর্ত্ত বস্তু নহে, ইহা হৃদয়ের একটা বৃত্তি মাত্র; ইহা কিরূপে

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ ১৮

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একজন অপর জনকে দিতে পারেন? উত্তর—প্রেমভক্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্ত-হৃদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ (প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫।) শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন ইহা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীকে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ করে। ভক্ত-হৃদয়ে আসিয়া ঐ হ্লাদিনী প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প এই যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের দুর্ব্বাসনাদি দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন তিনি ঐ শুদ্ধচিত্তে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং ঐ হ্লাদিনী তখন জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিবে। ইহা প্রেমদানের সাধারণ ব্যবস্থা। প্রকটকালে অনেক সময়ে—বিশেষতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিন্তু মুখে একবার হরিনাম উপদেশ করিয়া, কিম্বা কেবলমাত্র দর্শনদান-করিয়াই অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনামাত্র, কিম্বা প্রভুর দর্শন লাভ মাত্রই লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। এই লীলায় প্রভু যে অবিচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই প্রেমদান এবং জীবের চিত্তের সঞ্চিত কলুষাদির বিনাশ এক সঙ্গেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে। তেজোঘন বিগ্রহ সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে তাহার তেজোরূপ কিরণজালের স্পর্শে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার, দস্যুতস্করাদির ভয় এবং শৈত্যাদি অবিলম্বে দূরীভূত হইয়া যায়, জীবগণের চিত্তে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের দেহের জড়তাদি দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত প্রেমকিরণপুঞ্জদ্বারা সম্যকরূপে অনুস্যূত ও পরিসিঞ্চিত হইয়া জীবগণও এক অপূর্ব্ব প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ, দুর্ব্বাসনাদিজনিত কল্মষ অন্তর্হিত হইয়াছে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনা জাগ্রত হইয়া তাহাদের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। যেস্থান দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, সে স্থানেই প্রেমের বন্যা প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন, সেই বন্যার তরঙ্গে কেবল মনুষ্য নহে, তত্রত্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, এমন কি তরুগুল্মতৃণাদি পর্য্যন্ত, সম্যক্-রূপে স্নাপিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে প্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন। (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় করুণা-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার তিরোভাবের পরে কিরূপে জীব ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, পরম করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ আরও বিবেচনা করিলেন—যেরূপে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা করিলে প্রেমভক্তির উন্মেষ হইতে পারে, আমি কেবল তাহার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবনা; পরন্তু সাধকভক্তের ন্যায় নিজে আচরণ করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিব।

ভক্তভাব—সাধকভক্তের ভাব; সেবকের ভাব। **অঙ্গীকার**—স্বীকার। **আপনি করিব** ইত্যাদি—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজে সাধক-ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিব; সাধক-ভক্ত মনে যে ভাব পোষণ করেন, আমিও সেই ভাব পোষণ করিব। জীব স্বরূপে কৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তভাব বা সেবকের ভাব সাধক-জীবের নিজস্ব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সেব্য, স্বরূপে তিনি কাহারও সেবক নহেন; তাই ভক্তভাব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি বা নিজস্ব নহে; এজন্যই ভক্তভাব গ্রহণের কথা বলিতেছেন।

আচরি—আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া। **ভক্তি**—ভজন; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান।

শিখাইমু—শিখাইব, শিক্ষা দিব। **সভারে**—সকলকে, সকল জীবকে।

১৯। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিবেন তাহা বলিতেছেন। নিজে আচরণ করিয়া জীবের সাক্ষাতে একটা আদর্শ স্থাপন না করিলে কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না; কারণ, কেবল মুখের উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ২।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নমু তদ্‌ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্যরূপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্‌ভক্তলোকদুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়-ধ্যান-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধ দুষ্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ। চক্রবর্ত্তী। ২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না কৈলে—না করিলে; নিজে আচরণ না করিলে। **ধর্ম্ম**—সাধনধর্ম্ম; সাধন-ভক্তি।

এইত সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বপয়ার-সমূহে উক্ত সিদ্ধান্ত। **গীতা**—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা। **ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত। **গায়**—গান করেন, বলেন।

এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, অবতীর্ণ হইয়া জীবের আচরণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত নিজেও যে কার্য্য করেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারই তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো।২। অন্বয়। সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাং (দুষ্ট-কর্ম্মকারীদের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে (যুগে যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।" ২।

শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটী অর্জ্জুনের নিকট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি।

সাধূনাং—শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তদিগের। **পরিত্রাণায়**—পরিত্রাণের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাবশতঃ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শন দিয়া তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতাজনিত দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্বেষী অসুরাদির উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত। **দুষ্কৃতাং**—দুষ্কৃতদিগের; রাবণ, কংস, কেশী প্রভৃতি যে সমস্ত অসুরগণ ভক্তদিগের দুঃখের হেতু হইয়া থাকে এবং যাহাদিগকে ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ বধ করিতে পারে না, সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগের। **বিনাশায়**—বিনাশের নিমিত্ত। **ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়**—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (সত্যযুগে), যজন (ত্রেতায়), পরিচর্য্যা (দ্বাপরে) এবং সঙ্কীর্ত্তন (কলিতে) রূপ যে ধর্ম্ম, যাহা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ সংস্থাপন করিতে পারে না, সেই ধর্ম্মের সম্যক্ স্থাপনের (প্রবর্ত্তনের এবং প্রতিষ্ঠার) নিমিত্ত।

একান্ত-ভক্তদিগের ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ এবং ভক্তদ্বেষী অসুরগণের উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, অন্যের অবধ্য অসুরদিগের সংহারের নিমিত্ত এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে (যুগাবতারাদিরূপে) এবং প্রতিকল্পে (একবার স্বয়ংরূপে) প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন।

তত্রৈব (৩।২৪)—
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উৎসীদেয়ুর্ম্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। চক্রবর্ত্তী ।৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পক্ষে নিরপেক্ষতাই স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন এবং ভক্তদ্বেষী অসুরদিগকে সংহার করেন বলিয়া জানা যায়, তখন কি তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না? উত্তর—এই আচরণে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে নিগ্রহ দেখা যায়, তাহাও বাস্তবিক নিগ্রহ নহে, পরন্তু অনুগ্রহই; ভক্তবিদ্বেষের শাস্তি স্বরূপ যদি তিনি অসুরদিগের অনন্ত-নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রাকাশ পাইত; তিনি হতারিগতিদায়ক; ভগবানের হস্তে যাঁহারা নিহত হয়েন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দুষ্কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের সংসার বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ হয় না; তাই, আপাতঃদৃষ্টিতে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে আচরণকে নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক তাঁহার অনুগ্রহই; দুরন্ত সন্তানটী যদি নিরীহ সন্তানের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে স্নেহময়ী জননী দুরন্ত সন্তানটীকে নিজ হাতে ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইয়া যায়েন, আর তাহাকে ছাড়িয়া দেন না; দুরন্ত সন্তানের প্রতি ইহা মাতার স্নেহজনিত অনুগ্রহই।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন; গ্রন্থকারের এই উক্তি যে শাস্ত্রসঙ্গত, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান্ যে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৩। অন্বয়। অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) চেৎ (যদি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন (না) কুর্য্যাং (করি) তদা (তাহা হইলে) ইমে (এই সকল) লোকাঃ (লোক) উৎসীদেয়ুঃ (ভ্রষ্ট হইবে), চ (এবং) অহং (আমি) সঙ্করস্য (বর্ণ-সঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (কর্ত্তা হইব), ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসকলকে) উপহন্যাম্ (মলিন করিব)।

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে (আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না বলিয়া) এই সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে; (তাহাদের অধঃপতন হইলে, তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, পরস্ত্রী পরপুরুষের বিচার থাকিবে না; সুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে; আমার কর্ম্মের অননুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মূলতঃ) আমিই বর্ণ-সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়িব এবং (এইরূপে) আমিই প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিয়া তুলিব। ৩।

বর্ণসঙ্কর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ। একবর্ণের ভ্রষ্টা স্ত্রীতে অপর এক বর্ণের পরপুরুষ কর্ত্তৃক অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। **প্রজা**—লোক।

মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন কেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া যদি কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর লোকও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। লোক সকল যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের পাপ-পুণ্যের বিচারাদি থাকিবে না; স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীর সঙ্গ যে পাপজনক, এই জ্ঞানও তখন তাহাদের থাকিবে না। ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংযমের অভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাহারা অবাধ যৌন-সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইবে; এইরূপে সমাজের মধ্যে জারজ সন্তানাদির উদ্ভব হইবে, বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে; পাপ-কর্ম্মে রত হইয়া লোকসকলও

তথাহি (ভাঃ ৬।২।৪)—
যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতৎ প্রবর্ত্তিতমধর্ম্মমন্যোঽপি করিষ্যতীতি মহৎ কষ্টমভূদিত্যাহুঃ যদ্ যদিতি। শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। স্বামী ।৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মলিনচিত্ত হইয়া পড়িবে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই জীবের অধঃপতন, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং জীবের মলিনচিত্ততা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া বস্তুতঃ ভগবান্‌ই এই সমস্তের মূল হেতু হইয়া পড়েন। তাই, এ সমস্ত গর্হিত কার্য্য যাহাতে না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য লোকও তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পারে।

জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে এবং ভগবদবতারের কর্ম্মে পার্থক্য আছে। জীব মায়াপরবশ, মায়ার প্ররোচনাতেই জীব কর্ম্ম করে; সুতরাং জীবের কর্ম্ম মায়ার কার্য্য, তাই তাহা বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র পুরুষ; তিনি মায়ার বশীভূত নহেন; ভগবান্‌কে মায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ভগবানের কর্ম্মও মায়ার কার্য্য নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তির কার্য্য। জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাও তাঁহার লীলা-বিশেষই।

ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যে লোকের ন্যায়ই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহার (এবং আপনি আচরি ইত্যাদি ১৮শ পয়ারের) প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ।৪। অন্বয়। শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ (অন্য লোকও) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ঈহতে (করিতে চেষ্টা করে); সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহাকে) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (সাধারণ লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন—"শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ (যে যে কর্ম্ম) করেন, অপর সাধারণ লোকও তদ্রূপ আচরণই করিতে প্রয়াস পায়; শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অপর সাধারণ লোকও তাহারই অনুসরণ-করিয়া থাকে। ৪।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে; তাই ভগবান্ যখন যুগাবতারাদিরূপে বা স্বয়ংরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও জীবের সাক্ষাতে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এমন সকল কার্য্য করেন, যাহার অনুবর্ত্তী হইয়া লোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে। জীবের এইরূপ অনুকরণ-স্পৃহা স্বাভাবিক; তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধক-ভক্তের ন্যায় তিনিও ভজন করিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে অবিকল এই শ্লোকেরই অনুরূপ গীতার একটী শ্লোক আছে; তাহা এই—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৩।২১॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের পরিবর্ত্তে গীতার এই শ্লোকটী দিলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ পয়ারে গ্রন্থকার যখন গীতা ও ভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম দুইটী শ্লোকই যখন গীতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন এই শেষ শ্লোকটী গীতার শ্লোক না হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইলেই পয়ারের বাক্য সিদ্ধ হয়। ঝামটু পুরের গ্রন্থে কেবল প্রথম দুইটী শ্লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না।

২০। প্রশ্ন হইতে পারে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার এবং প্রেমদান কি যুগাবতার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না? তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যুগাবতার দ্বারা উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না; যুগাবতার আমার অংশ; তাঁহা দ্বারা নাম

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭)—
সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সন্ত্বিতি। যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং, তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব ; ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ইত্যাদিবাক্যাদবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অন্যোদাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। পুষ্করনাভস্য প্রতীতানুবাদঃ, অপ্রকটপ্রকাশগতস্য স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণ।৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রজ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন ; কারণ, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত অপর কেহই ব্রজ-প্রেম দান করিতে সমর্থ নহে ; তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

অংশ হইতে—অংশ যুগাবতার দ্বারা ; যুগাবতার স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। **আমাবিনে**—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত। **অন্যে**—অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ। **নারে**—পারেনা। **ব্রজ-প্রেম**—ব্রজের ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য ও স্বসুখ-বাসনাশূন্য শুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম ; ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের অনুকূল প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে "সন্ত্ববতারা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো।৫। অন্বয়। পুষ্করনাভস্য (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ভদ্রাঃ (মঙ্গলপ্রদ) বহবঃ (অনেক) অবতারাঃ (অবতার) সন্তু (থাকুন) ; [কিন্তু] (কিন্তু) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত) অন্যঃ (অপর) কো বা (কেই বা) লতাসু (লতাকে) অপি (পর্য্যন্তও) প্রেমদঃ (প্রেমদান-কর্ত্তা) ভবতি (হয়েন) ?

অনুবাদ। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন ; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই-বা আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন ? (অর্থাৎ আর কেহ নাই)।৫।

পুষ্কর-নাভ—পদ্মনাভ ; পুষ্কর অর্থ পদ্ম ; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি যাঁহার, তিনি পদ্মনাভ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কারণ, তিনিই সমস্ত অবতারের মূল।

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার সর্ব্বতো-ভাবে জীবের মঙ্গল দান করিতেও পারেন সত্য ; কিন্তু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই প্রেমদান করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে ; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও থাকেন ; শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল (ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। ভা ১০।২৯।৪০)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল বলিয়া রামায়ণে শুনা যায় ; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম জন্মিয়াছিল, শ্রীরাম বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন ; নতুবা বৃক্ষাদি তাঁহার জন্য রোদন করিবে কেন ? সুতরাং কেবল কৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ? উত্তর—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদিও যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য ; কিন্তু তাহা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সময়ে, তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া ; সর্ব্বদা—বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির ঐরূপ আচরণ

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখা যায় না। **পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের** সহিত মিলন-সময়েও প্রতিদিনই পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

২১। জগতে প্রেমভক্তি বিতরণেরও প্রয়োজন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ প্রেমভক্তি দিতেও পারেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, স্বীয় পরিকরগণের সহিত তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিবেন এবং ঐ সমস্ত লীলার যোগে তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন।

তাহাতে—সেই হেতু; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম বিতরণ করিতে পারে না বলিয়া। **আপন ভক্তগণ**—নিজের পার্ষদ ভক্তগণ; পরিকরগণ। **অবতরি**—অবতীর্ণ হইয়া। **নানারঙ্গে**—নানাবিধ লীলা।

১২-২১ পয়ারে "অনর্পিত" শ্লোকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ······স্বভক্তি শ্রিয়ম্" অংশের মর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

১১-২১ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌর-অবতারের স্থচনা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে "বহুকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তি বিতরণ করা হয় নাই; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীতও জীবের পক্ষে আত্যন্তিকী স্থিতি লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কেহও প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ নহেন; তাই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত (গৌর-রূপে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।" এই সমস্ত উক্তি হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন—গৌর-লীলার আদি আছে, দ্বাপর-লীলার পরেই এই লীলার স্থচনা, সুতরাং গৌর-লীলা অনাদি নহে, তাই নিত্যও নহে। বাস্তবিক তাহা নহে, গৌরলীলা অনাদি ও নিত্য—অপ্রকট লীলা তো নিত্যই, প্রকট-লীলাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের প্রকট-অপ্রকট সমস্ত লীলাই নিত্য। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলার অন্তর্ধান হইলেই যে সেই লীলা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে—লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায় মাত্র। "এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই মাত্র ভেদ।" যেই মুহূর্ত্তে এক ব্রহ্মাণ্ডে কোনও লীলা অপ্রকট হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অপর কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সেই লীলা প্রকট হয়; এইরূপে, যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট থাকেই। আবার মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখনও লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন, এই যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডেই মহাপ্রলয়-কালে—পুনঃ স্থষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রকট লীলা চলিতে থাকে। এইরূপে, প্রকট লীলা—কোনও এক বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে, কি লীলার প্রাকট্য হিসাবে—নিত্য। "সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥ এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার। ২।২০।৩১৫—৩১৭॥" "সর্ব্বা এব প্রকটলীলা নিত্যা এব। যথা সূর্য্যস্য ষষ্টিঘটিকাপর্য্যন্তমেবোদয়াস্তবস্থানাং সর্ব্বেষু বর্ষেষু ক্রমেণোপলম্ভঃ তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রাহ্মকল্পপর্য্যন্তং জন্মাদিলীলানাং ব্রহ্মাণ্ডেষু, মহাপ্রলয়ে চ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষ্বিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণত্মমণি নিম্লোচ গীর্ণেদ্দজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যোতিতা জ্ঞেয়া।—উঃ নীঃ সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রকটলীলা—যদি নিত্য হয় এবং এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই যদি তাহা অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে ব্রজলীলার অন্তর্ধানের

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে গমন এবং গোলোকে থাকিয়া নবদ্বীপ-লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হয়?

উত্তর—এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলার অন্তর্ধানের অব্যবহিতকাল পরেই যে তাহা অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহাও সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে গোলোকে গমন করেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ; "এবং তত্তল্লীলা-ভেদেনৈকস্যাপি তত্তৎস্থানস্য প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবৎ। তদুক্তম্—কৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥ ততশ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেষামেব প্রকাশভেদঃ। * * * পরমেশ্বরত্বেন তং শ্রীবিগ্রহ-পরিকর-ধাম-লীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধ-বৈভব-প্রকাশ-শীলত্বাং। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬॥" প্রত্যেক প্রকাশেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলা করিতেছেন; অবশ্য লীলা-বৈচিত্রীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকাশে পরিকরাদির ভাব ও আবেশের কিছু বিভিন্নতা আছে। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন, তখন তাঁহার ধামও প্রকাশ-বিশেষে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়েন, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলাকালেও এক প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট ধামে—গোকুলাদিতে—লীলা করিয়া থাকেন। আবার যখন এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকট-লীলা অন্তর্হিত হয়, তখন ধামের বা লীলার যে প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অপ্রকট-প্রকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় (অথ সিদ্ধাসু নিজাপেক্ষিতাসু তত্তল্লীলাসু চ তত্র নিত্যসিদ্ধমপ্রকটত্বমেবোরীকৃত্য তাবপ্রটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তন্নিজবৃন্দম-প্রত্যহমেবানন্দয়তীতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।) প্রকটধাম অপ্রকট ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং প্রকট পরিকরবর্গ অপ্রকট পরিকর-বর্গের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়েন। তখন অপ্রকট ধামে পরিকরবৃন্দের মনে হয় যে, তাঁহারা এইমাত্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রকট-লীলা এইরূপে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই প্রকট লীলার অপর এক প্রকাশ অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়; ইহা এত তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয় যে, প্রথম ব্রহ্মাণ্ডস্থ লীলাই দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আমাদের এই পৃথিবী হইতে দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট প্রকাশের—গোলোক-প্রকাশের—সঙ্গে একীভূত হইয়া মনে করিলেন, তিনি পৃথিবীতে লীলা করিয়া গোলোকে আসিয়াছেন। এই সময়েই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট নবদ্বীপ-লীলার অন্তর্ধানের সময় হইয়া আসিতেছিল; সেই ব্রহ্মাণ্ডে নবদ্বীপ-লীলার পরে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিয়া যে-ভাবে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। প্রকট-লীলা নিত্য হইলেও কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা আবির্ভূত হইবে, তাহা সম্যক্‌রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং অপ্রকট-গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্থির করেন। নবদ্বীপ-লীলার সূচনাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতে নিত্য-প্রকট-নবদ্বীপলীলার আবির্ভাব-সম্বন্ধে মাত্র, নবদ্বীপ-লীলার উৎপত্তি-সম্বন্ধে নহে। এইরূপে প্রকট নবদ্বীপ-লীলা যে নিত্য, তাহাও সত্য এবং ব্রজলীলার অন্তর্ধানের পরে এই পৃথিবীতে নিত্য নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য।

২২। পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ংই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

এতভাবি—পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুরূপ চিন্তা করিয়া। **কলিকালে**—কলিযুগে। **প্রথম সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যার প্রথম ভাগে; কলিযুগের সন্ধ্যার প্রারম্ভে। প্রত্যেক যুগের প্রথম নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েক বৎসরকে ঐ যুগের সন্ধ্যা বলে। কলিযুগের প্রথম ৩৬০০০ বৎসরকে (মনুষ্যমানে) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার প্রথমভাগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **কৃষ্ণ আপনি**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে। শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতার

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **নদীয়ায়**—নবদ্বীপে।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর এবং লীলা অপ্রাকৃত বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীকৃষ্ণের আধার বা শক্তিরূপা বিভূতিমাত্র। এই সকল ধামেই তিনি অবিচ্ছেদে নিত্যলীলা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ কোনও সময়েই তিনি তাঁহার চিন্ময় ধামকে ত্যাগ করেন না। (তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধার-শক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিত্বমেবগম্যতে; * * * ততস্তত্রৈবাব্যধানেন তস্য লীলা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।); সুতরাং প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্পর্শ-সম্ভাবনাও থাকিতে পারেনা (অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি, ধারণাশক্তিস্তু নতরাম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥")। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ সময়ে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ ধামসমূহই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভুবস্তু, তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভু—সর্ব্বব্যাপক—বলিয়া যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ধামসমূহের সংক্রমণ সম্ভব হয় (সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।১।৫।১৫-১৬॥)। যাহা হউক, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানে এইরূপ ভগবদ্ধামের সংক্রমণ হয়, সেই স্থানে ঐ ধামের আবেশ হয় বলিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্ভব হইতে পারে। "যত্র ক্বচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥" এইরূপে নবদ্বীপ-লীলাকালে চিন্ময় নবদ্বীপধাম এই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহাতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু লীলা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত পৃথিবীর যে অংশে এই সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই অংশ—পৃথিবীস্থ নবদ্বীপ—চিন্ময় নবদ্বীপ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে এবং লীলার অন্তর্ধানের পরেও আমাদের দৃশ্যমান্ নবদ্বীপ চিন্ময় অপ্রাকৃতই রহিয়াছে এবং থাকিবে। তবে অস্মদ্দৃশ্যমান্ নবদ্বীপে যে প্রাকৃতস্থানের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ভগবদ্ধামসমূহ নরলোকে প্রকটিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করেন (অত্র তু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশইব রীতয়োঽবলোক্যন্তে তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিকলীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২)।

২৩। এক্ষণে "শচীনন্দনঃ হরিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। হরিশব্দের একটী অর্থ "সিংহ"; তাই "শচীনন্দনঃ হরিঃ" শব্দের "চৈতন্য-সিংহ" অর্থ করা হইয়াছে। অঙ্গ-সৌষ্ঠবে ও বীর্য্যে সিংহের সহিত সমতা আছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

চৈতন্যসিংহের—শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহের। **সিংহগ্রীব**—সিংহের ন্যায় (শোভন, সুগোল এবং বলিষ্ঠ) গ্রীবা যাঁহার। গ্রীবা—গলা। **সিংহবীর্য্য**—সিংহের ন্যায় বীর্য্য বা প্রভাব যাঁহার। **সিংহের হুঙ্কার**—সিংহের হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ হুঙ্কার (গর্জ্জন)। শ্রীচৈতন্যের গলদেশ সিংহের গলদেশের ন্যায় সুগোল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ; তাঁহার প্রভাবও সিংহের প্রভাবের ন্যায় সর্ব্ববশীকর; সিংহের প্রভাব দেখিয়া অন্য সমস্ত পশু যেমন তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব দেখিয়াও সমস্ত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি—এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন। সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন হস্তী-আদি পশুগণ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কার শুনিয়াও পাপ-তাপ-আদি সমস্ত দূরে পলায়ন করে। বিশেষত্ব এই যে, সিংহের হুঙ্কারে ভীত হস্তী-আদি একবার দূরে পলায়ন করিলেও পরে কখনও হয়তো আবার সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারে পাপ-তাপ-আদি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া একবার পলায়ন করে, আর কখনও তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ পাপ-তাপাদি চিরকালের জন্যই দূরে অপসৃত হয়, বিনষ্ট হয়, (ইহাই পয়ারস্থ "**নাশে**" শব্দের তাৎপর্য্য)। এতাদৃশ প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ২৪

প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২৪। "সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

সেই সিংহ—সেই শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহ। **বসুক**—বাস করুক। **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয় রূপ গুহায়। সিংহ যেমন পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহও জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করুন, ইহাই কবিরাজগোস্বামীর প্রার্থনা বা জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ। **কল্মষ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। "ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতম ॥১।৩।৪৮॥" দ্বিরদ—দ্বি (দুইটী) রদ (দন্ত) আছে যাহার, তাহাকে দ্বিরদ বলে; হস্তী। **কল্মষ দ্বিরদ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মরূপ হস্তী। সিংহের হুঙ্কারে যেমন হস্তী পলায়ন করে এবং সিংহের আক্রমণে যেমন হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারেও ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম সকল দূরে পলায়ন করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে গুহায় সিংহ বাস করে, সেই গুহায় যেমন হস্তী বাস করিতে পারে না, পূর্ব্বে বাস করিয়া থাকিলেও সিংহের আগমন জানিতে পারিলেই যেমন হস্তী দূরে পলায়ন করে অথবা সিংহকর্তৃক নিহত হয়; তদ্রূপ যে জীবের চিত্তে শ্রীচৈতন্য স্ফুরিত হয়েন, তাহার চিত্তেও ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান পাইতে পারেনা, পূর্ব্বে তদ্রূপ বাসনা থাকিলেও শ্রীচৈতন্যের স্ফুরণে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়—ধ্বংস হয়। এজন্য কবিরাজগোস্বামী আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যেন শ্রীচৈতন্য সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন, যেন কাহারও চিত্তেই ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান না পাইতে পারে।

২৫। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গুণ ও লীলা অনুসারে শ্রীচৈতন্য কি কি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে তিন পয়ারে। আদিলীলায়, বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীকে প্রেম দিয়া ভরণ (পোষণ ও ধারণ) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর; এবং শেষ লীলায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

প্রথম লীলায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলার সাধারণ নাম প্রথম লীলা। এই প্রথম লীলায়ই প্রভুর "বিশ্বম্ভর" নাম হইয়াছিল।

বিশ্বম্ভর—বিশ্ব-ভৃ+খ। বিশ্বং ভরতি ইতি বিশ্বম্ভরঃ; বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে) ভরণ করেন যিনি তিনি বিশ্বম্ভর। ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। তিনি ভক্তিরস দ্বারা জীবগণকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তিরসই তাহার একমাত্র উপজীব্য; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সংসারে আসিয়া মায়িক সুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত ভক্তিরসের অভাবে স্বরূপতঃ তাহারা যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিরস দান করিলেন এবং ভক্তিরস পান করিয়া তাহাদের চিন্ময়স্বরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া—অর্থাৎ মায়িক অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া জীব-স্বরূপানুবন্ধী শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট হইল। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জীবের পোষণ। আবার ইহা দ্বারাই তিনি জীব সকলকে তাহাদের স্বরূপাবস্থায় ধারণও করিলেন—তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে ভক্তিরস দিয়া ঐ অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই অবস্থাতেই ধারণ করিয়া রাখিলেন, তাহাদের আর বিচ্যুতি হইল না—আর তাহারা মায়িক সুখের জন্য—লালায়িত হইল না। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জীবের ধারণ। এইরূপে ভক্তিরসদ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুর

'ডু ভৃঞ্' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ২৬
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ২৭

তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩)—
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং জন্মক্রমাপেক্ষয়াদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যজ্য শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদির্বর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বে তু জগন্মোহন-শ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ। এতদুক্তং ভবতি তনূর্গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব এবোক্তঃ। তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ন-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর। অবশ্য প্রথম লীলার পরেও তিনি জীবকে ভক্তিরস দিয়াছেন; কিন্তু প্রথম লীলাতেই তাঁহার এই কার্য্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

ভরিল—ভরণ বা পোষন করিলেন। **ধরিল**—ধারণ করিলেন, স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থায় চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিলেন। **ভূতগ্রাম**—বিশ্ববাসী প্রাণিসমূহকে।

২৬। ভৃ-ধাতুর অর্থ বলিতেছেন।

"ডু-ভৃঞ্"—ভৃ-ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসী সমস্ত জীবগণকে।

২৭। **শেষলীলায়**—সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই শেষ-লীলায় প্রভুর নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে**—শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া। বহির্ম্মুখ জীব শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব, নিজের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধ এই সমস্ত কিছুই জানিত না; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সমস্তই জীবকে জানাইলেন। **বিশ্ব**—বিশ্ববাসী জীব-সকলকে। **ধন্য**—কৃতার্থ। শেষ লীলায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদি জানাইলেন) বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর মুখেই এই নাম সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়।

২৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১শ পয়ারে বলা হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কলিযুগে কোনও অবতার নাই; সুতরাং কলিতে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে, কোনও কোনও কলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-সময়ে স্বয়ং গর্গাচার্য্যের বাক্যই তাহার প্রমাণ। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের। **যুগাবতার**—যুগে অবতার। এস্থলে যুগাবতার-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, পারিভাষিক যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র, কিন্তু শ্রীচৈতন্য—যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন তিনি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। **গর্গ মহাশয়**—মহাত্মা গর্গাচার্য্য; ইনি বসুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন; ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বসুদেবের অভিপ্রায়ে ইনি গোকুলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছিলেন; এই নামকরণ-সময়ে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে ইনি ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কলিতে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন। **নামকরণে**—নামকরণ-সংস্কার-সময়ে; শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে নামকরণ-সংস্কার হইয়া থাকে।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শ্রীমূর্ত্তি) গৃহ্ণতঃ (প্রকটনকারী) অস্য (ইহার—হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের) হি (নিশ্চিতই) শুক্লঃ (শুক্ল) রক্তঃ (রক্ত) তথা (তদ্রূপ—এবং) পীতঃ (পীত) [ইতি]

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বভাবস্য ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং তদংশভূত-শুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎসাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লতাদি-প্রাপ্তিঃ সম্প্রতি তু কৃষ্ণতা প্রসিদ্ধসাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তি রিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমোগুণৈ রিতি ইত্থং পূর্ব্ববৃত্তনুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ম্। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবাস্তবার্থশ্চায়ম্। অনুযুগং যুগে যুগে তনুর্গৃহ্ণতঃ প্রকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি যুক্তঞ্চ বিশেষ্য রূপস্য তস্যান্যনামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানামিত্যাদৌ সকলনিগমবল্লী সৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥ বৈষ্ণবতোষণী॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(এই) ত্রয়ঃ (তিনটী) বর্ণাঃ (বর্ণ) আসন্ (হইয়াছিল); ইদানীং (এক্ষণে—এই দ্বাপরে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণ) গতঃ (প্রাপ্ত—পাইয়াছেন)।

অনুবাদ। গর্গাচার্য্য বলিলেন :—হে ব্রজরাজ ! যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটনকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ হইয়াছিল ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (এজন্য ইঁহার কৃষ্ণও একটী নাম)। ৬।

শুক্ল—সত্যযুগের যুগাবতার। ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাযুক্ত ; বল্কল পরিধান করিতেন ; দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র ও মালা ধারণ করিতেন ; ইঁহার ব্রহ্মচারীর বেশ। "কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু॥ শ্রীভা, ১১।৫।২১॥"

রক্ত—ত্রেতাযুগের যুগাবতার। ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়ধারী ; ইঁহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, শরীর বেদময়, এবং স্রুক্-স্রুবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয়্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।২৪॥" **পীত**—স্বর্ণবর্ণ।

গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণ-সময়ে নন্দমহারাজের নিকট এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"নন্দমহারাজ ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগেই তোমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক যুগে এক এক বর্ণবিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে ; কিন্তু ইঁহার তিনটী বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণ এই দ্বাপরের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে (আসন্—অতীতকালসূচক ক্রিয়াপদ)।" এই শ্লোকে গর্গাচার্য্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন দুইটী বাক্যে—গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ—এই দুইটী বাক্যে। স্বয়ংভগবান্ই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু স্বয়ংভগবান্ই মূল অবতারী। সুতরাং **গৃহ্ণতোঽনুযুগংতনুঃ** (যিনি যুগানুরূপ দেহ গ্রহণ করেন) বাক্যে স্বয়ংভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর **কৃষ্ণতাং গতঃ**—কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই। শ্লোকস্থ শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনটী শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত অবতারকেই বুঝাইতেছে। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং—বৈষ্ণবতোষণী)। বিভিন্ন যুগে শুক্ল-রক্তাদি যে সমস্ত যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষাবতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবতারকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহমধ্যে আকর্ষণ করিয়া নন্দনন্দন এইবার কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাকর্ষকতা-শক্তির প্রকটন করিয়া কৃষ্ণনামের সার্থকতা প্রাতিপাদন করিয়াছেন এবং সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করায় স্বীয় পরিপূর্ণ ভগবত্তার পরিচয়ও দিয়াছেন। "পূর্ণ ভগবান অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥ একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। বৃ, ভা, ২।৪।১৮৬॥" কৃষ্-ধাতু হইতে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃষ-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ; সুতরাং আকর্ষণ-সত্ত্বাতেই কৃষ্ণনামের সার্থকতা। সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে আনিতে পারেন বলিয়া এবং স্বীয় মাধুর্য্যাদিদ্বারা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের পরিকরবর্গের এবং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জীবের, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া কৃষ্ণই তাঁহার মুখ্য নাম এবং এই কৃষ্ণনামেই তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার পরিচয়। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ংকৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।—বৈষ্ণবতোষণী)। "তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিলেন না, এক্ষণেই—ব্রজরাজের গৃহে আবির্ভূত হওয়ার পরেই কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন—" "কৃষ্ণতাং গতঃ" বাক্যের অর্থ তাহা নহে। অনাদিকাল হইতেই তিনি কৃষ্ণ; এক্ষণে প্রকটিত হইলেনমাত্র। তিনি যে সর্ব্বাকর্ষণ-সমর্থ, ব্রজরাজের গৃহে প্রকটিত হইয়াই জীবকে তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। যাহাহউক, এই নন্দনন্দনেই যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নাম ও রূপাদি যে ইঁহারই নাম ও রূপ, স্বয়ং গর্গাচার্য্যই পরবর্ত্তী এক শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্ম্মানুরূপ বহু বহু নাম ও রূপ আছে; তৎসমস্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেরাও জানেনা। শ্রীভা ১০।৮।১৫॥" গর্গাচার্য্য নন্দসুতের নামাকরণের সময় বলিলেন—ইঁহার বহু নাম আছে (সন্তি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া); নন্দগৃহে আবির্ভাবের পরে নামাকরণ-সময় পর্য্যন্ত লৌকিকভাবে তাঁহার এপর্য্যন্ত কোনও নামই রাখা হয় নাই; নামাকরণের সময়েই নাম রাখা হইতেছে, পূর্ব্বশ্লোকে গর্গাচার্য্য একটী নামের কথাই বলিলেন—কৃষ্ণ। এস্থলে উদ্ধৃত শ্লোকটীর পূর্ব্বশ্লোকেও একটী নামের কথা বলিয়াছেন—বাসুদেব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও নামের কথা তিনি বলেন নাই—অর্থাৎ নামাকরণ উপলক্ষে তিনি অন্য কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ বলিলেন, তাঁহার বহু বহু নাম আছে। নাম নয় কেবল, ইঁহার বহু বহু রূপও আছে। অথচ নন্দমহারাজ কিন্তু তাঁহার লালার একটী শিশুরূপ ব্যতীত অপর কোনও রূপই দেখেন নাই। গর্গাচার্য্য আরও বলিলেন—গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারেই এই শিশুটীর এই সমস্ত নাম ও রূপ। অথচ, এপর্য্যন্ত নন্দ-গোকুলের কেহই এই শিশুটীর কোনও গুণ বা কর্ম্মের পরিচয় পান নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—গর্গাচার্য্য এই শিশুরূপী ভগবানের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ সমূহেরই ইঙ্গিত করিতেছেন। বর্ত্তমান-কালবাচী সন্তি-ক্রিয়াপদেই নাম-রূপাদির নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপাদি সম্বন্ধে এই শ্লোকের টীকাকারগণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, গোপ, গোবর্দ্ধনধারী (শ্রীধরস্বামী), নরনারায়ণ, নৃসিংহাদি, মৎস্যাদি, ভক্তবৎসল, জগৎপালকাদি, গোবর্দ্ধনধর, কালিয়দমনাদি (বৈষ্ণবতোষণী), কূর্ম্মাদি (ক্রমসন্দর্ভ), শুক্লাদি (চক্রবর্ত্তী) ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অংশরূপ ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের নাম। তাঁহাতেই অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্থিতি বলিয়া এই সমস্ত নামের বাচ্য তিনিই। এই শ্লোকেও গর্গাচার্য্য নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিতেছেন। তাঁহার নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়া গর্গাচার্য্যও সমস্ত জানেন না, অন্য লোকেও জানেনা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গর্গাচার্য্য বলিলেন—নন্দমহারাজের এই সন্তানটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে ইঁহার তিনটী বর্ণ ধারণ করা হইয়া গিয়াছে—শুক্ল, রক্ত ও পীত। শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার, আর রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে এই চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতা গত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝা যায়, সেই সত্য ও ত্রেতাতে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে শুক্ল ও রক্তরূপে যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কখন? সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কথা বলা হইয়া গেল; চতুর্যুগের বাকী থাকে কেবল কলি। কিন্তু এই চতুর্যুগান্তর্গত কলিতো নামাকরণের সময়ে গত হইয়া যায় নাই, আসেও নাই। কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, সেই দ্বাপরের পরেই এই চতুর্যুগীয় কলি (অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি) আসিবে। অতীতকালবাচী **আসন্**-ক্রিয়াপদদ্বারা আগামী কাল সূচিত হইতে পারেনা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গর্গাচার্য্য পূর্ব্ব কোনও চতুর্যুগীয় কলির কথাই বলিতেছেন—যে কলিতে নন্দনন্দন **পীতবর্ণে** অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। শ্রী, ভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে যে ভগবান **পীতবর্ণে** অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কি শুক্ল-রক্তাদির ন্যায় যুগাবতাররূপে, না অন্য কোনও অবতাররূপে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে যুগাবতারদের বর্ণাদি সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা জানা দরকার। চারিযুগের সাধারণ যুগাবতারসম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥—যুগাবতারদের নামও যাহা, বর্ণও তাহা; সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্যাম; আর কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ। যুগাবতারপ্রকরণ। ২৫॥" শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ ল, ভা, টীকাধৃতবচন॥" আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম। শ্রী, ভা, ১১।৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" এস্থলে, দ্বাপরের যুগাবতারসম্বন্ধে দুইটী মত পাওয়া গেল—লঘুভাগবতামৃত বলেন—শ্যাম, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ। আপাতঃদৃষ্টিতে এস্থলে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। শ্যাম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি রামচন্দ্রের বর্ণ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নবদূর্ব্বাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা বলি; ধান্যাদি শস্যের (ধানগাছের) বর্ণও প্রায় সবুজ—শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিদ্বর্ণ; হরিদ্বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম)। শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণই বুঝায়। সুতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব্দদ্বয় একার্থবাচকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ইত্যাদি ১১।৫।২৫ শ্লোকের" টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—দ্বাপরে সাধারণ যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" ঐ শ্লোকের দীপিকাদীপনটীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। "কৃষ্ণাবতার-বিরহিতদ্বাপরেতু শুকপত্রবর্ণত্বম্।" ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামৃতের শ্যাম-শব্দের শুকপত্রাভ-অর্থ টীকাকারদেরও অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না। কলির যুগাবতারসম্বন্ধেও দুইটী উক্তি আছে—কৃষ্ণ (লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংশ) এবং শ্যাম (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। এস্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, শ্যামশব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থই কৃষ্ণ; তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম বা শ্যামসুন্দর এবং রাধাকৃষ্ণকে রাধাশ্যাম বলা হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যুগাবতার শ্যাম বা কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। যুগাবতারগণ হইলেন স্বয়ংভগবানের অংশাবতার। সমস্ত অবতারই তাঁহার অংশ। সাক্ষাদ্ভাবে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করেন। "উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ ল, ভা, যুগাবতার-প্রকরণ। ২৬॥" যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম শ্যাম এবং তাঁহার বর্ণ শুকপত্রাভ শ্যাম এবং কলির সাধারণ যুগাবতারের নাম কৃষ্ণ (বা শ্যাম) এবং তাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ (বা শ্যাম)। কিন্তু কলির যুগাবতার যে পীত, ইহা কোনও শাস্ত্রপ্রমাণেই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে ভগবান্ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ-যুগাবতাররূপে নহে।

তাহা হইলে এই পীতবর্ণ অবতারটী কে? ইহা বুঝিতে হইলে শ্লোকস্থ তথা-শব্দটীর ব্যঞ্জনা কি, তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। "তৎ"-শব্দ থাকিলেই যেমন বুঝা যায়, পূর্ব্বে একটী "যৎ"-শব্দ আছে, তদ্রূপ "তথা"-শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে একটী "যথা"-শব্দ আছে। শ্লোকস্থ "তথা"-শব্দের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট "যথা"-শব্দটী উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে। শ্লোকটী পড়িলেই বুঝা যায়, এই "যথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে। ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা ইত্যাদি। এক্ষণে আবার বিবেচ্য এই যে, "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ কাহার সঙ্গে? শুক্ল, রক্তঃ এবং পীতঃ—এই তিনটী শব্দের কোনও একটীর সঙ্গে, অথবা তাহাদের সকলের সঙ্গেই তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইবে। সাধারণতঃ "যথা" শব্দটী যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত হয়, "তথা"-শব্দটীও তদ্রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গেই সম্বন্ধান্বিত হইয়া থাকে; নচেৎ, যথা-তথার সার্থকতাই থাকে না। এই শ্লোকে যথা-শব্দটীর সম্বন্ধ হইতেছে "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে এবং এই বাক্য দ্বারা যে স্বয়ংভগবত্তাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কাজেই, শুক্লঃ বা রক্তঃ এই দুইটী শব্দের কোনটীর সঙ্গেই, বা এই উভয় শব্দের সঙ্গেও তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ, এই দুইটী শব্দই যুগাবতার-বাচক বলিয়া স্বয়ংভগবত্তার সমধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। বাকী রহিল "পীত"-শব্দ। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, পীতঃ-শব্দটী শুক্লঃ বা রক্তঃ শব্দের ন্যায় সাধারণ যুগাবতারসূচক নয়। সুতরাং পীতঃ-শব্দটী যে স্বয়ংভগবত্তার প্রতিকূল ধর্ম্ম বিশিষ্ট নয়, তাহাও তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে। আবার এই তিনটী শব্দের কোনও না কোনও একটী শব্দের সঙ্গে তো "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ থাকিবেই। শুক্ল ও রক্তের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, পীত-শব্দের সহিত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই পীত-শব্দের সহিতই তথা-শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে। তাহা হইলে অন্বয় হইবে এইরূপ—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা পীতঃ। অর্থাৎ নন্দনন্দন এক্ষণে (এই দ্বাপরে) যেমন সর্ব্বাকর্ষকত্ব প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্ব কোনও এক চতুর্যুগীয় কলিতেও পীতবর্ণে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা-তথা দ্বারা সমধর্ম্মতা সূচিত হয় বলিয়াই পীত-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে।

যদি কেহ বলেন, যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ—এইরূপ অন্বয় হউক না কেন? তাহা হইতে পারে না। কারণ, শুক্ল ও রক্ত সাধারণ যুগাবতার বলিয়া এবং পীত সাধারণ যুগাবতার নহেন বলিয়া, পীত-শব্দের বাচ্য যিনি, তিনি শুক্ল ও রক্ত শব্দদ্বয়ের বাচ্যদের সহিত সমধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন।

আবার যদি বলা যায়—শ্লোকে শুক্ল ও রক্ত শব্দ দুইটীর উল্লেখ করিয়া যেমন সত্য ও ত্রেতাযুগের যুগাবতারের কথা বলা হইল, তদ্রূপ পীত-শব্দে দ্বাপরের যুগাবতারই হয়তো সূচিত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিলে শুক্ল, রক্ত ও পীত—তিনই যুগাবতার বলিয়া একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়েন,; সুতরাং "যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় হইতে পারে। উক্তরূপ অনুমানও বিচারসহ নহে। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে যুগাবতার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ "শুকপত্রাভ"—শুকপাখীর পালকের বর্ণের ন্যায় ঈষৎ সবুজ, কিন্তু পীত (হলদে) নহে। পীত অর্থও সবুজ হয়না। সুতরাং পীত-শব্দে যুগাবতারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে করা যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বর্ত্তমান চতুর্যুগের (গত) দ্বাপরে যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্ মহাপ্রভু—গৌরকৃষ্ণ। ইনিই কৃপাবশতঃ বর্ত্তমান কলিতেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলির উপাস্য অবতার যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" ১১।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। (১।৩।২০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথা-তথা শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ং-রূপেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সেই যথা-তথা-যোগে শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী অন্য এক রকমের অর্থ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান চতুর্যুগের কলিতেও (বর্ত্তমান কলিতেও) যে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার ইঙ্গিতও এই শ্লোকে আছে। তিনি বলেন—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ—এস্থলে "ইদানীং"-শব্দটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ধরিতে হইবে, কেবল দ্বাপরের শেষ—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথম ভাগকেও ইদানীং-শব্দে বুঝাইবে। অর্থ হইবে এইরূপ—এই এখন যেমন কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তেমনি এখনই (অল্পকাল পরেই, কলির প্রারম্ভেই) আবার পীতত্বও প্রাপ্ত হইবেন—এই নন্দনন্দন।" "যত্তদোর্নিত্য-সম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী॥" এই অর্থেও পীতবর্ণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ পয়ারের অভিপ্রেত ; তাই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার উক্তির প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লোকস্থ "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ" (যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন) বাক্যে অনুযুগং-শব্দ দেখিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে ; সুতরাং শুক্ল, রক্ত, পীত ইঁহারা সকলেই যুগাবতার এবং নন্দনন্দনও যুগাবতার। শ্লোকের বাক্যসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যাইবে—এইরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না। যে অর্থের সহিত শ্লোকস্থ সকল শব্দের সঙ্গতি থাকে না, সমগ্র গ্রন্থেরও পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। এই শ্লোকের অর্থকরণ-সময়ে মুখ্যভাবে বিচার্য্য হইতেছে দুইটী বাক্যের তাৎপর্য্য—গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ। প্রথম বাক্যের অর্থ—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন। কেবল যে যুগাবতার-রূপেই তনু প্রকাশ করেন, অন্য কোন অবতার-রূপে যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন না,—তাহা বলা হয় নাই। তনু প্রকাশ করা অর্থ—অবতীর্ণ হওয়া। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার আদি অসংখ্য অবতার। যে সময়ে এই অসংখ্য অবতারের কোনও এক অবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিম্বা যে সময়ে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়টাও কোনও না কোনও এক যুগের অন্তর্ভুক্তই থাকিবে ; সুতরাং সেই সময়ে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যুগাবতার না হইতে পারেন—কিন্তু সেই যুগেই অবতীর্ণ হইবেন। মৎস্যকূর্ম্মাদি যুগাবতার নহেন ; কিন্তু তাঁহারাও তো কোনও না কোনও এক যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। কোনও এক যুগে অবতীর্ণ হইলেই তাঁহাকে সেই যুগের যুগাবতার বলা যায় না। যুগাবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে, বিশেষ নাম আছে, রূপ আছে। এই শ্লোকের গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবতার-রূপে অবতীর্ণ হয়েন—কখনও বা যুগাবতার-রূপে, কখনও বা লীলাবতার-রূপে, কখনও বা মন্বন্তরাবতার-রূপে, আবার কখনও বা স্বয়ংরূপে। শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটী রূপই যদি কোন যুগাবতারের রূপই হইত, তাহা হইলেও বরং মনে করা যাইতে পারিত যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যুগাবতারের বর্ণনামাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পীত-বর্ণের এবং পীতনামের কোনও যুগাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—শ্লোকোক্ত পীতশব্দ কোনও যুগাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হয় নাই। গৃহ্নতঃ-শব্দের ধ্বনি এই যে—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন, নিজেই গ্রহণ করেন, অপর কেহ তাঁহার তনু গ্রহণ করান না ; ইহা দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য—পরমস্বাতন্ত্র্যই—সূচিত হইতেছে। "তনূর্গৃহ্নত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগ-প্রভাব এব উক্তঃ—বৈষ্ণবতোষণী।" পরমস্বাতন্ত্র্য বা অন্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য একমাত্র মহাযোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ংভগবানেরই থাকিতে পারে, কোনও যুগাবতারের থাকিতে পারেনা ; যুগাবতারগণ স্বয়ংভগবানের অংশ মাত্র। সুতরাং শ্লোকস্থ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গৃহ্নতঃ-শব্দও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত করিতেছে—যুগাবতারত্ব সূচিত করে না। তারপর কৃষ্ণতাং গতঃ বাক্য—অর্থ—নন্দনন্দন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নন্দনন্দনের সর্ব্বাবতারের—সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—আকর্ষণযোগ্যতা জানাইবার জন্যই যে কৃষ্ণতাং গতঃ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বাকর্ষণযোগ্যতা একমাত্র স্বয়ংভগবানেরই আছে, কোনও যুগাবতারের নাই। সুতরাং কৃষ্ণতাং গতঃ-বাক্যেও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হইতেছে, যুগাবতারত্ব সূচিত হয় নাই। নন্দনন্দন যুগাবতার—ইহা বলাই যদি গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে "কৃষ্ণতাং গতঃ" না বলিয়া "এক্ষণে শুকপত্রাভ হইয়াছেন" বলিতেন; কারণ, দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ। এই শ্লোকে নন্দনন্দন-কৃষ্ণকে যুগাবতার বলিলে শ্রীমদ্ ভাগবতের উক্তির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও থাকিত না। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।১.৩।২৮।" আবার শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণের পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তুতিতে ব্রহ্মাও বলিলেন—এই নন্দনন্দন নারায়ণাদিরও মূল—স্বয়ং ভগবান্। নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামিত্যাদি।১০।১৪।১৪॥" শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাজ্ঞাপক বহু বহু প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে, গোপালতাপনী আদি শ্রুতিতে, ব্রহ্মসংহিতাদিতে দৃষ্ট হয়।

আরও একটী সমস্যা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে চারিযুগের উপাস্যস্বরূপের এবং উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সত্যযুগের উপাস্য শুক্ল, ত্রেতাযুগের উপাস্য রক্ত, দ্বাপরের উপাস্য শ্যাম (কৃষ্ণ) এবং কলিযুগের উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এস্থলে দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যামের কথা বলা হইল, তিনি যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তস্থলের পরবর্ত্তী "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ১১।৫।২৯॥" শ্লোক হইতেই জানা যায়; কারণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নন্দনন্দন-কৃষ্ণেরই দ্বারকালীলার চতুর্ব্ব্যূহ—কোনও যুগাবতারের চতুর্ব্ব্যূহ নহেন, হইতেও পারেন না। যাহাহউক, এই চারিযুগের উপাস্যের মধ্যে সত্যের শুক্ল এবং ত্রেতার রক্ত হইতেছেন সাধারণ যুগাবতার। তাঁহাদের সঙ্গেই যখন শ্যাম বা কৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন মনে হইতে পারে যে, ইঁহারাও যথাক্রমে দ্বাপরের এবং কলির যুগাবতার। ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ এস্থলে করা হইল, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে কিরূপে?

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদপুরাণাদিশাস্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য (মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ। ৬।৩২॥ ছান্দোগ্য। ৭।১।২॥)। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবানই ব্যাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগিভাবে পুরাণাদির সঙ্কলন করেন। "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তম। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥ (সংহরামি—সঙ্কলয়ামি সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামী)॥ মৎস্যপুরাণ ।৫৩।৮॥" এবং প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরেই যে পুরাণসকল সঙ্কলিত হয়, তাহাও সেস্থানে বলা হইয়াছে। "চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।৫৩।৯॥" তাহাহইলে বুঝা যায়, বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত বর্ত্তমান চতুর্যুগের উপযোগী ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে যে সমস্ত উপাস্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিরই মুখ্যভাবে উপাস্য। এই চতুর্যুগের সত্যে বা ত্রেতায় স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন নাই; তাই তত্তদ্যুগের যুগাবতারগণই তত্তদ্যুগের উপাস্য হইবেন।

শ্যাম ও গৌর দ্বাপর ও কলির সাধারণ যুগাবতার নহেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ বা শ্যাম। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যাম, তিনি নন্দনন্দনই এবং নন্দনন্দনের বর্ণ শুকপত্রাভ নয়। সত্য-ত্রেতার ন্যায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের উল্লেখ না করার হেতু এই যে, এই দ্বাপরে পৃথক্রূপে কোনও সাধারণ যুগাবতার অবতীর্ণই হয়েন নাই। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় দ্বাপরে (অর্থাৎ গত দ্বাপরে) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যুগাবতার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি তখন স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন। যুগাবতারের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যেই অবস্থিত থাকায় এবং শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া লোকনয়নের গোচরীভূত হওয়ায় তাঁহাকেই উপাস্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলির উপাস্য শ্রীগৌর সম্বন্ধেও এইরূপই সিদ্ধান্ত। "অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্ত্বং প্রয়োজনং তস্মিন্ একস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি-শ্রীভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" যখনই স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখনই এই ব্যবস্থা। তিনি সকল যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। "ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন। যে দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগেই তিনি আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েন। "তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি সারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ।—শ্রী, ভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপের আবির্ভাববিশেষ।

যাহাহউক, "আসন্ বর্ণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের দুইটী অর্থ। একটী যথাশ্রুত অর্থ, আর একটী গূঢ় অর্থ। যথাশ্রুত অর্থটী ব্রজরাজের ভাবের অনুকূল; আর গূঢ় অর্থটী গর্গাচার্য্যের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় জ্ঞাপক। ব্রজরাজ বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি; শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্—বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে এরূপ অনুভূতি ব্রজরাজের নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সন্তান, তাঁহার লাল্য বলিয়াই মনে করেন; আর নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক বলিয়া মনে করেন। এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক কোনও কথা গর্গাচার্য্যের মুখে শুনিলে তিনি প্রীত হইবেন না মনে করিয়াই গর্গাচার্য্য কৌশলপূর্ব্বক দ্ব্যর্থক বাক্য বলিলেন; তাহাতে গর্গাচার্য্যের অভিপ্রেত অর্থটীও প্রকাশিত হইল (অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে), অথচ ঐ বাক্য হইতে ব্রজরাজও নিজের ভাবানুকূল অর্থ বুঝিয়া প্রীত হইলেন।

যথাশ্রুত অর্থঃ—গর্গাচার্য্যের বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন—"আমার এই তনয়টী কোনও যুগে শুক্লবর্ণ, কোনও যুগে রক্তবর্ণ, আবার কোনও যুগে পীতবর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ সত্যযুগেই শুক্লবর্ণ ছিল, ত্রেতাতে রক্তবর্ণ ছিল; আর কোনও এক কলিতে বোধ হয় পীতবর্ণ ছিল। আবার এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। গর্গাচার্য্য বলিলেন, এই তনয়টী ঐ সকল বর্ণ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল (গৃহ্নতঃ); ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ইহার খুব যোগপ্রভাব ছিল। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভজন-প্রভাবে সারূপ্য প্রাপ্তির মত আমার এই পুত্রটী যুগে যুগে নারায়ণের তুল্য রূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আমার এই পুত্রটী পরমভাগবত, নারায়ণের বিশেষ কৃপার পাত্র। নারায়ণের সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ; বোধ হয় ইহার ভজন-পরায়ণতা দেখিয়া নারায়ণই কৃপা করিয়া সত্যযুগে ইহাকে তাঁহার যুগাবতারের বর্ণ দিয়াছিলেন; এইরূপে, ত্রেতাতেও ইহাকে ত্রেতার যুগাবতারের রক্তবর্ণ দিয়াছিলেন এবং যে কলিতে পীতবর্ণে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেও কৃপা করিয়া ইহাকে পীতবর্ণ দিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাঁহার এই পরম-ভক্তটীকে কৃপা করিয়া তাঁহার নিজের (কৃষ্ণবর্ণ) রূপ দিয়াই আমার গৃহে পাঠাইয়াছেন। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য; আমার প্রতিও নারায়ণের বিশেষ কৃপা; আমি যে এতদিন নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছি, তাহা এক্ষণেই সার্থক হইল; নারায়ণ কৃপা করিয়া তাঁহারই বিশেষ কৃপাভাজন একটী ভক্তকে আমার পুত্ররূপে আমার ক্রোড়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দু'একজন্মের ভজন নহে—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে আমার এই তনয়টী একান্ত মনে নারায়ণের ভজন করিয়া আসিতেছে। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।" এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

গূঢ়ার্থঃ—গর্গাচার্য্যের অভিপ্রেত গূঢ়ার্থ এইরূপ। যত রকমের যত অবতার আছেন, সমস্তের মূলই এই শ্রীকৃষ্ণ; ইনিই সত্যযুগে শুক্লবর্ণে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণে যুগাবতাররূপে অংশে প্রকটিত হয়েন; ইনিই সকল যুগে যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতারাদিরূপে অংশে অবতীর্ণ হয়েন; আবার ইনি স্বয়ংই (অংশে নহে) পীতবর্ণে নিজের শ্যামবর্ণকে আবৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ কলিতে আবির্ভূত হয়েন। এইরূপে অসংখ্য বার অসংখ্যরূপে তিনি

শুক্ল-রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি ।
সত্য ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ২৯
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩০

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্যচ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্ত্বং সর্ব্বময়মাহ দ্বাপর ইতি । সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দর্শিতম্ । দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতীদৃশেন ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥

শ্যামঃ অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ । নিজানি চক্রাদীন্যায়ুধানি যস্য সঃ । শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং করচরণাদিগতপদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈরাঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈ র্লক্ষণৈর্বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ । স্বামী ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন । এক্ষণে সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভূত করিয়া পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ; সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভূত করিয়াছেন বলিয়াই ইনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ।

২৯ । এক্ষণে দুই পয়ারে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন ।

দ্যুতি—কান্তি, বর্ণ । **শ্রীপতি**—সমগ্র সৌন্দর্য্যের (শ্রীর) অধিপতি ; অথবা শ্রীর (শ্রীরাধার) পতি ; শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করেন । যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে তিনি পীতবর্ণে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন । এই কলিকেই বিশেষ কলি বলা হয় ।

৩০ । ইদানীং—এই সময়ে ; বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে । **তিঁহো**—শ্রীপতি । **এই**—ইহাই । **আগম**—আগমশাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্র । অথবা, শাস্ত্রমাত্রকেও আগম বলে (শব্দকল্পদ্রুম) । **সব শাস্ত্রাগম** ইত্যাদি—সমস্ত শাস্ত্রের, আগমের ও পুরাণের মর্ম্ম । "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে যাহা ব্যক্ত হইল, আগম-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রও তাহার অনুমোদন করে ।

শ্লো । ৭ । অন্বয় । দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) ভগবান্ (ভগবান্) শ্যামঃ (অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ) পীতবাসাঃ (পীতবসনধারী) নিজায়ুধঃ (স্বরূপভূত-চক্রাদি-আয়ুধধারী) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি চিহ্নদ্বারা) অঙ্কৈঃ (শারীরিক চিহ্ন সমূহদ্বারা) লক্ষণৈঃ (কৌস্তুভাদি বাহ্যিক চিহ্নসমূহ দ্বারা) চ উপলক্ষিতঃ (চিহ্নিত) ।

অনুবাদ । দ্বাপর-যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ ও পীতবসনধারী ; স্বরূপভূত চক্রাদি আয়ুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন, করচরণাদিগত পদ্মাদিরূপ শারীরিক চিহ্ন এবং কৌস্তুভ ও পতাকাদি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তিনি অবতীর্ণ হয়েন । ৭ ।

দ্বাপরে—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ।

শ্যাম—অতসীকুসুমের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ (স্বামিপাদ) । **আয়ুধ**—চক্রাদি । **শ্রীবৎস**—বক্ষের দক্ষিণভাগে রোমাবলীর দক্ষিণাবর্ত্তকে শ্রীবৎস বলে । **অঙ্ক**—শরীর-গতচিহ্ন ; কর-চরণের পদ্মাদি । **লক্ষণ**—কৌস্তুভাদি গাত্রালঙ্কার এবং পতাকাদি বাহ্য চিহ্ন ।

এই শ্লোকে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরের উপান্তের কথা বলা হইয়াছে । এই যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার আর স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই ; শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত থাকিয়াই তিনি স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন । তাই শ্রীকৃষ্ণকেই দ্বাপর-যুগের অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ যুগাবতার নহেন, কারণ দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ শুক-পক্ষীর বর্ণের ন্যায় হরিৎ (সবুজ), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যাম । (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।)

কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ হইতে বুঝা যায় না; কেবল গূঢ়ার্থ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। ইহাতে কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে মনে করিয়াই স্পষ্টাক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক "দ্বাপরে ভগবান্" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অথবা, পূর্ব্বপয়ারে যে বলা হইয়াছে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত—তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রতিপন্ন করিলেন।

৩১। ৩০শ পয়ারে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়া এক্ষণে পীতবর্ণ-শ্রীগৌর-অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ৪র্থ পয়ারে বলা হইয়াছে, এককল্পে (বা ব্রহ্মার একদিনে) স্বয়ং ভগবান্ একবার মাত্র লীলা প্রকটিত করেন। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে, একই কল্পান্তর্গত একই চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপরে একবার শ্যামসুন্দররূপে এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে একবার গৌর-সুন্দর রূপে—এই দুইবার অবতীর্ণ হইলেন। ইহার সমাধান কি? সমাধান এইঃ—বৃন্দাবন-লীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র; বৃন্দাবন-লীলা পূর্ব্বাংশ এবং নবদ্বীপলীলা উত্তরাংশ। যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবান্ লীলা প্রকট করেন, তাহার আরম্ভ ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপে; উভয় লীলার মিলনেই তাঁহার লীলার পূর্ণতা (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইবে)। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে বলিয়া দ্বাপরের অবতার এবং কলির অবতারও দুইটী পৃথক্ অবতার নহেন—একই অবতারের দুইটী ভাবমাত্র। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ। ব্রজে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কখনও নাপিতানী, কখনও দিয়াশিনী, কখনও যোগী ইত্যাদি সাজিয়াছিলেন। এই নাপিতানী-আদি বেশে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, পরন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তদ্রূপ রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণরূপ গৌর-সুন্দরও ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ। সুতরাং একই কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার অবতরণের আশঙ্কা হইতে পারে না।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রারম্ভে আবার গৌররূপে আবির্ভাবের হেতু কি, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-ব্রজলীলার একটী উদ্দেশ্য ছিল—রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা; "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। গীতা ১৮।৬৫॥"—ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগাভক্তি যাজনের সংক্ষিপ্ত উপদেশও তিনি দিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সেবা পাওয়া যাইতে পারে, ব্রজে লীলা প্রকটিত করিয়া তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি সাধ্য-বস্তুটীও দেখাইলেন এবং সাধনও বলিয়া দিলেন; কিন্তু দ্বাপর-লীলায় তিনি ভক্তভাবে সাধনের কোনও আদর্শ দেখান নাই এবং যে প্রেমদ্বারা ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়,—যে সেবাতেই রাগানুগীয় ভজনের পর্য্যবসান—সেই প্রেমও তখন শ্রীকৃষ্ণ জীবসাধারণকে দেন নাই; কারণ, দ্বাপর-লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁহার হাতে ছিল না, তাহাতে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীশ্রীরাধারাণীরই পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই প্রেম জীবসাধারণকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লইয়া তাহা নিজ হৃদয়ে রক্ষা করিয়া এবং শ্রীরাধারই গৌর কান্তিতে নিজের শ্যাম কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন। জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়া নবদ্বীপ-অবতারের একতম উদ্দেশ্য; কিন্তু শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ব্যতীত ব্রজপ্রেম সম্যক্‌রূপে দেওয়া যায় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৌর-কান্তি দ্বারা নিজের অঙ্গকে গৌর করিয়া পীত হইয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ পয়ারে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু বলিয়াছেন—ব্রজপ্রেম দান করার জন্যই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে। তাহার পর ২১—৩০ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলিয়া এক্ষণে ৩১শ পয়ারে আবার ২০শ পয়ারের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং ২০শ পয়ারের সহিত এই ৩১শ পয়ারের সক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ২০শ পয়ারের সঙ্গে মিল রাখিয়াই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের সম্বন্ধ। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে যুগধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; সেই যুগধর্ম্মটী কি, তাহাই ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।" আর ২০শ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"আমা (শ্রীকৃষ্ণ) বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।" ৩১শ পয়ারে দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইল—"তথি লাগি (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যে ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া) পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥"

তথি লাগি—সেই জন্য; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া; ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া।

পীতবর্ণ ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হইয়াছেন। ব্রজপ্রেম দেওয়ার নিমিত্ত পীতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, প্রেমের অধিকারিণী হইলেন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা; তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে ব্রজপ্রেম দেওয়া যায় না; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌর (পীত) হইয়াছেন।

অথবা, **কলিকালে**—যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে (যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগের কলিযুগে)। **যুগধর্ম্ম**—এই বিশেষ কলির যুগধর্ম্ম। **নামের প্রচার**—সকল কলির যুগধর্ম্মই নাম-প্রচার, কিন্তু এই বিশেষ কলির নাম-প্রচারে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজপ্রেমও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ("নামের প্রচার" স্থলে যদি "প্রেমের প্রচার" পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই অর্থটী বেশ পরিস্ফুট হইত; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না)। **তথি লাগি**—এই বিশেষ কলিযুগে নামের সঙ্গে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া। **পীতবর্ণ** ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ অর্থ।

এই পয়ারের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন—"কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম-প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়াতে অংশাবতার পীতবর্ণে অবতার হয়েন, কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার আবশ্যক না থাকাতেও কেন যে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন 'কলিকালে' ইতি—কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রচার করিবার জন্য পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন যে চৈতন্যাবতার, তাহারই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ প্রতি কলিতে যে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন, এ কলিতেও তিনিই অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইটী জ্ঞাত করানই তাঁহার পীতবর্ণের কারণ হইয়াছে।" এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ "কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়ার" শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায় না। লঘুভাগবতামৃত ও ক্রমসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের (এবং হরিবংশের) প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সাধারণ কলির যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ নহে; অথচ উল্লিখিত যুক্তিতে বলা হইয়াছে "প্রতি কলিতে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন।" প্রতি কলিযুগের ধর্ম্মই যখন নামসঙ্কীর্ত্তন এবং যুগাবতারই যখন এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তখন সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্ণই (যাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ, তিনিই) এই নামপ্রচার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি কলিতে পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন না। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, প্রতি কলিতেই যুগধর্ম্ম নাম-প্রচারের নিমিত্ত যদি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ যুগাবতার বলিয়াই পরিগণিত হইতেন; কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্। তৃতীয়তঃ,

তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৩২
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৩৪
আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলিযুগাবতারত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না; রাধাকান্তি-সুবলিতত্ব-বশতঃই তাঁহার পীতবর্ণ।

৩২। এক্ষণে "অনর্পিত" শ্লোকের "পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "তপ্তহেম সমকান্তি" বাক্যে। ৩২—৩৭ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তপ্ত-হেম—অগ্নিতে উত্তপ্ত স্বর্ণ। আগুনে পোড়াইলে সোনার ময়লা (খাদ) যখন দূর হইয়া যায়, তখন সোনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়; সেই সোনা তখনও আগুনের মধ্যে থাকিলে তাহা যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, শ্রীচৈতন্যের দেহের কান্তিও তদ্রূপ উজ্জ্বল ছিল।

কান্তি—জ্যোতি। **প্রকাণ্ড শরীর**—খুব বড় শরীর; সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর অনেক বড় ছিল। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীরের" বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

নবমেঘ—নূতন মেঘ। **জিনি**—পরাজিত করিয়া। **কণ্ঠধ্বনি**—শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠস্বর। শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠের স্বর নূতন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল।

৩৩। "প্রকাণ্ড শরীরের" লক্ষণ বলিতেছেন।

দৈর্ঘ্য—উচ্চতা। **বিস্তার**—প্রস্থ। **দৈর্ঘ্য বিস্তারে**—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে; উচ্চতায় এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তারে। **আপনার হাথে**—নিজের হাতের মাপে। **চারিহস্ত**—চারি হাত লম্বা। **মহাপুরুষ বিখ্যাতে**—তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

সোজা হইয়া দাঁড়াইলে পদতল হইতে মস্তকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত লম্বা হয়েন এবং দুই হাত বিস্তারিত করিয়া রাখিলেও এক হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যাঁহার নিজের হাতের মাপ চারি হাত হয়, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; কারণ, এরূপ শরীর সাধারণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ পরিমাণের দেহকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলে, "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল"ও বলে। এস্থলে "মহাপুরুষ" শব্দে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৪০।৪ শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্", "ধেয়াং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদি ১১।৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্যান্য বহু স্থানে ভগবান্‌কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। কোনও মানুষই নিজের হাতের চারি হাত লম্বা হয় না। ইহা ভগবানেরই একটা বিশেষ লক্ষণ। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন, মহাপুরুষদের দেহ সাড়ে চারি হাত। শ্রীভা, ১০।১৪।১১ শ্লোক টীকা।

৩৪। **ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল**—পূর্ব্ব পয়ারে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **তার**—দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত পরিমিত দেহের। **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু**—ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল (দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত) তনু (শরীর) যাঁহার। **গুণধাম**—অনন্ত গুণের আধার।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর উচ্চতায় ও (দুই হস্ত প্রসারিত করিলে) বিস্তারে তাঁহার নিজের হাতে চারি হাত লম্বা ছিল; তাই তাঁহার শরীরকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলা হইয়াছে।

৩৫। **আজানুলম্বিত**—জানু (হাটু) পর্য্যন্ত লম্বিত। **ভুজ**—বাহু। শ্রীচৈতন্যের বাহু জানু (হাটু)

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৩৬
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৭

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নামের গণন। ৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি, আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত ঝুলাইয়া রাখিলে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাটুকে স্পর্শ করিত; সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না। এরূপ বাহুকেই আজানুলম্বিত বাহু বলে। **কমল-লোচন**—কমলের (পদ্মের) ন্যায় লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের নয়ন (চক্ষু) পদ্মের পাপড়ীর ন্যায় দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল। **নাসা**—নাক। শ্রীচৈতন্যের নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর গঠন যুক্ত ছিল। **সুধাংশু-বদন**—সুধাংশু (চন্দ্র অপেক্ষাও) সুন্দর বদন (মুখ) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গ যে সাধারণ মানুষের অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বরাঙ্গ) ছিল, ৩৩—৩৫ পয়ারে তাহা দেখান হইল।

৩৬। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বশতঃ অচঞ্চল-চিত্ত। **দান্ত**—জিতেন্দ্রিয়। **কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা পরায়ণ**—কৃষ্ণভক্তিতে মনের যে আত্যন্তিকী স্থিরতা, তাহাই এক মাত্র আশ্রয় যাঁহার; কৃষ্ণভক্তিকেই ঐকান্তিক ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন যিনি। প্রথম-পয়ারার্দ্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের পরিচয় দিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম বলিয়া তিনি শান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি। **ভক্ত-বৎসল**—সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ প্রগাঢ় স্নেহ থাকে, অনুগত সেবকদিগের প্রতিও যাঁহার তদ্রূপ স্নেহ থাকে, তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলে। **সুশীল**—উত্তম-চরিত্র; যাঁহার সদ্ ব্যবহারে সকলেই প্রীতিলাভ করে। **সর্ব্বভুতে**—সমস্ত প্রাণীর প্রতি। **সর্ব্বভুতে সম**—সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যাঁহার সমান ব্যবহার।

এই পয়ারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুণের কথা বলা হইয়াছে।

৩৭। **অঙ্গদ**—বাহুর অলঙ্কার। **বালা**—হাতের অলঙ্কার। **চন্দনের অঙ্গদবালা**—ঘৃষ্ট চন্দনের দ্বারা বাহুতে ও হাতে অলঙ্কারের আকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রভু ধারণ করিতেন (কীর্ত্তন-সময়ে)। **চন্দন ভুষণ**—চন্দন লেপিয়া সমস্ত অঙ্গকে সাজাইতেন। **নৃত্যকালে**—কীর্ত্তনে নৃত্য করিবার সময়ে। **পরি**—পরিধান করিয়া (চন্দনের অলঙ্কারাদি)। **কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন**—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন।

৩৮। **এই সব গুণ**—৩২-৩৭ পয়ারোক্ত গুণ সকল। **লঞা**—লইয়া; উপলক্ষ্য করিয়া। **মুনি বৈশম্পায়ন**—বৈশম্পায়ন মুনি। **সহস্র নামে**— মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায়। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের।

মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায় বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের পুর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সমস্ত গুণানুরূপ নামও গণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনন্ত গুণ; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল আটটী গুণ লইয়াই বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম সহস্র-নাম মধ্যে গণনা করিয়াছেন; এই আটটী নামের মধ্যে চারিটী নাম প্রভুর আদি-লীলা সম্বন্ধে এবং চারিটী শেষ-লীলা সম্বন্ধে।

৩৯। **দুই লীলা** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রধানতঃ দুইটী লীলা; আদি ও শেষ। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ ও ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারি চারি** ইত্যাদি—আদি লীলায় চারিটী এবং শেষ লীলায় চারিটী বিশেষ নাম সহস্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

(১২৭।৭৫—

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বে শ্রীভারতং প্রমাণয়তি সুবর্ণ ইতি। সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ। বরাঙ্গঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ শমঃ ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ শান্তিপরায়ণঃ নিবৃত্তিপরায়ণঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** সুবর্ণবর্ণঃ (কৃষ্ণ এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণনা করেন যিনি) হেমাঙ্গ (স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ যাঁহার) বরাঙ্গঃ (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যাঁহার) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহার করেন যিনি) সন্ন্যাসকৃৎ (যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন) শমঃ (যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত) শান্তঃ (যাঁহার চিত্ত অচঞ্চল) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (যিনি নিবৃত্তি-পরায়ণ)।

অনুবাদ। হরিনাম প্রচার উপলক্ষে "কৃষ্ণ" এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্ব্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম সুবর্ণবর্ণ; তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটী নাম হেমাঙ্গ; সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ-সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম বরাঙ্গ; চন্দনের অঙ্গদ (কেয়ূর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম চন্দনাঙ্গদী; সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সন্ন্যাসী; ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার নাম শম; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম শান্ত; কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৮।

সুবর্ণবর্ণঃ—সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ যাঁহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ; কিন্তু পরবর্ত্তী হেমাঙ্গশব্দেরও ইহাই অর্থ বলিয়া এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না; একস্থলে একার্থক দুইটী শব্দ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাই সুবর্ণবর্ণ-শব্দের অন্য অর্থ করা হইয়াছে। সু (উত্তম, সুন্দর) বর্ণ (অক্ষর) সুবর্ণ, সর্ব্বোত্তম এবং পরমসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়। তাহা বর্ণন বা কীর্ত্তন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ। অথবা, সু (সুন্দর, পরমসুন্দর, সর্ব্বচিত্তহর) বর্ণ যাঁহার, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সুবর্ণ; তাঁহাকে, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ (সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ ঃ—চক্রবর্ত্তী)। **হেমাঙ্গ**ঃ—হেমের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। **বরাঙ্গ**—বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার। **চন্দনাঙ্গদী**—চন্দনের (চন্দনপঙ্কের) অঙ্গদ (বাহুভূষণ) ধারণ করেন যিনি। **সন্ন্যাসকৃৎ**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন যিনি। **শমঃ**—যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে (শমঃ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ—শ্রীভগবদুক্তি)। **শান্তঃ**—স্থিরচিত্ত। **নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ**ঃ—নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্ত্তী)। এই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত ৩১শ পয়ারে "নামের প্রচার" বাক্যে "সুবর্ণবর্ণ", ৩২শ পয়ারে "তপ্তহেমকান্তি" বাক্যে "হেমাঙ্গ", ৩২-৩৫শ পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীর হইতে সুধাংশুবদন" বাক্যে "বরাঙ্গ", ৩৭শ পয়ারে "চন্দনাঙ্গদী", ৩৬শ পয়ারে "শম, শান্ত, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" নাম ব্যক্ত হইয়াছে। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী আদি লীলার নাম; সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শেষলীলার (সন্ন্যাস গ্রহণের পরের) নাম।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে অবিকল এই শ্লোকটী দেখা যায় না; দুইটী শ্লোকের দুইটী অংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন; সেই মূল শ্লোক দুইটী এইরূপ :—"ত্রিসামা সামগঃ সাম-নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্‌। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥" এবং "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। বীরহা বীষমঃ শূন্যে ঘৃতশীরচলশ্চলঃ ॥ ৯২ ॥" দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমাংশ এবং প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন। দুইটী স্বতন্ত্র শ্লোকের দুই অংশ লইয়া একটী শ্লোক-রচনায় কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। কারণ, বিষ্ণুর সহস্রনামে, ভগবানের

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার ॥ ৪০

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ॥ কৃষ্ণত্বাং ব্যবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীল-মণিবদুজ্জ্বলম্। যদ্বা, ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতম্। যজ্ঞৈরর্চ্চনৈঃ সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো বিবেকিনঃ ॥ স্বামী ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর-কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণঃ গৌরস্তং সুমেধসঃ যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণলব্ধম্। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতম্। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহুতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেতেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণানুরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে আটটী নাম শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেই আটটীই এস্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। "সুবর্ণবর্ণ"-ইত্যাদি অংশ মহাভারতে পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইলেও ঐ নামগুলি মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধীয় হওয়ায় কবিরাজ-গোস্বামীর শ্লোকে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহাহউক, মহাভারতের বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রের উক্ত আটটী নাম কেবল শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হয়; অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই যে উক্ত নামগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মহাভারতেও শ্রীচৈতন্যের অবতারের কথা লিখিত হইয়াছে। আরও, মহাভারতে শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম দেখিতে পাওয়ায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে শ্রীচৈতন্যের অবতার না থাকায়, কলিযুগেই যে তাঁহার অবতারের সময়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

৪০। কলিযুগেই যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, মহাভারতের শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলিযুগে পীতকান্তি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন এবং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে একথা স্পষ্টই লিখিত আছে, ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

ব্যক্ত করি—স্পষ্ট করিয়া। **নাম-সঙ্কীর্ত্তন সার**—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের সার ধর্ম্ম। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্। ক্রমসন্দর্ভঃ।১১।৫।৩২॥" এস্থলে তদ্গান-শব্দে শ্রীগৌরকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরকীর্ত্তন করিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই ঐ কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়।

প্রমাণস্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৯-১০। অন্বয়। হে উর্ব্বীশ (হে পৃথিবীপতে)! দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) জগদীশ্বরং (জগদীশ্বরকে) [লোকাঃ] (লোক সকল) ইতি (এইরূপে—নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদিরূপে) স্তুবন্তি (স্তবপূজা করে)। কলৌ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারঃ কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্ত-প্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবম্ভূতং কৈ র্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এব অত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৯-১০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(কলিযুগে) অপি (ও) নানাতন্ত্রবিধানেন (নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে) যথা (যদ্রূপ) [স্তুবন্তি] (স্তবপূজা করে), শৃণু (শ্রবণ কর)। সুমেধসঃ (সুবুদ্ধি লোকগণ) ত্বিষা (কান্তিতে) অকৃষ্ণং (অকৃষ্ণ—পীত বা গৌর) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণবর্ণ) [ভগবন্তং] (ভগবান্‌কে) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান) যজ্ঞৈঃ (পূজোপকরণ দ্বারা) যজন্তি (পূজা করেন) হি (নিশ্চিত)।

অনুবাদ। হে রাজন্! (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) দ্বাপরে এই (নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি) রূপে জগদীশ্বরকে লোক সকল স্তুতি করেন; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অনুসারে (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) কলিযুগেও যেরূপে (স্তুতি-পূজা) করিয়া থাকেন, (তাহা বলিতেছি) শ্রবণ করুন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র (অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র) এবং পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানের) অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৯-১০।

কোন্ যুগে কি বর্ণে শ্রীভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কি নাম, কিরূপ বর্ণ এবং কোন্ বিধি-অনুসারেই বা তাঁহার পূজাদি হয়—ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন-উপলক্ষে নবযোগেন্দ্রের একতম শ্রীকরভাজন বলিলেন,—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে বেদতন্ত্রাদির বিধি-অনুসারে মহারাজোপচারে লোকসমূহ পূজা করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১১।৫।২৮); আর "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥" এই সকল বাক্যে লোকসমূহ তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন (শ্রীভা, ১১।৫।২৯-৩০।) (শ্লোকস্থ **ইতি**—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে।) **উর্ব্বীশ**—উর্ব্বী (পৃথিবী) + ঈশ (ঈশ্বর); পৃথিবী-পতি। এস্থলে নিমি-মহারাজকে সম্বোধন করিয়াই উর্ব্বীশ বলা হইয়াছে। নিমি-মহারাজই নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকরভাজন-ঋষি উক্ত শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন। যাহাহউক, দ্বাপরের কথা বলিয়া শ্রীকরভাজন বলিলেন, বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতেও শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন এবং নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে লোকসমূহ তাঁহারও পূজা করিবে। (কলিযুগে যে তন্ত্রমার্গেরই প্রাধান্য, তাহাই এই বাক্যে সূচিত হইল—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীধরস্বামী)। এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বর্ণনা-উপলক্ষে শ্রীকরভাজন বলিলেন—কলির অবতার কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁহার কান্তিটী অকৃষ্ণ এবং তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। এই তিনটী শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

এই শ্লোকে বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলিযুগের উপাস্তের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি এই কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদের একটী উক্তির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ শ্রীভা, ৭।৯।৩৮॥—কলিতে ভগবানের ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন অবতার।" ছন্ন শব্দে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ছন্ন অর্থ আচ্ছাদিত। এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বিগ্রহটী থাকিবে আচ্ছাদিত; সুতরাং তাঁহার বিগ্রহের নিজস্ব বা স্বাভাবিক রূপটী সাধারণতঃ দেখা যাইবে না; কাজেই সেই স্বাভাবিকরূপের কান্তিও বাহিরে প্রকাশ পাইবে না। যাহাদ্বারা তিনি আচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ বা বর্ণটীই বাহিরে দেখা যাইবে এবং তাহার রূপের কান্তিটীই বাহিরে প্রকাশ পাইবে।

এই ছন্নত্বই বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলির অবতারের একটী বিশেষ লক্ষণ; এই লক্ষণ যাঁহাতে নাই, এই কলির অবতাররূপে তাঁহাকে মনে করা যায় না। একথা মনে রাখিয়াই কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্ শ্লোকের অর্থালোচনা করিতে হইবে।

এই শ্লোকের অর্থনির্ণয়ে মুখ্যভাবে আলোচ্য হইতেছে দুইটী পদ—কৃষ্ণবর্ণম্ এবং ত্বিষাকৃষ্ণম্। এই দুইটী শব্দের প্রত্যেকটীরই একাধিক অর্থ হইতে পারে; কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণীয়, তাহাই বিবেচ্য। **কৃষ্ণবর্ণম্**—শব্দের দুইটী অর্থ—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি) বর্ণন করেন, যিনি কৃষ্ণের নাম জপ করেন বা কীর্ত্তন করেন এবং কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদিরও বর্ণন বা কীর্ত্তন বা প্রচার করেন, তাঁহাকেও কৃষ্ণবর্ণ বলা যায়। এই দুইটী অর্থের কোন্টী এই শ্লোকে অভিপ্রেত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ত্বিষাকৃষ্ণম্-শব্দটীরও অর্থালোচনা প্রয়োজনীয়; এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। **ত্বিষাকৃষ্ণম্**—ইহাকে একটী শব্দও মনে করা যায়, আবার দুইটী শব্দও মনে করা যায়। ত্বিষা এবং অকৃষ্ণম্—এই দুইটী শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে একটী শব্দমাত্র পাওয়া যায়—(ত্বিষা + অকৃষ্ণম্)—ত্বিষাকৃষ্ণম্। আর, এস্থলে কোনও সন্ধি নাই মনে করিলে ত্বিষা এবং কৃষ্ণম্—এই দুইটী শব্দ পাওয়া যায়। ত্বিট্-শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তিতে ত্বিষা হয়। ত্বিট্-শব্দের অর্থ কান্তি, রূপের ছটা; ত্বিষা-শব্দের অর্থ হইল—কান্তিদ্বারা, কান্তিতে বা রূপের ছটায়। কৃষ্ণশব্দ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ত্বিষাকৃষ্ণম্ শব্দের অর্থ হইল—কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহার রূপের ছটা অকৃষ্ণ (সন্ধিযুক্ত পদ মনে করিলে), অথবা কান্তিতে কৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহার রূপের ছটা কৃষ্ণ (সন্ধি নাই মনে করিলে)। কিন্তু অকৃষ্ণ বলিতে কি বুঝায়? এস্থলে কলির উপাস্য অবতারের কথাই বলা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ; কোনও বিশেষ কলিতে ভগবান্ পীতবর্ণেও অবতীর্ণ হয়েন; এই দুইটী বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণে কলিতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। সুতরাং এস্থলে "অকৃষ্ণ" শব্দে পীতবর্ণই সূচিত হইতেছে। কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥১।৩।৪৫॥" আরও একটী কথা বিবেচ্য। এস্থলে এই কলির অবতারের কেবল কান্তির কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণম্-পদে যদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণের কথা বলা হইয়া থাকে এবং সেই বর্ণ যদি অনাচ্ছাদিত হয়, তাহা হইলে পৃথক্‌ভাগে কান্তির বর্ণের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না—অনাচ্ছাদিত স্বাভাবিক রূপের বর্ণই হইবে কান্তিরও বর্ণ। অবশ্য স্বাভাবিক রূপটী যদি আচ্ছাদিত হয়, তাহাহইলে কান্তির বর্ণের উল্লেখের সার্থকতা আছে। আর, কৃষ্ণবর্ণম্-পদে যদি স্বাভাবিকরূপের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক রূপের উল্লেখ না করিয়া কান্তির উল্লেখ করাতে মনে হইতেছে, স্বাভাবিকরূপ এবং কান্তি এক নয়। কান্তিই সকলের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কান্তির কথাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উল্লিখিত হইয়াছে। তাই মনে হয়—যে অবতারের কথা শ্লোকে বলা হইতেছে, তাঁহার কান্তিসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ইনি "ছন্ন অবতার", ইঁহার স্বাভাবিকরূপ অন্যরূপের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে; যে আচ্ছাদক রূপটী বাহিরে আছে, সেই রূপটীই এই অবতারের কান্তিকে রূপদান করিয়াছে এবং এই আচ্ছাদক রূপের রূপবিশিষ্ট কান্তিই এই অবতারের কান্তি।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইটীকে ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দের দুইটী অর্থের সঙ্গে মিলাইলে উভয় শব্দের যোগে মোট চারিটী অর্থ পাওয়া যায়; যথা—(ক) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং কান্তিও কৃষ্ণ; (খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি কৃষ্ণ; (গ) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত; এবং (ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। এই চারিটী অর্থের কোন্‌টী বা কোন্ কোন্‌টী গ্রহণীয়, তাহাই এখন বিবেচ্য।

(ক) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি অনাচ্ছাদিত হয়েন, তবে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে; সুতরাং পৃথক্ ভাবে তাঁহার কান্তির উল্লেখ নিরর্থক। সৎ-কবিরা অনর্থক শব্দ বা একই স্থলে একার্থসূচক দুইটী শব্দ প্রয়োগ করেন না। আর, যদি তিনি আচ্ছাদিত হয়েন, তাঁহার আচ্ছাদক-রূপের বর্ণ তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা অন্যরূপই হইবে, নচেৎ আচ্ছাদনের সার্থকতাও থাকেনা, ছন্নত্বও জন্মে না। আচ্ছাদক-রূপ কৃষ্ণভিন্ন অন্যরূপ হইলে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণভিন্ন অন্যরূপই হইবে, কান্তি কখনও কৃষ্ণ হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থের কোনও সঙ্গতি থাকে না বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি কৃষ্ণ, তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণের উল্লেখ নাই। তিনি যদি স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ হয়েন, তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণবর্ণই হইবে—যদি তিনি আচ্ছাদিত না হয়েন। কিন্তু তাহাতে কলি-অবতারের ছন্নত্ব থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া অন্যবর্ণেরও হইতে পারেন এবং তাঁহার সেই অন্যবর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ কান্তি বিকীরণ করিতেও পারে। কিন্তু তিনি কোন্ বর্ণ হইতে পারেন? ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, ভগবানের কোন্ কোন্ স্বরূপ কলিতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা জানা দরকার। কলির সাধারণ যুগাবতার, অথবা কোনও লীলাবতার, অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কলিতে কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন না। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ ২।৬॥" বাকী রহিলেন—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবং সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ; কিন্তু উভয়েরই স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ; ইঁহাদের কেহ অবতীর্ণ হইয়া যদি কৃষ্ণকান্তি প্রকাশ করেন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের অনাচ্ছাদিতত্বই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এই কলির অবতার ছন্ন। সুতরাং কৃষ্ণ-বর্ণনকারী কৃষ্ণবর্ণ কোনও অনাচ্ছাদিততনু ভগবৎ-স্বরূপ এই শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারেন না।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল "ত্বিষা কৃষ্ণম্" (সন্ধিহীন) পাঠ-সঙ্গত নয়।

(গ) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। ইঁহার স্বাভাবিক রূপ এক বর্ণের, কিন্তু দেহের কান্তি অন্য বর্ণের। ইহাতেই বুঝা যায়—ইনি অন্যবর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, ছন্ন অবতার। ইনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে পীত বা গৌরবর্ণ—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। ছন্ন অবতার সূচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়।

(ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। ইঁহার স্বাভাবিক বর্ণসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোক্ত (খ) চিহ্নিত আলোচনায় বলা হইয়াছে—হয়তো কলির সাধারণ যুগাবতার, আর না হয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। উভয়ের বর্ণই কৃষ্ণ; ইঁহাদের কেহ অবতীর্ণ হইলে পীতবর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পীতকান্তি হইতে পারেন। ছন্ন অবতার সূচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়।

কিন্তু যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি কি যুগাবতার, না স্বয়ং ভগবান্? পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণই কোনও এক বিশেষ কলিতে স্বয়ংরূপেই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

যুগাবতারের পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কলিতেও যে স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণই—যিনি গত দ্বাপরেও স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই—স্বীয় আবির্ভাব-বিশেষ প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপেই এই কলির উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই এই শ্লোকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যাইতেছে। তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ ভিতরে; আচ্ছাদক পীত বা গৌরবর্ণ বাহিরে; তাই তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরও বলা যায়।

(গ) ও (ঘ) আলোচনা হইতে জানা গেল "ত্বিষা অকৃষ্ণম্" (অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ ত্বিষাকৃষ্ণম্) পাঠই সঙ্গত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে পীতবর্ণে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপে বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই পীতবর্ণটী কোথা হইতে তিনি গ্রহণ করেন?

ভগবানের সমস্তস্বরূপই নিত্য; তাঁহার এই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর-রূপটীও নিত্য এবং এই স্বরূপের আচ্ছাদক পীতবর্ণটীও নিত্যই। সুতরাং যাহা স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, এমন কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণটীর হেতু হইবে। একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিই অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং এই পীতবর্ণটীর হেতুও স্বরূপশক্তিই হইবে, অন্য কিছু হইতে পারে না। স্বরূপশক্তির আবার দুইরূপে অবস্থিতি—অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই ইহা থাকে, এই শক্তির কোনও বর্ণও নাই; সুতরাং এই অমূর্ত্ত শক্তির দ্বারা কোনও স্বরূপেরই ছন্নত্ব জন্মিতে পারে না। শক্তির মূর্ত্তরূপ হইল—শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সর্ব্বশক্তিগরীয়সী হ্লাদিনীর পরমসারভূত মাদনাখ্যমহাভাবস্বরূপিণীই শ্রীরাধা, ইনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। এই শ্রীরাধাই হইলেন—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তরূপ, স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার বর্ণ আছে—এই বর্ণ পীত বা নবগোরচনাগৌর। হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধাই এই কলির অবতারের পীতকান্তির হেতু। কিন্তু শ্রীরাধা কিরূপে নবনীরদবর্ণ নন্দনন্দনকে পীত কান্তি দান করেন? দেহের বাহিরে যে রূপটী থাকে, তাহার ছটাই কান্তি। কলির অবতারের কান্তি যখন পীত, তখন বুঝিতে হইবে—তাঁহার বাহিরের বর্ণটীও পীত, অবিমিশ্র নিবিড় পীত এবং এই পীতবর্ণদ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ সম্যক্‌রূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার কেবল পীতবর্ণ রূপচ্ছটাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নিবিড় নিশ্ছিদ্রভাবে আচ্ছাদিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পীত-অঙ্গদ্বারাই যেন আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবৃন্দাদেবীর "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য," ইত্যাদি (উ, নী, ম, স্থা, ১১০) উক্তির প্রমাণে পাওয়া যায়, প্রেমপরিপাক শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তকে গলাইয়া এক করিয়া দিয়াছিল; সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকেও গলাইয়া যেন তাঁহার প্রতি-অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গিত করাইয়া পীতবর্ণ করিয়া দিয়াছে, শ্যামসুন্দরকে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর করিয়া দিয়াছে। এই কলির এই অবতার তাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলিত বিগ্রহ। শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে ।১।৪।৭৫।", সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কাজই নাই। এইরূপে, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গনদ্বারাও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবা—শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণই করা হইয়াছে। কি সেই বাসনাপূরণ? শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের রূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ ৩।২।১২॥" "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।২।২১।৮৬॥", কিন্তু আস্বাদনের উপায় নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেম। সেই প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি—পূর্ণতম উচ্ছ্বাসও সম্ভব হয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবাব্যপদেশে। তাই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণরূপ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা স্বীয় ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত করিয়া সেই ভাবের সর্ব্বাতিশায়ী উল্লাসকে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকেই স্বীয় সমস্ত অঙ্গদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের নিত্য যুগলিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দ্বাপর-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বাসনার অভ্যুদয়; তাই, বিলম্ব না করিয়া, অতৃপ্ত বাসনার জ্বালা হইতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণকে সত্বরই অব্যাহতি দেওয়ার নিমিত্ত, অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীরাধা এই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যযুগলিত বিগ্রহ প্রকটিত করাইয়াছেন। এজন্যই বলা হয়, যে দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীশ্রীগৌরের আবির্ভাব।

বর্ত্তমান কলিতে নবদ্বীপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই এই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকোক্ত কলির উপাস্য অবতার। কৃপা করিয়া শ্রীলরায়রামানন্দের নিকটে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন; রায়রামানন্দকে তিনি তাঁহার এই যুগলিত রূপ—"রসরাজ মহাভাব দুই-এ একরূপ" দেখাইয়াছেন এবং দেখাইয়া পরে বলিয়াছেন "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।২।৮।২৩৮-৩৯॥" কৃপা করিয়া তিনি স্বীয় অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপও কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়াছেন; তাই "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।" বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্ববর্ত্তী "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ" ইত্যাদি ১।৩।৮ শ্লোকে যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে বিদ্যমান। "অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥১।৩।১৫॥" উপপুরাণের এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেব! কোনও এক কলিতে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।" এই উক্তি অনুসারে, "আসন্ বর্ণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকসূচিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান কলিতেও পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসলীলা প্রকটন পূর্ব্বক কলিহত জীবগণকে নাম-প্রেম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ—হস্ত-পদাদিকে অঙ্গ বলে। অঙ্গুলি-আদি উপাঙ্গ। ভূষণাদি যেমন অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরম মনোহর উপাঙ্গাদিও তদ্রূপ তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে; তাই তাঁহার উপাঙ্গাদি তাঁহার ভূষণ-স্বরূপই ছিল। (ক্রমসন্দর্ভ)। **অস্ত্র**—চক্রাদি। **পার্ষদ**—পরিকর। চক্রাদি অস্ত্র দ্বারা শ্রীভগবান্ সাধারণতঃ অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন; তাঁহার পার্ষদবর্গও অসুর-সংহারাদির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির এমনই অদ্ভুত প্রভাব ছিল যে, তাহাদের মনোহারিত্ব দর্শন করিয়াই অসুরগণের অসুরত্ব চিরকালের জন্য পলায়ন করিত; এবং প্রভুর দর্শনে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণে অসুরগণের চিত্তে ভগবৎপ্রেমের আবির্ভাব হইত। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার।" এইভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারাই অস্ত্র ও পার্ষদাদির কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায়—অসুরের অসুর-স্বভাব বিনষ্ট হওয়ায়—অঙ্গোপাঙ্গকেই অস্ত্র ও পার্ষদ বলা হইয়াছে। অঙ্গ এবং উপাঙ্গই অস্ত্র ও পার্ষদ যাঁহার, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ।

অথবা, ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদা নির্জ্জনে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গব্যতীত তখন আর কেহই তাঁহার পার্শ্বে থাকিত না; এই অঙ্গ ও উপাঙ্গ পার্ষদের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে তাঁহার পার্ষদ বলা হইয়াছে।

অথবা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি পরিকর-বর্গকেই এস্থলে পার্ষদ-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে কলির অবতারের পরিচয় দিয়া লোক সকল কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনাদি করে, তাহাও বলা হইয়াছে। **যজ্ঞ**—পূজার উপকরণ। **সঙ্কীর্ত্তন**—বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনকে সংকীর্ত্তন বলে (৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ**—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ; পূজার যত রকম উপকরণ আছে, তন্মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ; সঙ্কীর্ত্তনেই প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রীত হয়েন, এজন্য সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান

শুন ভাই! এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৪১
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৪২
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপকরণেই তাঁহার অর্চ্চনার প্রয়োজনীয়তা বলা হইল। স্থূলার্থ এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূজার অন্যান্য উপকরণ থাকিতে পারে, কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও উপকরণ হয়ত বিশেষ কারণে বাদও পড়িতে পারে; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন যেন কোনও সময়েই বাদ না পড়ে। **সুমেধা**—সু (উত্তম) মেধা (বুদ্ধি) যাঁহাদের, তাঁহারা সুমেধা; সুবুদ্ধি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজনে বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারা যায়—যাহা অপেক্ষা উচ্চতর কাম্য বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। তাই, যাঁহারা মহাপ্রভুর প্রীতিমূলক পূজোপকরণ (সঙ্কীর্ত্তন) দ্বারা তাঁহার ভজন করেন, করভাজন-ঋষি তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে সুমেধা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজন করেন না, ভজন করিলেও যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণে তাঁহার অর্চ্চনা করেন না, তাঁহারা সুমেধা নহেন, বরং কুমেধা। "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সে-ই ধন্য ॥ সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার ॥ ১।৩।৬২-৬৩ ॥"

বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা যে স্পষ্টাক্ষরেই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

৪১। "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

শুন ভাই—প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-স্ফূর্ত্তিতে চিত্ত প্রেমাপ্লুত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রোতাদিগকে প্রীতিপূর্ণ "ভাই" শব্দে সম্বোধন করিতেছেন। **এই সব**—কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে। **চৈতন্য-মহিমা**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মাহাত্ম্য। **এই শ্লোকে**—"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে। **মহিমার সীমা**—মহিমার অবধি বা পরাকাষ্ঠা। শিব-বিরিঞ্চির পক্ষেও সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম জনসাধারণের মধ্যে নির্ব্বিচারে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাতেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার বা করুণার পরাকাষ্ঠা

৪২। শ্লোকস্থ "কৃষ্ণবর্ণং" শব্দের অর্থ করিতেছেন, তিন পয়ারে।

বর্ণ—অক্ষর। **'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ**—কৃষ্ণ-শব্দের 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর। **সদা যাঁর মুখে**—সর্ব্বদা যাঁহার মুখে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন-উপলক্ষে যিনি সর্ব্বদা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" উচ্চারণ করেন। এই পয়ারার্দ্ধে "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেন—কৃষ্ণ-শব্দের "কৃ" ও "ষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় সর্ব্বদা যাঁহার মুখে বিরাজিত, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। অন্য রকম অর্থ করিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। **কৃষ্ণকে তেঁহো** ইত্যাদি—যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে বর্ণন) (নামরূপাদির মাহাত্ম্য খ্যাপন) করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। **নিজ সুখে**—মনের আনন্দে; অত্যন্ত প্রীতির সহিত। নীরস উপদেশের মতই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপাদির **মহিমা** খ্যাপন করেন, তাহা নহে; বস্তুতঃ ঐরূপ মহিমাখ্যাপনে তিনি নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; সুতরাং যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ হয়েন।

৪৩। কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের দুইটী অর্থ, তাহা পূর্ব্বপয়ারে দেখান হইয়াছে। এই দুইটী অর্থই প্রামাণ্য। এই দুইটী অর্থ হইতেই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির মহিমা-কথা ব্যতীত অন্য কথার স্ফুরণ হয় না। সুতরাং তাঁহাকে যে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। **আন**—অন্য কথা।

কেহো তাঁরে বোলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৪৪
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে—পীত-বরণ ॥ ৪৫

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়াং (২।১) নির্ণীতমস্তি—
কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাবিষয়ান্ করোতু। চৈতন্যাকৃতিশ্চিন্মূর্ত্তিঃ। আকৃতিস্তু স্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপীতি মেদিনীকরঃ। পক্ষে চৈতন্যনাম্নী আকৃতির্যস্য সঃ শচীপুত্র ইত্যর্থঃ, দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ পাষণ্ডিবিজিগীষুশ্চ। স ক ইত্যপেক্ষ্যাহ। বিদ্বাংসঃ কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিবাক্যার্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ। যং কলৌ চতুর্থযুগে। উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈর্মখবিধিভির্ভক্তিসত্রৈঃ স্ফুটং সাক্ষাৎ যজন্তে অর্চ্চয়ন্তি। যং কীদৃশমিত্যাহ। কৃষ্ণাঙ্গমিন্দ্রনীলমণিশ্যামলাবয়বমেব দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং পীতং কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ। যদ্যপি ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ, শুক্লকপিলাদিত্বমপ্যায়াতি, তথাপ্যাসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি শ্রীদশমে গর্গোক্তৌ পারিশেষ্যেণ পীতকান্তের্লাভাদুক্তং সুষ্ঠু। যং ভীষ্মাদয়ো বিদ্বাংসোঽখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সর্ব্বপরিব্রাজামুপাস্যং পূজ্যঞ্চ প্রাহুঃ। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। ইতি যতিরাজং বদন্তীত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণঃ ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৪। কেহ হয়তো পূর্ব্বোক্ত অর্থে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত নহে, কৃষ্ণ বর্ণ যাঁহার (অর্থাৎ যাঁহার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ) তিনি কৃষ্ণবর্ণ—এইরূপ অর্থই সঙ্গত। এই আপত্তি খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। ইঁহার কান্তি কৃষ্ণ হইতে পারে না; কারণ "ত্বিষা অকৃষ্ণং" বাক্যেই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে—ইঁহার কান্তি অকৃষ্ণ, কৃষ্ণ নহে।

তাঁরে—"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লিখিত কলির অবতারকে। **কৃষ্ণ বরণ**—কৃষ্ণ বরণ (বর্ণ বা কান্তি) যাঁহার; যাঁহার অঙ্গকান্তি কৃষ্ণ, তিনিই "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন। **আর বিশেষণে**—অন্য বিশেষণ-শব্দে; শ্লোকস্থ "অকৃষ্ণ" শব্দে। **তার করে নিবারণ**—"যাঁহার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ," এই অর্থের বাধা দেয়; এইরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহাই প্রমাণিত করে; কারণ, একই বাক্যে একই ব্যক্তির কান্তিকে কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ বলা সম্ভব নহে; এই দুইটী তখন বিরুদ্ধ-অর্থ-বাচক শব্দ হইয়া পড়ে।

৪৫। এই পয়ারে "ত্বিষাকৃষ্ণং" অংশের অর্থ করিতেছেন। তাঁহার দেহের কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত।

দেহকান্ত্যে—দেহের কান্তিতে। **অকৃষ্ণ-বরণ**—কৃষ্ণবর্ণ নহেন যিনি; যাঁহার দেহের কান্তি কৃষ্ণ নহে। **অকৃষ্ণ বরণে** ইত্যাদি—এস্থলে "অকৃষ্ণবর্ণ" শব্দে পীতবর্ণই সূচিত হইতেছে। কারণ, আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৮।১৩) শ্লোকে যাঁহাকে কলির অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকেও তাঁহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে বলা হইয়াছে,—তিনি পীত; আর "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকে বলা হইয়াছে,—তিনি অকৃষ্ণ; সুতরাং অকৃষ্ণ-শব্দে "পীত"ই বুঝাইতেছে। **পীত-বরণ**—তপ্ত সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণও যে তপ্তহেমকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে "অকৃষ্ণ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "অকৃষ্ণ" শব্দে যে "পীত" বর্ণই বুঝায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিরচিত "কলৌ যং বিদ্বাংসঃ" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে) স্ফুটং (ব্যক্ত) দ্যুতিভরাৎ (কান্তির আধিক্যবশতঃ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌর, পীতবর্ণ) যং (যেই) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতগণ) উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ (উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রধান) মখবিধিভিঃ (যজ্ঞ-বিধানদ্বারা) অভিযজন্তে (অর্চ্চনা করেন); চ (পুনঃ) যং (যাঁহাকে) অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি | যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের) উপাস্যং (পূজ্য) প্রাহুঃ (পণ্ডিতগণ বলেন) ; সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (চৈতন্যাকার) দেবঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ দেব) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অত্যধিকরূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন) ।

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, (বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) কলিযুগে অবতীর্ণ এবং কান্তির আধিক্যপ্রযুক্ত গৌরবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞে অর্চ্চনা করেন ; এবং সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য বলিয়া যাঁহাকে তাঁহারা বর্ণন করেন ; সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন । ১১ ।

কলৌ—কলিতে ; বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগে। **স্ফুটং**—ব্যক্ত, অবতীর্ণ। **দ্যুতিভরাৎ**—দ্যুতির আধিক্যবশতঃ ; শ্রীরাধার গৌর-জ্যোতির আধিক্যবশতঃ। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কৃষ্ণবর্ণ ; তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ একটী স্বাভাবিক জ্যোতিঃও আছে ; কিন্তু শ্রীরাধার যে গৌর-দ্যুতি তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিজের শ্যাম-দ্যুতি অপেক্ষা তাহা এতই অধিক যে, তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-দ্যুতি সম্যক্‌রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শ্যামদ্যুতি আর দৃষ্ট হয় না। **অকৃষ্ণাঙ্গং**—অকৃষ্ণ অঙ্গ যাঁহার ; যাঁহার অঙ্গ বা অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (গৌর, পীত) ; শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-দ্যুতি অপেক্ষা শ্রীরাধার গৌর-দ্যুতির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কান্তি গৌর হইয়া পড়িয়াছে (কলিযুগে)। **উৎকীর্ত্তনময়**—উচ্চকীর্ত্তনই প্রচুররূপে বা প্রধানরূপে দেখা যায় যাহাতে ; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান। প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। **মখবিধি**—যজ্ঞের বিধান ; ভক্তিযজ্ঞ। **অভিযজন্তে**—অভি (সম্যক্‌রূপে) যজন্তে (অর্চ্চনা করে)। সঙ্কীর্ত্তনেই শ্রীগৌরাঙ্গ অত্যধিক প্রীতিলাভ করেন বলিয়া, সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণেই তাঁহার সম্যক্ অর্চ্চনা হয় ; ইহাই অভি-উপসর্গের তাৎপর্য্য। **অখিল**—সমস্ত। **চতুর্থাশ্রম**—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম ; চতুর্থাশ্রম বলিতে সন্ন্যাসাশ্রমকে বুঝায় ; এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ ; সন্ন্যাস-আশ্রমের মহাত্মাগণ অপর আশ্রম-ত্রয়স্থ ব্যক্তিগণেরও পূজনীয়। **চতুর্থাশ্রমজুষাং**—যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের ; সন্ন্যাসীদিগের। **উপাস্য**—পূজনীয়, সেব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য ; সুতরাং চারি আশ্রমের সকল ব্যক্তিরই উপাস্য ; তিনি সর্ব্বারাধ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসি-শিরোমণি হইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহাকে সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য বলা যায়। **চৈতন্যাকৃতি**—চৈতন্যই আকৃতি যাঁহার ; চিন্মূর্ত্তি ; যাঁহার আকৃতিতে চিৎ ব্যতীত অচিৎ বা প্রাকৃত কিছুই নাই ; সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্ত্তি। অথবা চৈতন্যনাম্নী আকৃতি যাঁহার ; যাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য ; শচীনন্দন। **দেব**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারেই যে তাঁহার অর্চ্চনার বিধি—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

কলি-অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে "কৃষ্ণবর্ণ" নহেন—তিনি যে পীতবর্ণ, শ্লোকস্থ "দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং" শব্দে তাহা প্রমাণিত হইল ; সুতরাং ৪৪শ পয়ারোক্ত "কেহ তাঁরে কহে যদি কৃষ্ণবরণ"—কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না।

৪৬। বিশেষতঃ কলি-অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দেহ-কান্তি যে গলিত-স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ তাহা—যাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বর্ণ যে কৃষ্ণ, ইহা কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে। তিনি পীতবর্ণ।

প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎ ; যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অনুসারে। **তাঁহার**—"কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকোক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর। **তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি**—গলিত সোনার কান্তি। **যাহার ছটায়**—যে তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতির কিরণে। **নাশে**—নাশ পায়, বিনষ্ট হয়। **অজ্ঞান-তমঃ**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার। **ততি**—সমূহ, রাশি। **অজ্ঞানতমস্ততি**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-রাশি। শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তির প্রভাবেই

জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥৪৭

ভক্তির বিরোধী—কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম—সেই মহাতম ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বহির্ম্মুখ জীবের সমস্ত অজ্ঞান-রাশি দূরীভূত হইত, অসুরের অসুরত্ব বিনষ্ট হইত; সুতরাং তাঁহার অঙ্গকান্তিই অসুর-নাশক অস্ত্রের কাজ করিত।

এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ৬১ পয়ার পর্য্যন্ত "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

৪৭। **জীবের**—কলিহত জীবের। **কল্মষ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। **কল্মষ-তমঃ**—ভক্তিবিরোধী কর্ম্মকে অন্ধকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ধকারের মধ্যে যেমন কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মে রত থাকিলেও ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় না। **অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম**—অঙ্গ ও উপাঙ্গ নামক। অথবা—অঙ্গ, উপাঙ্গ ও হরি-কৃষ্ণ-ইত্যাদি নাম।

কলিহত জীব সাধারণতঃ ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মেই আসক্ত; তাহাদের এই আসক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরম-করুণ শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও নাম রূপ অস্ত্র লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি চক্রাদি অস্ত্র এবার প্রকট করেন নাই। যাহাদের প্রতি তিনি একবার প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, কিম্বা তাঁহার মুখে একবার হরি-নাম শুনিয়াছে, তাহাদেরই তৎক্ষণাৎ ভক্তিবিরোধী কর্ম্মের বাসনা দূরীভূত হইয়াছে। অন্যান্য অবতারে চক্রাদি-অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া জীবের ভক্তি-বিরোধী-কর্ম্ম-বাসনা ত্যাগ করাইয়াছেন, অথবা চক্রাদির সাহায্যে অসুরদিগের সংহার করিয়াছেন; কিন্তু এই পরম-করুণ অবতারে কাহাকেও ভয়ও দেখান নাই, সংহারও করেন নাই। কেবল শ্রীঅঙ্গ এবং শ্রীনাম প্রকটিত করিয়াই শ্রীঅঙ্গের মনোহারিত্বে এবং শ্রীনামের মাধুর্য্যে বহির্ম্মুখ অসুরাদির চিত্তকে এমন ভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা ও অসুরত্বাদি ইচ্ছাপূর্ব্বক—এমন কি নিজেদের অজ্ঞাতসারেও—পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি ও উৎকণ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে অঙ্গ-উপাঙ্গাদি দ্বারা অস্ত্রের কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় অঙ্গ-উপাঙ্গকেই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

৪৮। এই পয়ারে পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কল্মষ-শব্দের-অর্থ বলিতেছেন। **ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম**—ভক্তি-উন্মেষের প্রতিকূল কর্ম্ম; যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অঙ্কুরিত ভক্তিও তিরোহিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মই ভক্তি-বিরোধী। **ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম**—ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, যাহা কিছু ভক্তির প্রতিকূল (তাহাকেই কল্মষ বলে)। স্বর্গাদি-ভোগ-প্রাপক বৈদিক অনুষ্ঠানও ধর্ম্ম নামে অভিহিত; কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-মূলক বলিয়া তাহা ভক্তি-বিরোধী। এমন কি, মুক্তির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তও ভক্তি-বিরোধী। কারণ, ভক্তির তাৎপর্য্যই হইল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির স্থান নাই, বরং আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির, স্বসুখ-সাধনের বা স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাই দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ভুক্তির ও মুক্তির স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সিন্ধু, পূ, ২।১৫॥"

তাহার কল্মষ নাম—ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম মাত্রের নামই কল্মষ।

সেই মহাতম—সেই কল্মষই গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় জীবের ভক্তি-নেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গাঢ় অন্ধকারে লোক যেমন স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না, কর্দ্দম-কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তদ্রূপ ভক্তিবিরোধী কর্ম্মরূপ কল্মষ-পরায়ণ লোকও ভক্তির পথ দেখিতে পায় না, অন্য পথে অগ্রসর হইয়া অশেষবিধ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ ৪৯

তথাহি তত্রৈব (২।৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি স্মিতেতি। যস্য স্মিতালোকঃ স্মিতপূর্ব্বকঃ কৃপাকটাক্ষঃ। জগতাং জগদ্বর্ত্তিপ্রাণিনাং শোকং হরতি। যস্য গিরান্তু প্রারম্ভঃ সম্ভাষণোপক্রমঃ জগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসংহতিং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি। যস্য পদালম্ভঃ চরণাশ্রয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং কৃষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়ত্যপিতু সর্ব্বং জনং তং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণঃ॥ ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৯। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও নামের সাহায্যে কিরূপে জীবের কল্মষ-নাশ করিতেন, তাহা বলিতেছেন, দুই পয়ারে। তিনি যখন বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মুখে হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, আর প্রেমদৃষ্টিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তখনই তাহার সমস্ত ভক্তিবিরোধী কর্ম্মের বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইত এবং তখনই সেই ব্যক্তি প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইত।

প্রেমদৃষ্টে—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে; কৃষ্ণ-প্রেমবশতঃ ঢুলু ঢুলু নয়নে। **চায়**—দৃষ্টি করেন (শ্রীগৌরাঙ্গ)। **প্রেমেতে ভাসায়**—প্রেম-সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো।১২। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) স্মিতালোকঃ (ঈষদ্ধাস্য যুক্ত কটাক্ষ) জগতাং (জগদ্বাসী প্রাণি-সমূহের) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) শোকং (শোক) হরতি (হরণ করে), তু (পুনঃ) যস্য (যাঁহার) গিরাং (বাক্য-সমূহের) প্রারম্ভঃ (উপক্রম) কুশলপটলীং (কল্যাণ-সমূহকে) পল্লবয়তি (বিস্তারিত করে), যস্য (যাঁহার) পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়) কংবা জনং (কোন্ জনকেই বা) প্রেমনিবহং (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সমূহ) হি (নিশ্চিত) ন প্রণয়তি (প্রাপ্ত করায় না), সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (চৈতন্যাকার) দেবঃ (দেব) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অত্যধিকরূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন)।

অনুবাদ। যাঁহার মন্দ-হাস্যযুক্ত কটাক্ষ সর্ব্বজগতের (জগদ্বাসী প্রাণি-সমূহের) সমস্ত শোক সর্ব্বতোভাবে হরণ করে, যাঁহার (সম্বন্ধীয়) বাক্যের উপক্রমেই (শ্রীচৈতন্য-কথার প্রারম্ভেই) কল্যাণ-সমূহের উদয় হয়, যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে কোন্ জনই বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না (অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে)—সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন। ১২।

স্মিত—মন্দ হাসি। **আলোক**—দৃষ্টি। **স্মিতালোক**—মুখে মন্দ মন্দ হাসির সহিত নয়নে যে দৃষ্টি। **গিরাং প্রারম্ভঃ**——বাক্যের আরম্ভ বা উপক্রম; শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা তো দূরে, কথার উপক্রমেই। **কুশল-পটলী**—কল্যাণ-সমূহ; সর্ব্ববিধ মঙ্গল।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার প্রতি মন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ শোক সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয়; সর্ব্বতোভাবে শোক দূরীভূত হওয়ায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে শোকের মূল যে কল্মষ, তাহাই দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাই শ্লোকস্থ পরিতঃ শব্দের ব্যঞ্জনা। (শ্লোকের এই অংশেই পূর্ব্ব-পয়ারের উক্তি সমর্থিত হইল)। শ্লোক হইতে আরও জানা গেল যে, শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির সম্যক্ কথা তো দূরে, কথার উপক্রমেই জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণের উদয় হয়; সম্যক্ কথার মহিমা আর কি বলা যাইতে পারে? আর, শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে যে কোনও ব্যক্তিই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন ॥ ৫২
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫০। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাঁহাদেরও তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ ; অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অঙ্গ ও মুখ।

এই দুই পয়ার হইতে জানা গেল যে, অঙ্গ-উপাঙ্গাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব দুই ভাবে জীবের কল্মষ-নাশ করেন; প্রথমতঃ, তিনি প্রেম-নেত্রে জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টির প্রভাবেই জীবের কল্মষ দূরীভূত হয় এবং চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাঁহাদেরও কল্মষ-ক্ষয় হয়—তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত কল্মষ-নাশের আরও একটী উপায় আছে। তাহা এই—বাহু তুলিয়া প্রভু যখন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তখন ঐ হরিনামের প্রভাবেও জীবের কল্মষ দূরীভূত হয়, চিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

৫১। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যাবতারের বিশেষত্ব বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অসুর-সংহারাদির নিমিত্ত সৈন্য থাকে, অস্ত্রাদিও থাকে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সে সমস্ত কিছুই নাই; তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্য ও অস্ত্রাদির তুল্য। এই অবতারে তিনি চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন নাই।

অন্য অবতারে—শ্রীচৈতন্যাবতার ব্যতীত অন্যান্য অবতারে। **সৈন্য-শস্ত্র**—সৈন্য ও শস্ত্র। যুদ্ধাদি-সময়ে অধ্যক্ষের নির্দ্দেশ মত যাঁহারা অস্ত্রাদি চালনা দ্বারা শত্রুবধের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে সৈন্য বলে। যেমন রাম-অবতারে বানর সৈন্য। খড়্গ, বল্লমাদি যে সমস্ত যন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় না, সর্ব্বদা হাতেই ধরা থাকে, তাহাদিগকে শস্ত্র বলে। আর যাহা হাত হইতে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, তাহাকে অস্ত্র বলে; যেমন চক্র, তীর। এই পয়ারে শস্ত্র-শব্দে উভয় প্রকারের বধ-যন্ত্রই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অমর-কোষে শস্ত্র-শব্দের এক অর্থ অস্ত্র। **চৈতন্যকৃষ্ণের**—চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের; অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরের; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের। **সৈন্য ইত্যাদি**—অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্যতুল্য; অঙ্গ ও উপাঙ্গ দ্বারাই তাঁহার সৈন্যের কার্য্য (অসুর-সংহার—অসুরত্ব-বিনাশাদি) নির্ব্বাহ হইয়াছে। এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখা যায়ঃ—"সদোপাস্য-শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ। স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥—শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্ব্বদা যাঁহার উপাসনা করেন এবং যিনি স্বীয় ভক্তগণের প্রতি স্বীয় বিশুদ্ধ ভজন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?" কিন্তু এই শ্লোকটীর মর্ম্মের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী পয়ারের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায়না। ঝামটপুরের গ্রন্থে, কি অন্য কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। এই অপ্রাসঙ্গিক শ্লোকটী কবিরাজ-গোস্বামীও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরাও ইহা উদ্ধৃত করিলাম না।

৫২। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্য ও শস্ত্র। এই উক্তির সার্থকতা কি, তাহাই এইস্থলে বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারে অস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার যে কার্য্য সাধিত হইত, এই অবতারে অঙ্গ-উপাঙ্গের অদ্ভুত প্রভাবেই তাহা সাধিত হইয়াছে; তাই অঙ্গ-উপাঙ্গকে অস্ত্র বলা হইয়াছে।

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র। **স্বকার্য্য**—অসুর-সংহারাদির কার্য্য।

৫৩। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহে, হস্ত-পদ-মুখ-আদি শরীরের অংশকেই অঙ্গ বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। এক্ষণে

'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান ॥ ৫৪

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩

অস্যার্থঃ—
জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥৫৫
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়া-কার্য্য নহে,—সব চিদানন্দময় ॥৫৬
অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গ শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সূচনারূপে গ্রন্থকার বলিতেছেন— "অঙ্গ শব্দের অন্য এক অর্থও আছে, শুন।"

৫৪। অঙ্গ-শব্দের অন্য অর্থটী যে কি, তাহা বলিতেছেন। অঙ্গ-শব্দের অন্য একটী অর্থ "অংশ"। আর অঙ্গের যে অঙ্গ, তাহার নাম উপাঙ্গ।

শাস্ত্র-পরমাণ—শাস্ত্রের প্রমাণ (বলিতেছে যে অঙ্গ শব্দের অর্থ অংশ)। **অবয়ব**—অঙ্গ (শব্দকল্পদ্রুম)। **অঙ্গের অবয়ব**—অঙ্গের অঙ্গ।

অঙ্গ-শব্দের অর্থ যে অংশ হয়, শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে "নারায়ণস্ত্বমিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়াদি আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের "নারায়ণোঽঙ্গং" বাক্যের অঙ্গ-শব্দের অর্থ অংশ।

৫৫। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ" বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া অঙ্গ-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

জলশায়ী—জলে শয়ন করিয়া আছেন যিনি। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, এই তিন পুরুষ জলশায়ী। ইহা শ্লোকস্থ "জলায়ন" শব্দের অর্থ। **অন্তর্য্যামী**—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী (কারণার্ণবশায়ী), ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী) এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মা (ক্ষীরোদশায়ী)। এই তিন পুরুষের সাধারণ নাম নারায়ণ। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ (স্বাংশ); কিন্তু মূল শ্লোকে, "নারায়ণোঽঙ্গং" বাক্যে, নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অংশ অর্থেই শ্লোকে অঙ্গ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **অঙ্গ**—অংশ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে বাস করেন, তিনি নারায়ণ; কিন্তু তিনিও তোমার অঙ্গ (অর্থাৎ অংশ); সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ; যেহেতু, তুমি সেই নারায়ণেরও মূল।" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। নারায়ণকে বিভু-শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হইল; অথচ বলা হইল যে, নারায়ণ জলে বাস করেন এবং জীবের অন্তরে বাস করেন; ইহাতে বুঝা যায়, তিনি মায়িক বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ; বিভু নহেন। কিন্তু বিভু বস্তুর অংশও বিভু। তবে কি নারায়ণ মায়িক বস্তু? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, নারায়ণ মায়িক বস্তু নহেন, তিনি চিদানন্দময়, নিত্য সত্য।

সেহো—শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ। **সত্য**—ধ্বংসাদি-শূন্য, নিত্য। **মায়াকার্য্য**—মায়ার কার্য্য, মায়িক বস্তু। **চিদানন্দময়**—শ্রীনারায়ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং মায়িক বস্তু নহেন।

৫৭। অঙ্গ-শব্দের অর্থ যে "অংশ" হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥৫৮
নিত্যানন্দগোসাঞি—সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥৫৯
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥৬০
পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দরায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" পদে কলি-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ (বা অংশ) কে কে, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দুই অঙ্গ (বা অংশ)—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ। আর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের যে অঙ্গ (বা অংশ—তাঁহাদের অনুগত ভক্তমণ্ডলী), তাহার নামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাঙ্গ ; শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দই উপাঙ্গ।

৫৮। অন্বয়—অঙ্গোপাঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদি-ভক্তগণরূপ) তীক্ষ্ণ অস্ত্র সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে বিরাজিত। সেই সমস্তই (অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদিই) পাষণ্ড-দলনব্যাপারে অস্ত্রতুল্য (কার্য্যকরী) হয়।

শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদিরূপ অঙ্গ-উপাঙ্গই পাষণ্ডদলনকার্য্যে অস্ত্রতুল্য হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের অদ্ভুত প্রভাবে পাষণ্ডগণের পাষণ্ডত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহারাও (পাষণ্ডগণও) পরম-ভাগবত হইয়া পড়েন। ইঁহাদিগকে আবার তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলা হইয়াছে ; ইহার সার্থকতা এই—শ্রীভগবানের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাক্ষাতে যেমন অসুরগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না, বরং নিহতই হইয়া থাকে ; তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদির প্রভাব হইতে কোনও পাষণ্ডই পলায়ন করিতে পারে না, তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকল পাষণ্ডই পাষণ্ডত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরম-ভাগবত হইয়া থাকে।

৫৯। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ব্রজলীলার শ্রীবলদেব স্বয়ং ; আর শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণুর অবতার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেব হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, আর মহাবিষ্ণু তাঁহার স্বাংশ। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও শ্রীচৈতন্যের অংশ।

সাক্ষাৎ হলধর—স্বয়ং বলদেব। **সাক্ষাৎ ঈশ্বর**—মহাবিষ্ণুর অবতার ; স্বয়ং মহাবিষ্ণু অদ্বৈতরূপে অবতীর্ণ।

৬০। উপাঙ্গের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি পার্ষদভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের অনুগত বলিয়া (এবং শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত অঙ্গ বলিয়া) তাঁহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। সেনাপতির আদেশ বা ইঙ্গিতে যেমন সৈন্যগণ অস্ত্রাদির সাহায্যে শত্রু নাশ করে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীবাসাদি পার্ষদভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পাপী ও পাষণ্ডদিগের পাপ ও পাষণ্ডত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে সেনাপতি এবং শ্রীবাসাদিকে সৈন্য বলা হইয়াছে ; শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহাদের অস্ত্র।

শ্রীবাসাদি—শ্রীবাস প্রভৃতি। **পারিষদ**—পার্ষদ ; পরিকর। **পারিষদ-সৈন্য**—শ্রীবাসাদিপার্ষদভক্তরূপ সৈন্য। **সেনাপতি**—সৈন্যের নিয়ন্তা। **দুই সেনাপতি**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। **বুলে**—বেড়ায়।

৬১। **পাষণ্ড**—বেদবিরুদ্ধ-আচারবান্ ; বৌদ্ধক্ষপণাদি (শব্দকল্পদ্রুম)। যে সমস্ত অজ্ঞান-মুগ্ধ জীব নারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতাকে জগদ্বন্দ্য পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করে, তাহারা পাষণ্ড। "যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন।৪২॥" **দলন**—মথন ; উৎসেধ। **বানা** করা ; পশ্চিমদেশীয় ভাষায় বানান অর্থ করা ; যেমন "ঘর বানায়া—ঘর করিয়াছি।" পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানেও করা অর্থে বানান শব্দ ব্যবহৃত হয় ; যেমন, "সাজি বানায়—সাজি তৈয়ার করে।" **পাষণ্ড-দলন-বানা**—পাষণ্ড-দলন-করা ; যিনি পাষণ্ড দলন করেন ; যিনি পাষণ্ডের পাষণ্ডত্বকে দূরীভূত করেন। ইহা "নিত্যানন্দ রায়ের" বিশেষণ। **রায়**—শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক-শব্দ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পাষণ্ড-দলন-কার্য্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ; তাঁহার কীর্ত্তনাদির

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সে-ই ধন্য॥৬২

সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অলৌকিক প্রভাবে পাষণ্ডগণ **স্বস্ব** কুমত পরিত্যাগ করিয়া—বেদবিরুদ্ধ-আচার, নাস্তিকবাদ এবং শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পরতত্ত্ব-বাদাদি ত্যাগ করিয়া—সঙ্কীর্ত্তনপরায়ণ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন।

আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। **হুঙ্কার**—প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ হুঙ্কার-ধ্বনির সহিত শ্রীহরিনামোচ্চারণ; হরিনামোচ্চারণকালে গর্জ্জন। **পাপ-পাষণ্ডী পলায়**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য যখন প্রেমের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হুঙ্কার করিতেন, তখনই পাপীর পাপ এবং পাষণ্ডের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মত দূরে পলায়ন করিত। অন্যান্য অবতারের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত পাপী-পাষণ্ডীকে হত্যা করেন নাই, কিন্তু অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাহাদের পাপাদি দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে পরম-ভাগবত করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" শব্দের অর্থ গেল।

৬২। এক্ষণে "**কৃষ্ণবর্ণং**" শ্লোকের "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন—দুই পয়ারে।

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বপ্রথমে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে বহুলোক কর্ত্তৃক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত ছিল না; শ্রীমন্ মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে ইহা প্রচলিত করেন; এজন্য তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তনের পিতাও বলা হয়। **সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে** ইত্যাদি—যিনি সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপচারে (যজ্ঞে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই জগতে ধন্য। উপাস্যের প্রীতি-সম্পাদনই ভজন; শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অত্যন্ত প্রীতি; সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার ভজন করিলেই তিনি সমধিক প্রীতি লাভ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের পিতা, সঙ্কীর্ত্তন তাঁহার পুত্রস্থানীয়; সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এবং করুণা আছে বলিয়া যে কেহ সন্তানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাঁহার প্রতিই যেমন পিতা প্রসন্ন হয়েন; তদ্রূপ যে কেহ সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, প্রীতির সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েন; তাতেই সঙ্কীর্ত্তনকারী কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়েন।

এস্থলে "**কৃষ্ণবর্ণং**" শ্লোকস্থ "**যজ্ঞৈঃ** সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ" বাক্যের অনুবাদেই কবিরাজ-গোস্বামী "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শব্দের অর্থ "সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণ।" এই পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

৬৩। এই পয়ারে সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। যিনি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই সুবুদ্ধি; এতদ্ব্যতীত সংসারের আর সমস্ত জীবই কুবুদ্ধি; কারণ, যত রকম যজ্ঞ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

সেই—যিনি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই; অপর কেহ নহেন। **সুমেধা**—সুবুদ্ধি। **আর**—অন্য; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন যিনি করেন, তিনি ব্যতীত অন্য। **সংসার**—সংসারবাসী জীব। **কুবুদ্ধি**—হীনবুদ্ধি; মন্দবুদ্ধি। **সর্ব্বযজ্ঞ**—যত রকম যজ্ঞ (বা সেবার উপকরণ) আছে, সেই সমস্ত। **কৃষ্ণনাম যজ্ঞ**—শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনরূপ সেবোপকরণ। **সার**—শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার যত রকম উপকরণ আছে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং যিনি এই নামকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহার বুদ্ধিই প্রশংসনীয়া; আর অন্য সমস্ত জীব—যাহারা নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভজন করেনা, তাহারা—মন্দবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ; কারণ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।

"কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সুমেধসঃ" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইল এই পয়ারে।

কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনামসম। যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৪। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের আরও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। কোটি-কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণের ফলের সমান হয় না; যে বলে, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, একবার কৃষ্ণ-নামোচ্চারণের ফলের সমান, সে ব্যক্তি পাষণ্ড; এইরূপ বাক্যদ্বারা নামের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করার অপরাধে যমরাজ তাহাকে নরকে ফেলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করান।

অশ্বমেধ—একপ্রকার যজ্ঞ। ইহাতে, প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটী অশ্বকে পবিত্র জলাদিদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া তাহার কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার রক্ষার নিমিত্ত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়োজিত করা হয়। একবৎসর পর্য্যন্ত অশ্বটী যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে। একবৎসর পরে অশ্বটীকে গৃহে আনা হয়। ঐ একবৎসর মধ্যে যদি অন্য কেহ অশ্বটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে যুদ্ধদ্বারা তাহাকে পরাজিত করিয়া অশ্বের উদ্ধার করা হয়। যাহাহউক, বৎসরান্তে অশ্বটী গৃহে আনীত হইলে তাহাকে যথাবিধি বধ করিয়া তাহার শরীর দ্বারা হোম করা হয়। ইহাই অশ্বমেধ যজ্ঞ।

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে এইরূপ জানা যায়। অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন, যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। "এবং প্রকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম যজ্ঞঃ সম্পূর্ণতাং গতঃ। করোতি সর্ব্বপাপানাং নাশনং রিপুনাশন ॥ ৪।১৯১॥" অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি-ভ্রংশজনিত ত্রুটী, তন্ত্রোক্ত বিধানের ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটী, দেশকাল পাত্রাদির ত্রুটী, বস্তু ও দক্ষিণাদি বিষয়ক ত্রুটী—ইত্যাদি বহু ত্রুটীবিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা। এসমস্ত ত্রুটীর প্রতিবিধান না করিলে কোনও কর্ম্মই ফলপ্রসূ হয় না। তাই এই সমস্ত ত্রুটীর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৈদিক অনুষ্ঠানের পরেই "অচ্ছিদ্র-মন্ত্র" পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। এই অচ্ছিদ্র-মন্ত্রও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই—অন্য কিছু নহে। "মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব॥ শ্রীভা, ৮।২৩।১৬॥" ইহাতে বুঝা যায়, নামসঙ্কীর্ত্তনের সাহচর্য্য ব্যতীত অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি ফল দানের উপযোগী ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার, সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতাও শ্রীকৃষ্ণই, কর্ম্ম নিজে কোনও ফলদানে সমর্থ নহে। "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩৮॥ স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ। বৃহদারণ্যক। ৬।৪।২৪॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥ গী, ৯।২॥" ফলদানাদির শক্তি ভগবানই তাঁহার নামের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন; আবার নাম ও নামীর মধ্যে কোনও রূপ ভেদ নাই বলিয়া, নামী ভগবানের যে সমস্ত শক্তি আছে, নামেরও সে সমস্ত শক্তি আছে—যাহা কোনও যজ্ঞাদির থাকিতে পারে না। সুতরাং নামেরই সমস্ত কর্ম্মের ফলদানের পক্ষে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে যথেষ্ট শক্তি আছে। দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥ রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥—দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুগণে, রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে পাপহরণকারিণী যে সমস্ত শক্তি আছে, শ্রীহরি সেই সমস্ত শক্তিই স্বীয় নামসমূহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। হ, ভ, বি, ১১।১৯৬ ধৃত স্কান্দবচন।" এ সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলও শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের ফলের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। "গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥—সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে কোটী গোদান, প্রয়াগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান—এসমস্তের কিছুই গোবিন্দ-নামকীর্ত্তনের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। হ, ভ, বি, ১১।১৮৬॥" উপরে উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণের শ্লোকাদিতে দান, ব্রত, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পাপনাশক শক্তির কথাই জানা গেল, সুতরাং এসমস্ত অনুষ্ঠান হইল প্রায়শ্চিত্তস্থানীয়। কিন্তু এসমস্ত কর্ম্মকাণ্ড বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও লোককে আবার ঐ-রূপ পাপে

ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥৬৫

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে (১।২)—
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অঙ্গঃ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতঃ আদি-শব্দেন শ্রীবাসাদয়ঃ দর্শিতোঽঙ্গাদীনাং সাঙ্গোপাঙ্গানাং বৈভব ঐশ্বর্য্যং যেন, যদ্বা দর্শিতোঽঙ্গাদিভ্যোবৈভবঃ যেন। স্ম্যঃ ইতি পাঠে বিজ্ঞা জনাঃ কৃষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ। চক্রবর্ত্তী ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এসমস্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের যে মূলোৎপাটন হয় না, তাহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু শ্রীহরিনামের কথা তো দূরে, নামের আভাসেও সমস্ত পাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইতে পারে, অজামিলই তাহার প্রমাণ। নামের কিন্তু ইহাই কেবলমাত্র ফল নহে। একবার মাত্র কৃষ্ণনামোচ্চারণের ফলে কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাহা কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারাও সম্ভব নয়। "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের প্রকাশ। স্বেদকম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রু ধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২-২৪॥"

দণ্ডে তারে যম—যমরাজ তাহাকে দণ্ড দেন। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলের সঙ্গে কৃষ্ণনামের ফলের তুলনা করিলে নামের ফলকে অত্যধিক রূপে খর্ব্ব করা হয় বলিয়া ইহা একটী নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত। "ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ, ভ,বি, ১১।২৮৫ ধৃত পাদ্মবচন।" এই অপরাধ যমদণ্ডার্হ।

৬৫। পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহে কবিরাজ-গোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, ভাগবত-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ঠিক তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। একথাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

ভাগবত-সন্দর্ভ—তত্ত্ব-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ—এই এই ছয়খানি গ্রন্থের সাধারণ নাম ভাগবত-সন্দর্ভ, অপর নাম ষট্সন্দর্ভ। এই ষট্সন্দর্ভই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক গ্রন্থ; ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিত। **এই শ্লোক**—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোক। **ব্যাখ্যান**—শ্রীজীবগোস্বামী ষট্সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং শ্লোকেরই মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে) অন্তঃকৃষ্ণং (অন্তঃকৃষ্ণ) বহির্গৌরং (বহির্গৌর) দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং (অঙ্গাদিদ্বারা স্বীয় বৈভব-প্রকাশক) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) [বয়ং] (আমরা) সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ (সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা) আশ্রিতাঃ স্মঃ (আশ্রয় করিয়াছি)।

অনুবাদ। যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাসাদি-রূপ) অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজাসম্ভার দ্বারা (অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।১৪।

শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **অন্তঃকৃষ্ণং**—অন্তঃ (ভিতরে) কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) যিনি; ইহা "কৃষ্ণবর্ণং" শব্দের-অর্থ। **বহির্গৌরং**—বহিঃ (বাহিরে) যিনি গৌর (শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গৌরবর্ণ); যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ; ইহা

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস-প্রতি করিয়াছেন কথন ॥৬৬

তথাহি উপপুরাণে—
অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ১৫

ভাগবত ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ত্বিষাকৃষ্ণং" শব্দের অর্থ। **দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং**—অঙ্গ-শব্দে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে বুঝায়; আদি-শব্দে শ্রীবাসাদিকে বুঝায়। বৈভব-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের স্বীয় মহিমা বুঝায়। যিনি এই অঙ্গাদিদ্বারা স্বীয় বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভব (দর্শিত হইয়াছে অঙ্গাদি দ্বারা বৈভব যাঁহার)। অথবা, প্রদর্শিত হইয়াছে অঙ্গাদির বৈভব যদ্দ্বারা—যিনি শ্রীনিত্যানন্দাদি পরিকরবর্গের পাষণ্ডদলন-প্রেম-প্রদানাদির মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা, যিনি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির (হস্ত-পদাদির) বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দর্শনেই লোকের পাপক্ষয় হইত এবং প্রেম-লাভ হইত। "শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ১৩।৫০॥" ইহাই প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৈভব; প্রভু তাহা প্রকট করিয়াছেন। "দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভব" শব্দে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। **সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ**—সঙ্কীর্ত্তন আদি (প্রধান) যাহাদের (যে সমস্ত পূজোপকরণের), সেই সমস্ত দ্বারা; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচার দ্বারা। ইহা "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ" অংশের অর্থ।

৬৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পুরাণাগমাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া এক্ষণে উপপুরাণের প্রমাণ দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন। এই পয়ারে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই যে কোনও কোনও কলিযুগে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত জীবদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছেন; উপপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপপুরাণ—ব্রাহ্ম-পুরাণাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত দেবীপুরাণাদি যে সমস্ত পুরাণ আছে, তাহাদিগকে উপপুরাণ বলে। **ব্যাসপ্রতি**—শ্রীব্যাস-দেবের প্রতি। **কহিয়াছেন**—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপে পরবর্ত্তী "অহমেব" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। হে ব্রহ্মন্ (হে ব্যাসদেব!) ক্বচিৎ কলৌ (কোনও কলিযুগে) অহং এব (স্বয়ং আমিই) সন্ন্যাসাশ্রমং (সন্ন্যাসাশ্রমকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) পাপহতান্ (পাপহত) নরান্ (মনুষ্যদিগকে) হরিভক্তিং (হরিভক্তি) গ্রাহয়ামি (গ্রহণ করাই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন "হে বেদব্যাস! কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।" ১৫।

"অহমেব" শব্দের "এব" দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কোনও এক কলিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জীবকে হরিভক্তি দান করেন; তাঁহার অন্য কোনও স্বরূপ যে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপ্রদান করেন, তাহা নহে। **ক্বচিৎ কলৌ**—কোনও এক কলিতে; সকল কলিতে নহে। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে।

বর্ত্তমান কলির পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছেন; এবং এই কলিতে যিনি (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য) অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিহত জীবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছেন; সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই উপপুরাণের বচনে প্রমাণিত হইল।

৬৭। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ দিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন। এই পয়ারের মর্ম্ম:—স্বয়ং ভগবান্

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রের বচনই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

ভাগবত—শ্রীমদ্‌ভাগবত। **ভারত**—মহাভারত। **পুরাণ**—উপপুরাণ। **চৈতন্যকৃষ্ণ-অবতারে**—শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-রূপে) অবতার সম্বন্ধে। **প্রকট প্রমাণ**—স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের প্রমাণ। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্" ইত্যাদি শ্লোক উপপুরাণের প্রমাণ। আগম-শাস্ত্রের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" শ্লোক হইতে জানা যায় যে, আগম (তন্ত্র)-শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পূজার বিধান উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতার আগম-শাস্ত্রেরও অনুমোদিত।

৬৮। প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন, শাস্ত্রপ্রমাণ-অনুসারে তাহা বরং স্বীকার করা যায় ; কিন্তু নবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে শাস্ত্রকথিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহা কিরূপে বুঝা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যে শাস্ত্রকথিত কলি-অবতার, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, শাস্ত্রে কলি-অবতারের যে সমস্ত প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যেরও তাদৃশ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, নদীয়া-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বন্যপশু-পক্ষীকে পর্য্যন্ত প্রেমদানরূপ যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীঅঙ্গে যে সমস্ত প্রেম-বিকারাদি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে তো দূরের কথা, অপর কোনও ভগবৎস্বরূপের পক্ষেও সম্ভব নহে ; বাস্তবিক, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই এ সমস্ত প্রেমবিকার সম্ভব নহে।

প্রত্যক্ষ দেখহ—স্বচক্ষে দেখ ; ভক্তগণ-স্বচক্ষেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রভাবাদি দর্শন করিয়াছেন। **প্রকট প্রভাব**—যে সমস্ত প্রভাব লোক-নয়নের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়াছে। **অলৌকিক কর্ম্ম**—যে সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত, কোনও মানুষই করিতে পারেনা। **অনুভাব**—কৃষ্ণপ্রেম-বিকার ; অশ্রু-কম্প-বৈবর্ণ্যাদি।

অলৌকিক অনুভাব—যে সমস্ত প্রেম-বিকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

শাস্ত্রকথিত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকট অবতারের ভগবত্তা-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে ভক্তের অনুভূতিই মুখ্য প্রমাণ। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের চিত্ত গুণাতীত নির্ম্মলত্ব লাভ করে, ভগবানের কৃপাশক্তি ধারণের যোগ্যতাও লাভ করে। এই কৃপাশক্তির প্রভাবেই ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির যথার্থ অনুভব লাভে সমর্থ হয়। অন্যের পক্ষে এইরূপ অনুভব সম্ভব নহে ; কারণ, অন্যের চিত্ত গুণাতীত নির্ম্মলত্ব ও ভগবৎ-কৃপা-শক্তি ধারণের যোগ্য নহে। যাহা হউক, ভগবদ্‌বিষয়ে ভক্তের এইরূপ অনুভবে ভ্রম-প্রমাদাদির আশঙ্কা থাকিতে পারে না ; কারণ, ভক্তিরাণীর কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে সর্ব্ববিধ দোষ দূরীভূত হইয়া যায়, ভক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। "ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ১।২।৭২॥"

৬৯। পূর্ব্বপয়ারোক্ত অনুভব অভক্তের পক্ষে যে সম্ভব নহে, পেচকের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতেছেন।

পেচক যেমন বৃক্ষ-কোটরে অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্যকিরণ দেখিতে পায় না, কোটর হইতে বাহিরে দৃষ্টি করিয়া সূর্য্যকিরণ দর্শনের সম্ভাবনা থাকিলেও পেচক যেমন কোটরের বাহিরে দৃষ্টি করে না, চক্ষু বুজিয়াই কোটরের মধ্যে

তথাহি যমুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫)—
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৬

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বেনোপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। দৈবং শুভাশুভং পরমার্থো যথার্থসিদ্ধান্তস্তৌ যে বিদন্তি তে তথা প্রখ্যাতাশ্চ তে দৈব-পরমার্থ-বিদশ্চেতি তেষামিতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসিয়া থাকে; তদ্রূপ, যাহারা অভক্ত, সংসারাসক্তি-বশতঃ সংসার-কোটরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারাও বিষয়ের অতীত শ্রীভগবদনুভব লাভ করিতে পারে না, সংসার-সুখে মুগ্ধ হইয়া ভগবদনুভব-লাভের চেষ্টাও তাহারা করে না। পেচক যেমন অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে, অভক্ত জীবগণও তদ্রূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে।

দেখিয়া না দেখে—ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অলৌকিক প্রভাবাদি অভক্তগণ দেখিয়াও দেখিতে পায় না; তাহাদের চক্ষুর সাক্ষাতে অলৌকিক প্রভাবাদি প্রকটিত হইলেও তাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে না; কারণ, তাহাদের চিত্তে ভগবদনুভবের যোগ্যতা নাই—যেমন পেচকের চক্ষুতে সূর্য্যকিরণ-দর্শনের যোগ্যতা নাই। **উলুক**—পেচক, পেঁচা।

অভক্তগণ যে ভগবদনুভব-লাভে অসমর্থ, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে "ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। [হে ভগবন্] (হে ভগবন্) পরম-প্রকৃষ্টৈঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শীল-রূপ-চরিতৈঃ (স্বভাব, রূপ ও আচরণ দ্বারা), সত্ত্বেন (শুদ্ধসত্ত্ব-সম্ভূত অলৌকিক প্রভাব দ্বারা), সাত্ত্বিকতয়া (সাত্ত্বিকতা বশতঃ) প্রবলৈঃ (প্রবল) শাস্ত্রৈঃ (শাস্ত্রসমূহ দ্বারা) চ (এবং) প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং (দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের) মতৈঃ (মতালোচনা দ্বারাও) অসুর-প্রকৃতয়ঃ (অসুরপ্রকৃতি লোক সকল) ত্বাং (তোমাকে) বোদ্ধুং (জানিতে) ন প্রভবন্তি এব (সমর্থ হয়ই না)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ ও আচরণ দ্বারা (স্বভাব-রূপাদি দর্শন করিয়া), শুদ্ধসত্ত্ব-সম্ভূত তোমার অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া, প্রবল-শাস্ত্রসমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং শুভাশুভ-বিষয়ে এবং পরমার্থ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা দ্বারাও অসুর-প্রকৃতি লোকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। ১৬।

পরম প্রকৃষ্ট—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু থাকিতে পারে না, এরূপ। **শীল**—সুস্বভাব। **চরিত**—কার্য্য, লীলা। **সত্ত্ব**—শুদ্ধসত্ত্ব; শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবানের অলৌকিক প্রভাব। **প্রবলশাস্ত্র**—যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য সকল শাস্ত্রের উপরে (সকলেই স্বীকার করেন); সকলে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করার হেতু এই যে, এই সমস্ত শাস্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদিই আলোচিত হইয়াছে। **দৈব**—শুভাশুভ। **পরমার্থ**—যথার্থ সিদ্ধান্ত। **অসুর-প্রকৃতি**—অসুরের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহাদের; অভক্ত।

প্রকট-লীলাকালে শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি, কি অলৌকিক প্রভাবাদি দর্শন করিয়াই বলুন; অথবা সকলেই যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে, এইরূপ শাস্ত্রসমূহের উক্তি দেখিয়াই বলুন; কিম্বা যাঁহারা সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত আছেন, এরূপ-বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বলুন—কোনও রূপেই যে অভক্তগণ শ্রীভগবানের কোনওরূপ অনুভব লাভ করিতে পারে না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৭০। ভগবান্‌কে জানিবার যত রকম উপায় আছে, সে সমস্ত উপায় সাক্ষাতে থাকিলেও অভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু ভগবান্ নিজেও যদি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিয়া

তথাহি তত্রৈব (১৮)—
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্বদেকশরণাস্তু ত্বাং পশ্যন্তীত্যাহ উল্লঙ্ঘিতেতি। উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধা—দেশকৃতপরিচ্ছেদ-কালকৃত-পরিচ্ছেদৌ পরিমাণং চ তেষাং—সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনাচ যেন তং, ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়া-প্রভাবেন নিগুহ্যমানমপি তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একান্তভক্তাঃ অনিশং নিরন্তরং পশ্যন্তি॥ ১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ফেলিতে পারেন। ভক্তগণের নিকটে ভগবান্ কোনও মতেই আত্মগোপন করিতে পারেন না; ভক্তির কৃপায় ভক্তের এমনই প্রভাব।

আপনা লুকাইতে—ভগবান্ নিজকে গোপন করিবার নিমিত্ত। **প্রভু**—ভগবান্। প্রভু-শব্দের ধ্বনি এই যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা কিছু করিতে সমর্থ; কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন।

এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তা-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে; তথাপি অভক্তগণ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; তাঁহার চরণে যাঁহাদের ভক্তি জন্মিয়াছে, কেবল তাঁহারাই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন। **ভক্তভাবাদি** অঙ্গীকার করিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন। ভগবদনুভবের একমাত্র হেতুই ভক্তি।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে "উল্লঙ্ঘিতত্রিসীম" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। [হে ভগবন্] (হে ভগবন্!) উল্লঙ্ঘিত-ত্রিসীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (যাহা দেশকৃত পরিচ্ছেদ, কালকৃত পরিচ্ছেদ ও পরিমাণ—এই তিনরকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছে) এবং কাহারও পক্ষেই যাহার সমান বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই) মায়াবলেন (স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে) ভবতা (তোমাকর্ত্তৃক) নিগুহ্যমানেন (নিগুহ্যমান) তব (তোমার) পরিব্রঢ়িমস্বভাবং (প্রভুত্বের স্বরূপকে) কেচিৎ (কোনও কোনও) ত্বদনন্যভাবাঃ (তোমার একান্ত ভক্ত) অনিশং (নিরন্তর) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! যাঁহা দেশ, কাল ও পরিমাণ—এই ত্রিবিধ সীমার অতীত, যাঁহার সমানও কেহ নাই, যাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; এবং স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে যাঁহাকে তুমি সর্ব্বদা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ—তোমার সেই প্রভুত্বের স্বরূপকে তোমার কোনও কোনও অনন্যভক্ত সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। ১৭।

উল্লঙ্ঘিতত্রিসীম ইত্যাদি—তিন রকমের সীমা আছে। যেমন, প্রথমতঃ দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমা; প্রত্যেক স্থানেরই চারিদিকে সীমা আছে; ঐ স্থানটী চারিদিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। শ্রীভগবানের স্বরূপ এইরূপ দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন; যেমন আমি কলিকাতায় আছি; কলিকাতার যে স্থানটীতে আমি আছি, তাহার একটা সীমা আছে; ঐ সীমাবদ্ধ স্থানে আমার সীমাবদ্ধ দেহ অবস্থিত। ভগবান্ সম্বন্ধে এরূপ কিছু বলা যায় না; তিনি যে স্থানে আছেন, তাহার কোনও সীমা নাই, তাহা অসীম, অনন্ত; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানও দৈর্ঘ্য-বিস্তারে অসীম অনন্ত। কোনও স্থানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কারণ, এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাঁহার স্বরূপের বাহিরে থাকিয়া সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কাল-দ্বারা পরিচ্ছেদজনিত সীমা। অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত একটা লোক জীবিত ছিল, কি একটা কাজ করিয়াছিল; এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। এই উক্তি দ্বারা লোকটীর কার্য্যকালের বা জীবিত

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১

তথাহি পাদ্মে—
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কালের সীমা নির্দ্ধারিত করা হইল—ইহা কালদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমা। ভগবান্ সম্বন্ধে এরূপ কোনও সীমা নাই; অনাদিকাল হইতেই ভগবান্ আছেন, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি থাকিবেন; আবার তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য বা লীলাও অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান আছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তই থাকিবে। তৃতীয়তঃ, পরিমাণ-জনিত-সীমা; দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতাদি দ্বারা জিনিসের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়; দৈর্ঘ্যেরও সীমা আছে, বিস্তারাদিরও সীমা আছে; এই সীমা পরিমাণ-জনিত; ভগবানের এরূপ কোনও সীমা নাই; তাঁহার দৈর্ঘ্যেরও সীমা নাই, বিস্তারাদিরও সীমা নাই; সর্ব্বদিকেই তিনি অসীম; তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক। শ্রীভগবান্ এই তিন রকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; প্রত্যেক বিষয়েই সমত্বের সম্ভাবনাকে এবং আধিক্যের সম্ভাবনাকেও তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ। **পরিব্রঢ়িম**—প্রভুত্ব। **পরিব্রঢ়িম-স্বভাব**—প্রভুত্ব-স্বরূপ; স্বরূপতঃই সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব বা সামর্থ্য আছে। **মায়াবল**—স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-যোগমায়ার প্রভাব। **নিগুহ্যমান**—যাহাকে গোপন করা হইতেছে। **ত্বদনন্যভাব**—ভগবানে অনন্যভক্তিযুক্ত; একান্ত ভক্ত।

ভগবান্ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সকল স্থানে সকল দিক্ ব্যাপিয়া বিরাজিত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব। তথাপি তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন এবং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে আত্ম-গোপনে সমর্থও হইতে পারেন। তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কিম্বা অন্ততঃ তাঁহার সমান শক্তিশালীও কেহ যদি থাকিত, তাহা হইলেও হয়তো আত্ম-গোপন-সময়ে তাহার নিকটে তাঁহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালীও কেহ নাই। আবার তিনি স্বরূপেই প্রভু (পরিব্রঢ়িমস্বভাব),—যাহা কিছু করিতে সমর্থ, সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া রাখিতেও সমর্থ। কিন্তু ভক্তির এমনই এক অচিন্ত্য শক্তি আছে যে, এমতাবস্থায়ও একান্ত ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারেন—তিনি আত্ম-গোপন করিয়া থাকিলেও একান্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। শ্রুতিঃ।

৭১। তিনি জানাইতে না চাহিলেও ভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারেন এবং তাঁহার অলৌকিক প্রভাবাদি দেখিয়াও অভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র হেতুই হইল ভক্তি; "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। শ্রীভা, ১১।১৪।২১।" এই ভক্তি আছে বলিয়াই তিনি লুকাইয়া থাকিলেও ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন, আর ভক্তি নাই বলিয়াই প্রভাবাদি দেখিয়াও অভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেনা।

অসুর স্বভাব—অসুরের ন্যায় স্বভাব যাহার। ভক্তিহীন; অভক্ত। **লুকাইতে নারে**—আত্মগোপন করিতে পারেন না।

কাহাদিগকে অসুর-স্বভাব লোক বলে, "দ্বৌ ভূতসর্গৌ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দৈব) আসুরশ্চ (ও আসুর) এব (এই) দ্বৌ (দুই রকম) ভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টি আছে); বিষ্ণুভক্তঃ (বিষ্ণুভক্ত) দৈবঃ (দৈব) স্মৃতঃ (কথিত) তদ্বিপর্য্যয়ঃ (তাহার বিপরীত—বিষ্ণুভক্তিহীন) আসুরঃ (আসুর)।

অনুবাদ। এই জগতে দুই রকমের সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈবসৃষ্টি; আর যাহারা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন, তাঁহারা আসুর সৃষ্টি। ১৮।

এই শ্লোকে বলা হইল যে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন বা অভক্ত, তাঁহারাই আসুর-স্বভাব লোক।

আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৭২

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭২। এক্ষণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের প্রবর্ত্তক কারণের কথা বলিতেছেন। পরবর্ত্তী ৯০ম পয়ারে বলা হইয়াছে, "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব-অবতার।" ভক্তের ইচ্ছাই অবতারের প্রবর্ত্তক। শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত কি উদ্দেশ্যে কোন্ ভক্তের ইচ্ছা হইল, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

আচার্য্য-গোসাঞি—শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য। **প্রভুর**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। ঝামটপুরের গ্রন্থে "প্রভুর" স্থলে "কৃষ্ণের" পাঠ আছে। **ভক্ত-অবতার**—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য জীবতত্ত্ব নহেন, তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব, কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একস্বরূপ। সুতরাং তিনিও এক ভগবৎস্বরূপ, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তিনি অবতার। কিন্তু ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তভাবই প্রকটিত করিয়াছেন, ভক্তের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুভূতিও তদ্রূপই ছিল। এজন্য তাঁহাকে প্রভুর ভক্ত-অবতার বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণ-অবতার-হেতু**—শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার হেতু বা কারণ। **যাঁহার হুঙ্কার**—যে শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কার।

সংসারে সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন দেখিয়া তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেন এবং গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। অর্চ্চনা-কালে প্রেমভরে তিনি হুঙ্কার করিতেন; তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের সপ্রেম হুঙ্কারই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার প্রবর্ত্তক কারণ।

৭৩। শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের প্রকার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ভগবান্ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন, তাঁহাকে অবতার বলে; ভগবান্ দুই রকমে অবতীর্ণ হয়েন, এক—মানুষের ন্যায় পিতামাতাদির যোগে, মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া; এইরূপ অবতরণকে সদ্বারক বলে; মাতা-পিতাদি হইলেন অবতারের দ্বার। আর—অদ্বারক; পিতামাতাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনিই অবতীর্ণ হয়েন। মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহাদি অদ্বারক অবতার; ইঁহারা আপনা-আপনিই আবির্ভূত হইয়াছেন, পিতামাতাদির অপেক্ষা নাই; লৌকিক জগতে তাঁহাদের পিতামাতাও ছিল না। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সদ্বারক অবতার; পিতামাতার যোগে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ যখন নরলীলা প্রকট করেন, তখন পিতামাতাদির যোগে মানুষের ন্যায় জন্মলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রকট-লীলায় ভগবানের পিতামাতা যাঁহারা হয়েন, তাঁহারাও মানুষ নহেন; তাঁহারা ভগবানেরই সন্ধিনী-শক্তি, অনাদিকাল হইতে তাঁহার পিতামাতারূপে বিরাজিত; অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব গর্ভধারণ বা জন্মদান জন্য নহে; ভগবানের জন্মাদি নাই; তাঁহাদের মাতৃত্বের বা পিতৃত্বের অভিমান মাত্র তাঁহাদের চিত্তে অনাদি-কাল হইতে বিরাজিত। তাঁহাদের নিত্য-প্রীতির স্বভাবেই তাদৃশ অভিমান নিয়ত বিরাজিত (ভক্তাভিমানবিশেষ-হেতবো গুণাস্তৎকৃতাঃ * * * * * * নিত্যপরিকরাণাং নিত্যমেব তদ্দ্বয়ম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৮৪॥)। যখন ভগবান লীলাপ্রকট করেন, তখন ঐ অনাদিসিদ্ধ পিতামাতাকেই প্রথমতঃ জগতে প্রকট করান এবং পরে তিনি তাঁহাদের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় জন্মলীলা-প্রকট করেন। প্রকট-লীলাতেও সাধারণ মানুষের ন্যায় পিতামাতার শুক্র-শোণিতে ভগবানের জন্ম হয় না; নরলীলত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতামাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন মাত্র; সাধারণ লোকে মনে করে, মাতার গর্ভেই যেন তাঁহার জন্ম হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সদ্বারক অবতার; তিনি নরলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাই পিতামাতার যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রকট নরলীলায় জন্মলীলার অভিনয় করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ মানুষের মত তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত অস্থি-মেদ-মাংসদ্বারা গঠিত নহে। "ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্ম্মেদমাংসাস্থিসম্ভবা। প, পু, পা, ।৪৬।৪২॥" ঘৃত ও করকা তরল পদার্থ হইলেও দৈবযোগে যেমন কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপই অমিতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের পদপৃষ্ঠাদি।

পিতা-মাতা-গুরু-আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম॥ ৭৪
মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই-সাথ॥ ৭৫

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য—সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার॥৭৬
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ
ভক্তিগন্ধ নাহি—যাতে যায় ভবরোগ॥৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাম্বুতয়োরেব। কৃষ্ণস্যামিততত্ত্বস্য পাদপৃষ্ঠং ন দেবতা॥ প, পু, পা, ৪৬।৪৩॥" ভগবদ্‌বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় (১।৪।৫৫ পয়ার টীকাদ্রষ্টব্য), আনন্দঘন। স্বীয় স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই অনাদিকাল হইতেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আনন্দঘন বিগ্রহরূপে বিরাজিত।

কৃষ্ণ যদি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নরলীল ; তাই তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই পিতা-মাতা-আদি গুরুবর্গকে প্রকটিত করান। **প্রথমে**—লীলাপ্রকটনের প্রারম্ভে, স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে। **গুরুবর্গেরে**—পিতা, মাতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন-সমূহের। **করেন সঞ্চার**—অবতীর্ণ করেন, প্রকট করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।১।২৪ শ্লোক হইতে জানা যায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। "বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভাবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥" শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত ; তাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে তাঁহার এবং তাঁহার উপলক্ষণে পিতা, মাতা প্রভৃতির অবতরণের কথা জানা যায়।

৭৪। **মান্যগণ**—সম্মানের পাত্র ব্যক্তিগণ। **গুরু**—প্রকট নরলীলায় দীক্ষাগুরু, পরমগুরু প্রভৃতি।

৭৫। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা-মাতা ও গুরুবর্গের নাম উল্লেখ করিতেছেন।

মাধব ঈশ্বর পুরী—মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী লৌকিক লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী তাঁহার পরমগুরু—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু। **শচী**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জননী। **জগন্নাথ**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা। সর্ব্বাগ্রে এই কয় জনকে অবতীর্ণ করাইলেন। **সেইসাথ**—সেই সঙ্গে ; মাধব-ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির সঙ্গে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও প্রকট হইলেন।

শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বাংশ অবতার, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহার গুরুবর্গ নহেন ; প্রকট লীলায় প্রভু তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাহার কারণও ছিল। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয়। এই পয়ারে গুরুবর্গের প্রাকট্যের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের প্রাকট্য উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় এইযে, শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাতেই যখন প্রভুর অবতার, তখন প্রভুর পূর্ব্বেই তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন, তাই গুরুবর্গের অবতরণের সময়েই শ্রীঅদ্বৈতও অবতীর্ণ হইলেন।

৭৬। শ্রীঅদ্বৈত অবতীর্ণ হইয়া জগতের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে। তিনি দেখিলেন—জগতের প্রায় সমস্ত লোকই বিষয়-ব্যাপারে নিরত, কেহ বা পাপকার্য্যে, কেহ বা পুণ্যকার্য্যে রত থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতেছে। কিন্তু কাহারও মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির লেশ মাত্রও নাই।

সকল সংসার—সংসারের সমস্ত লোক। **কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন**—সংসারের লোক-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি তো নাই-ই, ভক্তির গন্ধ বা আভাস মাত্রও নাই। **বিষয়-ব্যবহার**—একমাত্র বিষয়-ব্যাপারে (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনক কার্য্যে) ব্যবহার (চেষ্টা) যাহাদের ; লোকের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত, ভক্তি-বিষয়িণী চেষ্টা কাহারও মধ্যেই দৃষ্ট হয়না।

৭৭। **কেহ পাপে**—কেহ কেহ পাপকার্য্যে (চুরি, ডাকাতি, পরদারগমনাদি কার্য্যে) বিষয়-ভোগ করিতেছে। **কেহ পুণ্যে**—কেহ সৎকার্য্যে (দান-যজ্ঞাদি কার্য্যে) বিষয় ভোগ করিতেছে। **ভবরোগ**—সংসার-যাতনা। যাহাতে জীবের সংসার-যাতনা দূর হইতে পারে, সেই ভক্তির আচরণ তো দূরের কথা, ভক্তির আভাসও কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। **ভক্তিগন্ধ**—ভক্তির আভাস।

লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন—লোকের কৈছে হিত হয়? ৭৮
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥৭৯

নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥৮০
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৮। লোকের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়া গেল; কিসে জীবের মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লোকগতি—লোকের মনের গতি (অবস্থা); বিষয়োন্মুখতা ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা। ঝামটপুরের গ্রন্থে "লোকরীতি" পাঠ আছে। লোকরীতি—লোকের আচরণ। **করুণ-হৃদয়**—যাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ। **কৈছে**—কিরূপে। **হিত**—মঙ্গল; ভগবদ্ উন্মুখতা।

৭৯। শ্রীঅদ্বৈত লোকের অবস্থা দেখিয়া কি বিবেচনা করিলেন, তাহাই বলা হইতেছে চারি পয়ারে। "যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতীর্ণ হইয়া যদি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বয়ং ভক্তিধর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা হইলেই ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে পারে এবং তাহাতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; কারণ, তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকও ভক্তিধর্ম্মের আচরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে।"

আচরি—আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া।

৮০। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিবেচনা করিলেন—"নামই কলিকালের ধর্ম্ম; নামকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে অন্য ধর্ম্ম প্রশস্ত নহে; শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, তাহা হইলেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে, জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে।"

কলিকালের যুগধর্ম্ম নাম-প্রচার যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে; তথাপি শ্রীঅদ্বৈত যখন যুগাবতারের অবতরণের ইচ্ছা না করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই ইচ্ছা করিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, নামের সঙ্গে ব্রজ-প্রেম প্রচারই তাঁহার অভিপ্রেত; কারণ, ব্রজপ্রেম ব্যতীত জীব অত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করিতে পারে না। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহেন।

চিন্তা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্থির করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হইলে জীবের আর কল্যাণ নাই; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্ভব হইতে পারে?

নাম বিনু—শ্রীহরিনাম ব্যতীত। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনের প্রাধান্য-বশতঃই কেবল নামকীর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গ উপেক্ষিত হয় নাই। তবে, অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও নাম সংযোগেই তাহা কর্ত্তব্য। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধস ইতি শ্রীভা ১১.৫।২৩ শ্লোক ক্রমসন্দর্ভঃ॥" স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনও অত্যন্ত প্রশস্ত। "হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

৮১। কি উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। "শুদ্ধ-প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে এবং জীবের দুর্গতি নিবারণের নিমিত্ত দৈন্যের সহিত অবতরণের প্রার্থনা তাঁহার চরণে সর্ব্বদা নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন। আমি তাহাই করিব।"

শুদ্ধভাবে—স্বসুখবাসনাদিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমের সহিত। **নিরন্তর**—অনবরত, সর্ব্বদা। **সদৈন্যে**—দৈন্যের সহিত; সর্ব্ববিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক।

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তনসঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥৮২
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে ?।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥৮৩

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১।১১০)—
গৌতমীয়-তন্ত্র-বচনম্ ;—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮২। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিচার করিলেন—"এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করাইব। ইহা করিতে পারিলেই আমার 'অদ্বৈত' নাম সার্থক হইবে।"

করোঁ—আমি করিব। **কীর্ত্তন-সঞ্চার**—নাম-কীর্ত্তন প্রচার। **তবে সে** ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সূচিত করিতেছে। **অদ্বৈত**—অদ্বিতীয়; দ্বৈত (বা দ্বিতীয়) নাই যাঁহার। যাঁহার মতন অপর আর কেহ নাই, তিনি অদ্বৈত। শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই, একমাত্র শ্রীঅদ্বৈতেরই সেই সামর্থ্য আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাবতারণ-সামর্থ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার "অদ্বৈত" নাম সার্থক হইবে। এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি-স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করার হেতু কিছু নাই; স্পর্দ্ধার সহিত তিনি একথা বলেন নাই, তাঁর মত ভক্তের পক্ষে এইরূপ স্পর্দ্ধা সম্ভবও নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে সেই মমতাবুদ্ধির স্ফূর্ত্তিবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দাবী (মমত্বজনিত দাবী) আছে মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত একথা বলিয়াছেন। **সফল**—সার্থক।

৮৩। আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ করাইবেন, ইহাই বিচার দ্বারা স্থির করিলেন; কিন্তু কোন্ আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা যায়? একথা ভাবিতে ভাবিতে একটী শ্লোকের কথা শ্রীঅদ্বৈতের মনে পড়িল। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ বশ করিবেন—কৃষ্ণকে বশীভূত করিবেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে "কৃষ্ণ বশ" স্থলে "কৃষ্ণ সেবা" পাঠ আছে।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। বা (অথবা) তুলসীদলমাত্রেণ (কেবল একপত্র-তুলসীর সহিত) জলস্য (জলের) চুলুকেন (এক গণ্ডূষ দ্বারা) ভক্তবৎসলঃ (ভক্তবৎসল ভগবান্) স্বং আত্মানং (স্বীয় আত্মাকে—আপনাকে) ভক্তেভ্যঃ (ভক্তগণের নিকটে) বিক্রীণীতে (বিক্রয় করেন)।

অনুবাদ। অথবা একপত্র তুলসীর সহিত এক গণ্ডূষ জল দিলেই তদ্দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন। ১৯।

বা—অথবা; গৌতমীয়-তন্ত্রের পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয়। "ভক্তৎসলঃ" এবং "ভক্তেভ্যঃ" শব্দদ্বয় হইতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তিপূর্ব্বক জল-তুলসী দিলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—অন্যথা নহে। পরবর্ত্তী ৮৭শ পয়ারেও এই শ্লোকানুযায়ী শ্রীঅদ্বৈতের ভজন-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করেন অর্পণ।" ইহাতে ভক্তিপূর্ব্বক জল-তুলসী অর্পণের বিধিই পাওয়া যাইতেছে।

কেহ "তুলসীদলমাত্রেণ বা জলস্য চুলুকেন" এইরূপ অন্বয় করিয়া "একপত্র-তুলসী অথবা এক গণ্ডূষ জল" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ৮৪শ পয়ারের "তুলসী-জল" শব্দে এবং ৮৭শ পয়ারের "গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী" শব্দে বুঝা যায় "জল এবং তুলসী" অর্থাৎ তুলসীর সহিত "জল" এইরূপ অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদেও দেখা যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে গোবর্দ্ধন-শিলা-অর্চ্চনের ব্যবস্থায় বলিয়াছেন—

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥' ৮৫
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ৮৬
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"এক কুজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী। সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥৩।৬।২০॥ এস্থলে "জল অথবা তুলসী" না বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু "জল আর তুলসীই" বলিয়াছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপিত হইয়াছে; ভক্তের অল্প-সেবাও তিনি বহু বলিয়া মনে করেন। ভক্তির সহিত একপত্র তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জলমাত্র দিলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এত ঋণী মনে করেন যে, সেই ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিবার উপযোগী অন্য কোনও বস্তু না থাকায় তিনি সেই ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া ফেলেন।

৮৪। এই **শ্লোকার্থ**—"তুলসীদলমাত্রেণ" শ্লোকের অর্থ। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য উক্ত শ্লোকের যেরূপ অর্থ-বিচার করিলেন, তাহা তিন পয়ারে ("কৃষ্ণকে তুলসী জল" হইতে "করে ঋণের শোধন") বলা হইতেছে। অর্থ সরল।

তুলসী-জল—তুলসী এবং জল।

৮৫। **তার ঋণ**—যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ। ভক্তের প্রদত্ত জল-তুলসী গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন যে, তিনি ভক্তের নিকটে ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন। **জল-তুলসী সম** ইত্যাদি—ভক্তের ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন; চিন্তার কারণ এই যে, ঋণ শোধ করিবার উপযোগী ধন তাঁহার গৃহে নাই। যে প্রীতির সহিত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে জল-তুলসী দেন, সেই প্রীতির দুর্ম্মূল্যতাই এই বাক্যে সূচিত হইতেছে। ভগবান্ একমাত্র প্রীতির বশীভূত।

৮৬। **আত্মা**—দেহ। **বেচি**—বিক্রয় করিয়া। **তবে আত্মা বেচি** ইত্যাদি—ঋণ শোধের উপযোগী কোনও দ্রব্য তাঁহার না থাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহ-বিক্রয় করিয়াই তাঁহার ঋণ শোধ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে জল-তুলসী দেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও ভক্তপরবশ হইয়া থাকেন।

প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি মহাজনের ঋণ শোধ করিতে পারে না, সে নিজের দেহ দ্বারা মহাজনের কাজকর্ম্ম করিয়া ঋণ শোধের চেষ্টা করে। ভগবানের আচরণও প্রায় তদ্রূপ—তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া—ভক্তকে নিজের চরণ-সেবা দান করিয়া ভক্তের ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে ঋণ বোধ হয় পরিশোধিত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে; কারণ, উত্তরোত্তর তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণই করিতে থাকেন; সুতরাং ভক্তের নিকটে ভক্তবৎসল ভগবানের বশ্যতার অবসান কখনও হইতে পারে না; ভগবান্ বোধ হয় তাহা ইচ্ছাও করেন না; কারণ, ভক্তের বশ্যতা স্বীকারেই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে এবং প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা লালায়িত।

ঋণ-শোধের উদ্দেশ্যে মহাজনের সেবায় খাতকের দুঃখ আছে, কারণ তাহাতে প্রীতি নাই। কিন্তু প্রেম-ঋণ বশতঃ ভক্তের নিকটে ভগবানের বশ্যতায় ভগবানেরই আনন্দাতিশয্য; এইরূপ প্রেমবশ্যতাই তাঁহার অভিপ্রেত।

এত ভাবি ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্তরূপে শ্লোকার্থ বিচার করিয়া শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য "তুলসীদল-মাত্রেণ" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে তিনি আরাধনা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮৭। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীল অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল ও তুলসী-মঞ্জরী সমর্পণ করিতেন।

কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু—।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গঙ্গাজল—পবিত্র এবং সুলভ বলিয়া শ্রীআচার্য্য গঙ্গাজলই দিতেন। গঙ্গাতীরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল।

তুলসী-মঞ্জরী—তুলসীর কোমল বীজ-মুকুলকে মঞ্জরী বলে। শ্রীকৃষ্ণপূজার্থ মঞ্জরী-চয়ন-কালে কোমল মঞ্জরীর দুই পার্শ্বের দুইটী কোমল পত্রসহ চয়ন করিতে হয়। "দুই পাশে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥৩৬।২৯১॥" এই পয়ারটী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রতি গোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চন-সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণপূজায় তুলসীমঞ্জরী অত্যন্ত প্রশস্তা। অন্যত্রও তুলসীমঞ্জরীর প্রশস্ততার কথা পাওয়া যায় এবং তুলসীমঞ্জরী যে শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাহাও জানা যায়। "সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ। মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে॥ যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ। তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্॥" কোনও কোনও গ্রন্থে "তুলসীদলমাত্রেণ" ইত্যাদি শ্লোকের পরে এই শ্লোকদুইটী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঝামটপুরের গ্রন্থে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী-প্রদানের ফলবর্ণন-প্রসঙ্গে মঞ্জরীর লক্ষণাত্মক এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ সঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না; বিশেষতঃ "তুলসীদলমাত্রেণ" শ্লোকের পরবর্ত্তী পয়ারে "এই শ্লোকার্থ" ইত্যাদি বাক্যে কেবল একটী শ্লোকেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; উক্ত শ্লোকদুইটীও যদি কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পয়ারে তিনটী শ্লোকের উল্লেখ থাকিত। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা, অনবরত। **কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া। এই পয়ার হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী প্রদান কালে, শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিয়া—যেন শ্রীকৃষ্ণচরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়াই সাক্ষাদভাব চরণে তুলসী দেওয়া হইতেছে—এইরূপ মনে করিয়া তুলসী দিতে হইবে। অন্যান্য উপচার অর্পণ কালেও এরূপ চিন্তাই করিতে হইবে; বাস্তবিক এইরূপ চিন্তা না থাকিলে সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তি বুঝায় না; সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত ভজনকেই "সাসঙ্গ ভজন" বলে; আর সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনকে অনাসঙ্গ সাধন বলে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—সহস্র সহস্র অনাসঙ্গ সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। পূঃ ১।২২॥" আসঙ্গ-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধন-নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিঃ—অনাসঙ্গ-শব্দের অন্তর্গত আসঙ্গ-শব্দে সাধন-নৈপুণ্য বুঝাইতেছে; সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিই এই সাধন-নৈপুণ্য।" সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনই অনাসঙ্গ সাধন। কবিরাজ-গোস্বামীও অন্যত্র বলিয়াছেন, সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ১।৮।১৫॥"

৮৮। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া প্রেমভরে হুঙ্কার করিতেন। এই রূপেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইলেন।

কৃষ্ণের আহ্বান—"হে কৃষ্ণ! তুমি দয়া করিয়া একবার আইস; আসিয়া কলিজীবের দুরবস্থা দেখ।" ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-প্রার্থনা।

৮৯। **চৈতন্যের অবতারে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-বিষয়ে। **এই মুখ্যহেতু**—শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্যের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মুখ্য হেতু। **ধর্ম্ম সেতু**—সেতু-শব্দের অর্থ "ক্ষেত্রাদেরালিঃ—ক্ষেত্রাদির আলি (শব্দকল্পদ্রুম)।" ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি (আইল) থাকাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি-আদি রক্ষিত হয়; তাহাতে আলিই ক্ষেত্রের রক্ষক হইল। এইরূপে সেতু-অর্থ রক্ষকও হয়। ধর্ম্ম-সেতু অর্থ—ধর্ম্মরক্ষক। সেতু বা আলি যেমন বাহিরের জলাদির আক্রমণে বাধা দিয়া ক্ষেত্রের শস্যকে রক্ষা করে এবং ক্ষেত্রমধ্যস্থ জলাদি আটকাইয়া রাখিয়া ফসল-বৃদ্ধির আনুকূল্য করে; তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণাদিকে প্রবেশ করিতে না দিয়া এবং শাস্ত্রবিহিত

তথাহি। (ভাঃ ৩৯।১১)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তানাং তু ত্বং বশ এব ইত্যপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহ ত্বমিতি। ভক্তিযোগোঽত্র প্রেমা। পরিভাবিতত্বং যোগ্যতামাপাদিতত্বং শ্রুতং ভগবৎপ্রতিপাদকবেদবৈদিকশাস্ত্র-বিচারশ্রবণম্। তর্হি মদ্রূপবিশেষাবির্ভাবে কিং কারণং তত্রাহ যদ্যদিতি ধিয়া শ্রুতেনৈব লব্ধেন বুদ্ধিবিশেষেণ। তে পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রুতেক্ষিততৎপথঃ পুমাংসো যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। নমু ঈশ্বরোঽহং কথমেব তেষাং বশঃ স্যাং তত্রাহ সদনুগ্রহায়। সৎসু তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। নমু শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহূনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যাৎ তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠা স্যাৎ তত্রাহ হে উরুগায়েতি। বেদেন ত্বমুরুধৈব গীয়স ইতি। স্বস্বমত্যনুসারেণ সা স্যাদিতি ভাবঃ। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥

তদেবমভক্তানাং সংসারানিবৃত্তিমুক্ত্বা ভক্তানাং তন্নিবৃত্তিমাহ। ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি। শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য সঃ। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্ যদ্ বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি। সতাং ত্বদ্ ভক্তানামানুগ্রহায়। স্বামী ॥ ২০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আচরণাদিকে জীবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই ধর্ম্মসেতু বা ধর্ম্মরক্ষক। ধর্ম্মরক্ষক শ্রীভগবান ভক্তের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মরক্ষার্থ জগতে অবতীর্ণ হয়েন। এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি শ্লোক এবং আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কিরূপ এবং এই মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন তাহাই বা কিরূপ—মুখ্যতঃ এই তিনটী বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তাহা হইলে উক্ত বাঞ্ছাত্রয়ের পূরণের বাসনাই হইল অবতারের মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল—অদ্বৈতের ইচ্ছাই "চৈতন্যের অবতারে মুখ্য হেতু।" ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—কবিরাজগোস্বামীর বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে—"রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ॥ সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥ ১।৪।২২২—২২৫॥"—তিন সুখ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, তখনই শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেন; শ্রীকৃষ্ণও তখনই অদ্বৈতের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনার পূর্ব্বেই, অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন—উদ্দেশ্য স্বীয় বাঞ্ছাত্রয়ের পূরণ। অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার মুখ্য কারণ; সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে অদ্বৈতের ইচ্ছাকে অবতারের মুখ্য কারণ বলা যায় না। অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ সময় অবতীর্ণ হইবেন, তাহা স্থির করেন নাই; অদ্বৈতের ইচ্ছা তাহা স্থির করিয়া দিল; সুতরাং অদ্বৈতের ইচ্ছা, অবতারের সময়-নির্দ্ধারণ-বিষয়েই মুখ্যহেতু—অন্য বিষয়ে নহে, ইহা অবতারের সময়-নির্দ্ধারক বা প্রবর্ত্তক হেতু মাত্র।

শ্লো। ২০। অন্বয়। নমু নাথ (হে প্রভো!) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই) ত্বং (তুমি) পুংসাং (লোকদিগের) ভক্তিযোগ-পরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে) আস্সে (বাস কর)। উরুগায় (হে উরুগায়) [তে ভক্তাঃ] (সেই ভক্তগণ) ধিয়া (বুদ্ধিদ্বারা) যদ্ যৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(যাহা যাহা) বিভাবয়ন্তি (চিন্তা করেন), সদনুগ্রহায় (সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে) তৎ তৎ (সেই সেই) বপুঃ (দেহ) প্রণয়সে (তুমি তাঁহাদের নিকট প্রকটিত কর)।

অনুবাদ। হে নাথ! বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। হে উরুগায়! ঐ ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই সেই শরীর তুমি তাঁহাদের সমীপে প্রকটিত কর। (এই শ্লোকটী শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি।)।২০।

শ্রুতেক্ষিত-পথ—শ্রুত (বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-শ্রবণ) দ্বারা ঈক্ষিত (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায়) যাঁহার; ইহা শ্লোকস্থ "ত্বং—শ্রীভগবান্" -শব্দের বিশেষণ। বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রেই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনের কথা লিখিত আছে; বেদাদি-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন-পন্থা নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধন-পন্থার উল্লেখ আছে; সকল প্রকারের সাধন একজনের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে; যিনি যেভাবে ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তদনুকূল সাধন-পন্থাই বাছিয়া লইবেন। এই বাক্যের ব্যঞ্জনা এই যে, শাস্ত্র-বহির্ভূত কোনও মনঃকল্পিত সাধনে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। শাস্ত্র-বহির্ভূত মনঃকল্পিত সাধনকে শাস্ত্রকারগণ উৎপাৎবিশেষই বলিয়াছেন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত-ব্রহ্মযামল বচন। পূ, ২।৪৬॥" **ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ**—ভক্তিযোগ দ্বারা পরিভাবিত হইয়াছে যে হৃদয়রূপ পদ্ম। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরে সাধকের চিত্ত যখন **পরিভাবিত** হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, তখনই (তাহার পূর্ব্বে নহে) সেই হৃদয়-পদ্মে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হয়েন। হৃৎসরোজ-শব্দের ধ্বনি এই যে, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে সাধকের হৃদয় যখন সরোজের (পদ্মের) ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, (নির্ধূত-দোষ হয়—চিত্ত হইতে যখন সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয়), তখনই ভগবান্ ঐ চিত্তে আবির্ভূত হয়েন। চিত্তের ঐ অবস্থায় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইলে, তিনি আর ঐ হৃদয় ত্যাগ করেন না, সর্ব্বদাই ঐ হৃদয়ে অবস্থান করেন—ইহাই **আস্সে**—শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। **উরুগায়**—উরু-অর্থ বহু; গা-ধাতু হইতে গায়-শব্দ নিষ্পন্ন, বহু শাস্ত্রে যাঁহার মহিমাদি বহু গীত বা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি উরুগায়—ভগবান্। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহু রূপের কথাও বর্ণিত আছে, ইহাও উরুগায়-শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। **সদনুগ্রহায়**—সৎ (সাধু-ভক্ত) দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভক্তদের অভীষ্ট রূপ প্রকটিত করিয়া। **প্রণয়সে**—প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত কর। **ধিয়া**—বুদ্ধিদ্বারা। শাস্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত রূপের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রূপের মধ্যে ভক্তগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে যে সমস্ত রূপকে অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন, সেই সমস্ত রূপই তাঁহারা চিন্তা করেন। আবার, ভগবান্ এমনই ভক্তবৎসল যে, ভক্তগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ভগবানের যে যে রূপ চিন্তা করেন (যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি), তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তিনিও তাঁহাদের সাক্ষাতে সেই সেই রূপই (তৎ তৎ বপুঃ) প্রকটিত করেন—যে ভক্ত ভগবানের যে রূপের ভাবনা করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই রূপই প্রকটিত করেন। ভক্তের অভিপ্রায়-অনুরূপ স্বীয় রূপ প্রকটিত করাতে ভগবানের ভক্তবশ্যতা সূচিত হইতেছে; ভগবান্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও যে ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই বা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী আগ্রহই ইহার একমাত্র হেতু।

ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের অভীষ্ট রূপ প্রকাশ করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনায়ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অথবা, "ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি" ইত্যাদি অংশের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। ভক্তগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভগবানের শাস্ত্রানুমোদিত যে যে রূপের সেবাপ্রাপ্তির বাসনা করেন, সেই সেই রূপের সেবার অনুকূল নিজেদের

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।—
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ৯০
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে—।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়ামাশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্য-কারণং নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে যে সিদ্ধদেহের চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই সেই সিদ্ধদেহই প্রকটিত করেন; অর্থাৎ যে ভক্ত নিজের অভীষ্টসেবার অনুকুল যেরূপ সিদ্ধদেহের চিন্তা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ সিদ্ধদেহই দেন—যেন সিদ্ধাবস্থায় সেই ভক্ত সেই সিদ্ধদেহে তাঁহার অভীষ্টসেবা পাইতে পারেন। এইরূপে ভক্তের ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ যে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

এই শ্লোকের "যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি"-ইত্যাদি উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে—সাধক নিজের ইচ্ছা বা খেয়াল অনুসারে যে রূপেরই চিন্তা করিবেন, তাহা শাস্ত্রবিহিত রূপ না হইলেও ভগবান্ সেইরূপেই তাঁহাকে দর্শন দিবেন। ধনী ব্যক্তি বাড়ী প্রস্তুত করার পূর্ব্বে নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে একটা নক্সা করেন; পরে ঐ নক্সা অনুসারে বাড়ী প্রস্তুত করেন; বাড়ীর মূল ভিত্তি হইল তাঁহার চিন্তা বা কল্পনা; নক্সার কল্পনার স্থূল রূপই হইল বাড়ী। তদ্রূপ সাধকের চিন্তাই রূপায়িত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে, শাস্ত্রসম্মতও নহে। ইহাতে শ্রীভগবদ্রূপের নিত্যত্ব উপেক্ষিত হয়, কল্পিতত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবদ্রূপের নিত্যত্ব এবং সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার করেন না, সাধকের সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয় বলিয়া মনে করেন, উক্তরূপ অনুমান তাঁহাদের মতেরই পোষক। শ্লোকস্থ "উরুগায়" এবং "শ্রুতেক্ষিতপথ"-শব্দদ্বয়ই সূচিত করিতেছে যে, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে এইরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। পরমকরুণ ভগবান্ অনাদিকাল হইতেই বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন; সে সমস্ত রূপের মধ্যে যে কোনও একরূপের চিন্তাই স্বীয় রুচি এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধক স্বীয় চিত্তে পোষণ করিতে পারেন; সাধনের পরিপক্কাবস্থায় ভগবান্ সেইরূপেই তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কল্পিতরূপের উপরে কোনও সাধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কল্পনার পশ্চাতে বাস্তববস্তু না থাকিলে তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক হইয়া পড়ে; বাস্তবতাহীন কল্পনামূলক সাধনও তণ্ডুলহীন তুষের উপরে আঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। ২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯০। **এই শ্লোকের**—"ত্বং ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকের। উক্ত শ্লোকের সংক্ষিপ্ত সার অর্থ এই যে, ভক্তের ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৯১। **চতুর্থ শ্লোকের**—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকের। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছায় ব্রজপ্রেমপ্রচার করিয়া কলিতে জীবের প্রতি করুণা প্রকাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন—ইহাই অনর্পিতচরীং শ্লোকের সার অর্থ এবং এই পরিচ্ছেদে শ্লোকের এই অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে।